ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

পঞ্চম অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ মণ্ডলের শেষাংশ, সপ্তম মণ্ডল সমুদয় এবং অষ্টম মণ্ডলের ১১টী সূক্ত আছে।

সপ্তম মণ্ডল বসিষ্ঠ ঋষি অথবা তদ্বংশীয়দিগের দ্বারা রচিত। সুতরাং এই মণ্ডলে সেই ঋষিদিগের এবং তাঁহারা যে সুদাস রাজার জন্য যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণ পাঠক যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন এবং "বসিষ্ঠ" শব্দের আদি অর্থ কি তাহাও টীকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বসিষ্ঠ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহার নৌকা দোলায়িত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ এই মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে পাওয়া যায়। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বসিষ্ঠ যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমি ভক্তিভাবে এক্ষণে সেই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছি— "সমুদ্রমধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছি, জলের উপর গমনশীল নৌকায় আছি, শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছি।"

ON BOARD, S. S. "NUDDEA."
Aden, 3rd May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

পঞ্চম অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

৬২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যাঁহারা ক্ষণমাত্রে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্য্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রভূত অন্ধকার দূর করেন, দ্যুলোকের নেতা, এই (ভুবনের) ঈশ্বর, সেই অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতি করতঃ আহ্বান করি।

২। তাঁহারা যজ্ঞাভিমুখে আগমন করতঃ নির্ম্মল তেজোবলে রথে দীপ্তি প্রকাশিত করেন এবং প্রভূত তেজঃ সমূহ অপরিমিতরূপে নির্ম্ম করতঃ জলের জন্য অশ্বসমূহকে মরুদেশ অতিক্রম করিয়া লইয়া যান।

৩। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমরা উগ্র, তোমরা সেই অসমৃদ্ধ গৃহে (গমন কর) এবং এই প্রকারে অভিলষণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ দ্বারা স্তোতৃগণকে লইয়া যাও। তোমরা, হব্যদাতা মনুষ্যের হিংসাকারীকে দমন কর।

৪। তাঁহারা অশ্বযোজিত করিতে করিতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন করতঃ নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্র সমীপে আগমন করুন। তাঁহারা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং পুরাণ (অগ্নি) তাঁহাদের যাগ করুন।

৫। যাঁহারা স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দান করেন, সেই রুচির, বহুকর্ম্মবিশিষ্ট, ... রাণ এবং দর্শনীয় (অশ্বিদ্বয়কে) নূতন স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৬। তোমরা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে রক্ষা করতঃ রেণুরহিত মার্গে রথ-যুক্ত, গমনশীল অশ্বগণদ্বারা জলের উৎপত্তি স্থান, সমুদ্রের জল হইতে বাহির করিয়াছ।

৭। হে রথারূঢ় (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা জয়শীল (রথদ্বারা) পর্ব্বত বিনাশ কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অভিলষিত দান করিয়া থাক, তোমরা, স্তুতিকারীর (অপ্রসবা) গাভীকে দুগ্ধযুক্ত কর এবং এই প্রকারে সুস্তুতিগামী হইয়া সর্ব্বত্রগামী হও।

৮। হে পুরাতনী দ্যাবাপৃথিবী! হে আদিত্যগণ! হে বসুগণ! হে রুদ্রপুত্রগণ! (অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক) মনুষ্যগণের প্রতি দেবগণের যে মহান্ ক্রোধ আছে, তোমরা সেই তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননে প্রেরণ কর।

৯। যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এই (অশ্বিদ্বয়কে) যথাকালে পরিচর্য্যা করেন, মিত্র এবং বরুণ তাঁহাকে জানেন। তিনি, মহৎ রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মনুষ্যগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উত্তম চক্রবিশিষ্ট, দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথি... রথ (আরোহণ করিয়া) সন্তান দানের জন্য আমাদিগের গৃহে আগমন ... ক্রোধ ত্যাগ করতঃ মনুষ্যগণের বিঘ্নকারীদিগের মস্তক ছিন্ন ...

...। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে ...দের অভিমুখে আগমন কর, দৃঢ়, গোপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার অপাবৃত কর, ...তি করিতেছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান কর।

---

৬৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দূতের ন্যায় প্রেরিত হব্যযুক্ত, স্তোম মনোহর, পুরুহূত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিতি করুন যেন তাঁহাদিগকে লাভ করে। এই স্তোম নাসত্য-দ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতার স্তোত্রে প্রীত হও।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের আহ্বান অনুসারে পর্য্যাপ্ত প্রকারে গমন কর, তোমরা স্তূয়মান হইয়া সোমপান কর, আমাদিগের গৃহ শত্রু হইতে রক্ষা কর, দূরবর্ত্তী অথবা নিকটবর্ত্তী শত্রু যেন উহাকে হিংসা করিতে না পারে।

৩। তোমাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হইয়াছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তোমাদিগকে অভিলাষ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লোকে বন্দনা করিতেছে, প্রস্তর সকল তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করতঃ সোমরস ব্যক্ত করিয়াছে।

৪। অগ্নি তোমাদিগের (যজ্ঞের জন্য) ঊর্দ্ধে উত্থিত হন এবং যজ্ঞে গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও ঘৃতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়কে স্তোত্রযুক্ত করেন, (সেই) হোতা, বহুকর্ম্মা ও অত্যন্ত যুক্তমনস্ক হন।

৫। হে অনেকের রক্ষক (অশ্বিদ্বয়)! সূর্য্যদুহিতা, তোমাদিগের বহুরক্ষক রথ শোভিত করিবার জন্য অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তোমরা দেবগণের এই জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, নেতা এবং নৃত্যশালী হও।

৬। তোমরা এই দর্শনীয় কান্তিদ্বারা সূর্য্যের শোভার প্রাপ্ত হও। তোমাদিগের অশ্বগণ শোভার জন্য প্রকৃষ্টরূপে প্রথ-করে। হে স্তুতিযোগ্য (অশ্বিদ্বয়)! সুন্দররূপে স্তুত স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করে।

৭। হে নাসত্যদ্বয়! গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ তোমাদিগকে অন্ন অভিমুখে বহন করুক। তোমাদিগের মনের ন্যায় বেগশালী রথ, সম্পর্কযোগ্য এবং অভিলষণীয় প্রভূত অন্নের জন্য বিসৃষ্ট হইয়াছে।

..প (ঊষা) তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের ন্যায় তমঃ সমূহকে বাধা দেন।

৪। পর্ব্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য (প্রদেশ) তোমার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্ট! তুমি অন্তরীক্ষ পার হইয়া থাক। হে মহৎ রথবিশিষ্টা, দর্শনীয়া দ্যুলোকদুহিতা! তুমি আমাদিগকে অভিলষণীয় ধন দান কর।

৫। হে উষাদেবী! তুমি আমাকে ধন দান কর, তুমি অপ্রতিগত ইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অশ্বদ্বারা ধন বহন করিয়া থাক। হে দ্যুলোকদুহিতা! মি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হইয়া থাক, অতএব তুমি র্শনীয়া হও।

৬। হে উষাদেবী! তুমি প্রকাশ হইলে পর পক্ষীগণ বাসস্থান হইতে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক্ মনুষ্যগণ উত্থিত হয়। তুমি, সমীপে বর্ত্তমান হব্যদাতা মনুষ্যকে প্রভূত ধন দান কর।

---

৬৫ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যিনি, দীপ্তিমান্ কিরণযুক্ত হইয়া রাত্রিতে তৈজঃ পদার্থ ও অন্ধকারসমূহ তিরস্কৃত করিয়া দৃষ্ট হন, এই সেই দ্যুলোকজাতা দুহিতা (ঊষা) আমাদিগের জন্য (অন্ধকার) দূর করতঃ প্রজাগণকে প্রকাশিত করি-তেছেন।

২। কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, ঊষাদেবী সেই সময়ে বৃহৎ যজ্ঞের প্রথ-াংশ সম্পাদন করতঃ অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা বিস্তীর্ণরূপে গমন করেন, চিত্ররূপে শোভা পান এবং নিশার অন্ধকার সম্যকরূপে অপনোদন করেন।

৩। হে উষাদেবীগণ! তোমরা, হব্যদাতা মনুষ্যকে কীর্ত্তি, বল, অন্ন, ং রস দান করিয়া থাক, তোমরা ধনবতী এবং গমনশীলা। তোমরা া পরিচর্য্যাকারীকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন এবং ধন দান কর।

৪। হে উষাদেবীগণ! এক্ষণে তোমাদের পরিচর্য্যাকারীর জন্য ধন আছে, এক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য তোমাদের ধন আছে, এক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাহাতে উক্‌থ আছে, পূর্ব্বকালের ন্যায় মৎসদৃশ ব্যক্তিকে (সেই ধন) দান কর।

৫। হে সানুপ্রিয় উষাদেবী! অঙ্গিরাগণ তোমার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং অর্চ্চনীয় স্তোত্রদ্বারা (তমঃ) ভেদ করিয়াছিলেন। নৈতা অঙ্গিরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য ফলবিশিষ্ট হইয়াছিল।

৬। হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! প্রাচীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের জন্য তমঃ দূর কর। হে ধনবতী উষা! আমি ভরদ্বাজের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছি, তুমি আমাকে পুত্র পৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদিগকে অনেকের গন্তব্য অন্ন দান কর।

---

৬৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (মরুৎগণের) সেই সমান, (স্থির পদার্থ সমূহেরও) অবনমনকর, প্রীতিকর, গমনশীল বপুঃ বিদ্বান্ স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হউক। (উহা) অন্তরীক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্ত্ত্যলোকে অন্য পদার্থ দোহন করিবার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২। যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁহারা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই মরুৎগণের (রথ) ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট। তাঁহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন।

৩। অভিষ্টবর্ষী রুদ্রের যে পুত্র (মরুৎগণ) আছেন এবং যাঁহাদিগকে ধারণকারী অন্তরীক্ষ ধারণ করিতে সক্ষম, সেই মহান্ (মরুৎগণের) মাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ (মনুষ্যগণের) উৎপত্তির জন্য গর্ভ (জল) ধারণ করেন।

৪। যাঁহারা স্তোতৃগণের নিকট যানযোগে গমন করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু (তাঁহাদের) অন্তঃকরণ মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া পাপসমূহ শোধিত

করেন, যাঁহারা দীপ্তিমান্, যাঁহারা স্তোতৃগণের অভিলাষানুসারে (জল) দোহন করেন, যাঁহারা দীপ্তিযুক্ত হইয়া স্বশরীর (প্রকাশ করেন) এবং (ভূমি) সিক্ত করেন।

৫। সম্প্রতি সমীপগামী (স্তোতৃগণ) যাঁহাদিগের উদ্দেশে মারুৎ নামক (শস্ত্র) উচ্চারণ করতঃ শীঘ্র অভিলষিত লাভ করিতেছেন এবং যাঁহারা অপহর্ত্তা, গমনশীল ও মহত্ত্বযুক্ত হইতেছেন, সম্প্রতি সুন্দর দানবিশিষ্ট (যজমান) সেই উগ্র মরুৎগণকে বীত ক্রোধ করিতেছেন।

৬। তাঁহারা উগ্র এবং বলশালী, তাঁহারা ধর্ষক সেনাগণকে সুরূপা দ্যাবাপৃথিবীর সহিত যোজিত করেন। ইঁহাদিগের প্রতিরোদসী স্বদীপ্তি-বিশিষ্টা; বলবান্ (মরুৎগণেতে) দীপ্তি থাকে না।

৭। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের রথ পাপরহিত হউক। স্তোতা সারথি না হইয়াও যাহাকে চালনা করে, (সেই রথ) অশ্বরহিত হইয়াও, আহার রহিত ও পাশ রহিত হইয়াও, জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হইয়া দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যাহাকে সংগ্রামে রক্ষা কর, তাহার প্রেরকও নাই ও তাহার হিংসিতাও নাই। তোমরা যাঁহাকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জল বিষয়ে রক্ষা কর, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত (শত্রুর) গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন।

৯। হে অগ্নি! যাঁহারা বলদ্বারা (শত্রুগণের) বল অভিভূত করেন, যে মহান্ (মরুৎগণ) হইতে পৃথিবী কম্পিত হয়, সেই শব্দকারী, ত্বরিত বল-বান্ মরুৎগণকে দর্শনীয় অন্ন দান কর।

১০। মরুৎগণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং অর্চ্চনীয়, তাঁহারা (শত্রুগণের) প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত।

১১। আমি, সেই বর্দ্ধমান, দীপ্তিমান্ খড়গবিশিষ্ট, রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে স্তোত্রদ্বারা পরিচর্য্যা করি। স্তোতার নির্ম্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হইয়া মেঘের ন্যায় মরুৎগণের বলের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেছে।

৬৭ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা দুই জনে অসম ও যন্তৃশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় স্বীয় বাহুদ্বারা জনগণকে সংযত কর। আমি তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করি।

২। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! আমাদিগের এই স্তুতি, তোমাদিগকে প্রচ্ছাদিত করে, হব্যের সহিত তোমাদিগের নিকট গমন করে এবং তোমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। হে সুন্দর দানবিশিষ্ট (মিত্র ও বরুণ)! আমাদিগকে শীতাদির নিবারক অনভিভূত গৃহ দান কর।

৩। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা সুন্দররূপে স্তুত হইয়া উপাগত হও। কর্ম্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্ম্মদ্বারা অন্নাভিলাষী ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমাদ্বারা সেইরূপ কর।

৪। যাঁহারা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পূতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সেই গর্ভভূত (মিত্র ও বরুণকে) ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা জন্মিবামাত্রই মহান্ হইতেও মহান্ এবং হিংসক মনুষ্যের ঘাতক, (অদিতি) তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সমস্ত দেবগণ পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করতঃ বল ধারণ করিয়াছেন। তোমরা বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভূত কর। তোমাদিগের অহিংসিত এবং অমূঢ় রশ্মি আছে।

৬। তোমরা প্রতিদিবস বল ধারণ কর এবং অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার ন্যায় দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদিগের কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত (মেঘ) অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মনুষ্যের হব্যে (তৃপ্ত হইয়া) ভূমিতে এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন।

৭। তোমরা (সোমদ্বারা) উদর পূর্ণ করিবার জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ধারণ কর। হে বিশ্বজিহ্বা (মিত্র ও বরুণ)! যখন ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ

করে এবং যখন তোমরা জল (প্রেরণ কর), তখন যুবতীগণ(১) মৃষ্ট হয় না, বরং অশুষ্ক হইয়া বিভূতি ধারণ করে।

৮। মেধাবী ব্যক্তি তোমাদিগের নিকট বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা এই (জল) যাচ্ঞা করেন। হে ঘৃতান্নবিশিস্ট (মিত্র ও বরুণ)! যেরূপে তোমাদিগের অভিগন্তা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদিগের সেইরূপ মহিমা হউক। তোমরা হব্যদাতার পাপ বিনাশ কর।

৯। হে মিত্র ও বরুণ! যাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া তোমাদিগের কর্ত্তৃক বিহিত এবং তোমাদিগের প্রিয় কর্ম্মের বিঘ্ন করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যাহারা কর্ম্মবান্ হইয়াও যজ্ঞযুক্ত নহে এবং যাহারা পুত্রস্বরূপ নহে, (তাহাদিগকে বিনাশ কর)।

১০। যখন মেধাবীগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেহ কেহ স্তুতি করতঃ নিবিৎসমূহ পাঠ করেন এবং আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে সত উকৃথসমূহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া যাও না।

১১। হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ! যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্ষক, অভীষ্টবর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য তোমরা অভিগত হইলে, তোমাদিগের কর্ত্তৃক (দেয় গৃহ) যে অবিচ্ছিন্ন হয় ইহা সত্য।

---

৬৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ! মনুর ন্যায় কুশ বিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরব্ধ হয়, অদ্য তোমাদিগের জন্য ক্ষিপ্র সেই যজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে।

---

(১) অর্থাৎ নদী অথবা দিক্‌সকল ধূলিদ্বারা অভিভূত হয় না। সায়ণ।

২। তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্। তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শত্রুগণের হিংসক এবং সর্ব্বসেনাবিশিষ্ট।

৩। স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সেই ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি কর। এক জন বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্য জন উপদ্রব (রক্ষা করিবার জন্য) প্রযুক্ত হন।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! নর জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করে, তখন তোমরা মহত্বযুক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রভু হও। হে বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা ইহাদিগের প্রভু হও।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক (হব্য) দান করে, সে সুন্দর দানবিশিষ্ট, ধনবান্ এবং যজ্ঞবান্ হয়। দানবান্ সেই ব্যক্তি জয়লব্ধ অন্নের সহিত শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান্ পুত্রসমূহ লাভ করে।

৬। হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা হব্যদাতাকে ধনানুবন্ধী, বহু অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান কর এবং যাহা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সেই ধন আমাদিগের হউক।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষা-বিশিষ্ট এবং দেবগণ যাহার রক্ষক, সেই ধন আমাদিগের হউক। আমা-দিগের বল যুদ্ধে (শত্রুগণের) অভিভবিতা এবং হিংসক হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের যশঃ তিরস্কৃত করুক।

৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা স্তূয়মান হইয়া সুন্দর অন্নের জন্য আমাদিগকে শীঘ্র ধন দান কর। হে দেবদ্বয়! তোমরা মহান্, আমরা এই প্রকারে তোমাদিগের বলের স্তুতি করিতেছি, আমরা যেন নৌকাদ্বারা জল-সমূহের ন্যায় দুরিতসমূহ পার হইতে পারি।

৯। যে এই (বরুণ) মহিমাবান্, মহাকর্ম্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সেই সম্রাট্

এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্ব্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা সোমপায়ী; এই মদকর, অভিষুত সোম পান কর। হে ধৃতব্রত (মিত্র ও বরুণ)! তোমাদিগের রথ দেবগণের পানার্থে যজ্ঞাভিমুখে গমন করে।

১১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা অত্যন্ত মধুমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান কর। আমরা তোমাদের জন্য এই (সোমরূপ) অন্ন ঢালিয়াছি, তোমরা উপবেশন করতঃ এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

---

৬৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমাদিগের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা এই কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞ সেবা কর। তোমরা উপদ্রবশূন্য মার্গদ্বারা আমাদিগকে পার করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করিয়া থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্য্যমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণকর্ত্তৃক গীয়মান স্তোত্র-সমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক।

৩। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমসমূহের স্বামী। তোমরা দ্রবিণ দানকরতঃ সোমাভিমুখে আগমন কর। স্তোতাগণের স্তোত্রসমুদয় শস্ত্রের সহিত উচ্চার্য্যমাণ হইয়া তোমাদিগকে তেজ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করুক।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক। তোমরা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা কর এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্য সকল শ্রবণ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে পর, তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর; তোমরা অন্তরীক্ষকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়াছ

এবং লোকসমূহকে আমাদিগের জীবনের জন্য প্রথিত করিয়াছ। তোমাদিগের সেই (কর্ম্মসমূহ) স্তুতি যোগ্য।

৬। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাক এবং সোমাগ্র ভোজন করিয়া থাক; (যজমানগণ) নমস্কারপূর্ব্বক তোমাদিগকে হব্য দান করে, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলস স্বরূপ।

৭। হে দর্শনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা এই মদকর সোম পান কর এবং উদর পূর্ণ করা মদকর (সোমরূপ) অন্ন তোমাদিগের নিকট গমন করুক, তোমরা আমার স্তোত্র এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা জয় করিয়াছ, কখনও পরাজিত হও নাই; তোমাদের দুই জনের মধ্যে কেহ পরাজিত হয় নাই। তোমরা যে দ্রব্যের জন্য স্পর্দ্ধা করিয়াছ, তাহা ত্রিধাস্থিত এবং অসংখ্যক হইলেও বিক্রমদ্বারা লাভ করিয়াছ।

৭০ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়নীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, সুরূপ বিশিষ্টা, বরুণের ধারণ কার্য্যদ্বারা পৃথক্ রূপে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতস্কা।

২। অসঙ্গতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিব্রতা (দ্যাবাপৃথিবী) সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন, হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা এই ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদিগকে যাহা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেতঃ সেচন কর।

৩। হে ধিষণা দ্যাবাপৃথিবী! যে মর্ত্ত্য (তোমাদের) সুখ গমনের জন্য (হব্য) দান করেন, তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন এবং অপত্যগণের সহিত প্রবৃদ্ধ হন। কর্ম্মের উপরি তোমাদিগের সিক্ত (রেতঃ) নানা বর্ণবিশিষ্ট এবং সমানকর্ম্মা (পদার্থরূপে) উৎপন্ন হয়।

৪। দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন তাঁহারা, জল সংপৃক্তা, জলবর্ষয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাচ্ঞা করেন।

৫। মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা এবং আমাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশঃ, অন্ন ও সুবীর্য্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মধুদ্বারা সিক্ত করুন।

৬। পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদিগকে অন্নদান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্ম্মা পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে পুত্রাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন।

---

৭১ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। সেই সুকর্ম্মা সবিতাদেব দানার্থে হিরণ্ময় বাহুদ্বয় উদ্যত করেন। মহান, যুবা, সুদক্ষ (সবিতাদেব), লোকের ধারণার্থ জলপূর্ণ বাহুদ্বয় প্রেরণ করেন।

২। আমরা যেন সেই সবিতাদেবের প্রসবকার্য্যে ও শ্রেষ্ঠধন দান বিষয়ে (সমর্থ) হই। (হে সবিতাদেব)! তুমি, সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসব কার্য্যে (সক্ষম) এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসব কার্য্যে সক্ষম।

৩। হে সবিতাদেব! তুমি অদ্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজদ্বারা আমাদিগের গৃহ রক্ষা কর। তুমি হিরণ্য জিহ্বাবিশিষ্ট, তুমি নবতর সুখ দান কর এবং (আমাদিগকে) রক্ষা কর। আমাদিগের অনিষ্টাশংসী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করিতে পারে না।

৪। প্রশান্তান্তঃকরণ, হিরণ্যপাণি, হিরণ্ময় হনুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরম বাক্যবিশিষ্ট, সেই সবিতাদেব রাত্রির অবসানে উত্থিত হউন। তিনি হব্যদাতাকে প্রভূত অন্ন প্রেরণ করুন।

৫। সবিতাদেব উপবক্তার ন্যায় হিরণ্ময় এবং শোভনাবয়ব বাহুদ্বয় উদ্যত করুন। তিনি পৃথিবী হইতে দ্যুলোকের উন্নত প্রদেশসমূহে

আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু (তিরোহিত থাকে) তাঁহাদিগকে প্রীত করেন।

৬। হে সবিতা! অদ্য আমাদিগকে ধন দান কর, কল্য আমাদিগকে ধন দান কর, প্রতিদিন আমাদিগকে ধন দান কর। হে দেব! যেহেতু তুমি, নিবাসভূত প্রভূত ধনের (দাতা), অতএব আমরা এই স্তুতিদ্বারা ধন লাভ করিব।

---

৭২ সূক্ত।

ইন্দ্র ও সোম দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমাদিগের সেই মহত্ত্ব প্রভূত। তোমরা মহৎ এবং মুখ্য (ভূতসমূহ) করিয়াছ। তোমরা সূর্য্য লাভ করাইয়াছ, তোমরা জল লাভ করাইয়াছ। তোমরা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদিগকে বধ করিয়াছ।

২। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা উষাকে প্রকাশিত কর, সূর্য্যকে জ্যোতির সহিত ঊর্দ্ধে নীত কর এবং অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর। তোমরা, মাতা পৃথিবীকে প্রথিত কর।

৩। হে ইন্দ্র ও সোম! জল পরিবৃতকারী অহি বৃত্রকে বধ কর। দ্যুলোক তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তোমরা নদীর জলসমূহ প্রেরণ কর এবং বহু সমুদ্রকে (জল দ্বারা) পূর্ণ কর।

৪। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা গাভীসমূহের অপক্ক ঊধোদেশে পক্ক (দুগ্ধ) নিহিত করিয়াছ এবং নানাবর্ণ এই গোসমূহের মধ্যে অবদ্ধ ও শুক্লবর্ণ (দুগ্ধ) ধারণ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা তারক, অপত্যযুক্ত এবং শ্রবণযোগ্য ধন শীঘ্র দান কর। হে উগ্র (ইন্দ্র ও সোম)! তোমরা মনুষ্যগণের হিতকর এবং শত্রুসেনার অভিভবকর বল বর্দ্ধিত কর।

---

৭৩ সূক্ত।

বৃহস্পতি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হইয়াছেন, যিনি সত্যবান্, অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদিগের পিতা, (সেই বৃহস্পতি) বর্ষক হইয়া দ্যাবাপৃথিবীতে গর্জ্জন করেন।

২। যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন।

৩। এই বৃহস্পতিদেব, ধন এবং গো সহিত গোত্রজসমূহ জয় করিয়াছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হইয়া যজ্ঞকর্ম্ম ভোগ করিতে ইচ্ছা করতঃ স্বর্গের অমিত্রকে অর্চ্চনা সাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন।

৭৪ সূক্ত।

সোম ও রুদ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা অসূর্য্য (বল) দান কর। যজ্ঞ সকল প্রতিগৃহে তোমাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও।

২। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সংক্রামক (রোগ) বিযোজিত কর এবং নিঋতি যাহাতে পরাঙমুখ হয়, সেই রূপে বাধা দান কর। আমাদিগের কল্যাণজনক অন্ন হউক।

৩। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য এই সকল ভেষজ ধারণ কর। আমাদের কৃত যে পাপ আমাদিগের শরীরে বদ্ধ আছে, তাহা শিথিল কর এবং আমাদিগের হইতে মুক্ত কর।

৪। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করিয়া থাক। তোমরা শোভন স্তোত্র অভিলাষ করতঃ আমাদিগকে ইহলোকে অত্যন্ত সুখী কর। তোমরা আমাদিগকে বরুণের পাশ হইতে প্রমুক্ত কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭৫ সূক্ত।

প্রথম মন্ত্রের বর্ম্ম দেবতা; দ্বিতীয়ের ধনুঃ; তৃতীয়ের জ্যা; চতুর্থের আর্ত্নী; পঞ্চমের ইষুধি; ষষ্ঠের পূর্ব্বার্দ্ধের সারথি; ষষ্ঠের উত্তরার্দ্ধের রশ্মি; সপ্তমের অশ্ব; অষ্টমের রথ; নবমের রথগোপগণ; দশমের স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবা-পৃথিবী ও পূষা দেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের ইষু দেবতা; ত্রয়োদশের প্রতোদ; চতুর্দ্দশের হস্তঘ্ন; পঞ্চদশ ও ষোড়শের ইষুদেবতা; সপ্তদশের যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি এবং অদিতি দেবতা; অষ্টাদশের কবচ, সোম ও বরুণ দেবতা; ঊনবিংশের দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা(১)। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (এই রাজা) যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের ন্যায় রূপ হয় (হে রাজা)! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর; বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক।

২। আমরা ধনুর্দ্বারা গাভী জয় করিব; ধনুর্দ্বারা যুদ্ধ জয় করিব; ধনুর্দ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত (শত্রুসেনা) বধ করিব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, (আমরা) ধনুর্দ্বারা সর্ব্বদিক্ জয় করিব।

৩। এই ধনু সংলগ্ন জ্যা সংগ্রাম কালে যুদ্ধের পারে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই (ধনুর্দ্ধারীর) কর্ণের নিকট আগমন করে এবং স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে।

(১) যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ম্মাদি পরিধান করাইবার সময় এই সূক্তোক্ত ঋকগুলি উচ্চারণ করিতে হয়। এই সূক্ত হইতে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। সেই (ধনুষ্কোটিদ্বয়) অনন্যমনস্কা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া (শত্রুকে) আক্রমণ করিবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য (রাজাকে) রক্ষা করুক এবং স্বকার্য্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া গমনপূর্ব্বক এই রাজার অমিত্রদিগকে হিংসা করিয়া শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক।

৫। এই তূণীর বহুতর (বাণের) পিতা; অনেকগুলি (বাণ) ইহার পুত্র; (বাণ তুলিবার সময়) এই তূণীর (চিশ্চা) শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠ-ভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে (বাণ) প্রসবপূর্ব্বক সমস্ত সেনাজয় করে।

৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে২ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই থানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ (অশ্বের) পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাহাদিগের মহিমা স্তব কর।

৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে।

৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ এই রাজার রথবাহিত ধন ইঁহাকে বর্দ্ধিত করুক। রথে ইঁহার অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্ব্বদা প্রসন্নমনে সেই সুখকর রথের সমীপে গমন করি।

৯। (রথের) রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু (অন্ন) নষ্ট করিয়া (স্বপক্ষীয়দিগকে) অন্ন দান করে। বিপৎকালে ইহাদিগের আশ্রয় লওয়া যায়। ইঁহারা শক্তিমান্, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস, বীর, মহান্ এবং বহুতর শত্রুকে জয় করিতে সক্ষম।

১০। হে স্তোতাগণ(২)! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্দ্ধক সোম্যগণ! তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; আমাদিগের পাপশংসী (শত্রু) যেন প্রভুত্ব না করিতে পারে।

১১। (বাণ) সুপর্ণ ধারণ করে; মৃগ উহার দন্ত(৩)। উহা গাভী কর্ত্তৃক(৪) সম্যক্‌রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। যেখানে

(২) মূলে "ব্রাহ্মণাসঃ" আছে।
(৩) "মৃগ" শব্দে মৃগাবয়ব শৃঙ্গ অথবা শত্রুকে অন্বেষণকারী। সায়ণ।
(৪) গোবিকার স্নায়ুসমূহ অথবা জ্যা।

নেতাগণ একত্রে ও পৃথকরূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখ দান করুন।

১২। হে বাণ! আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত কর; আমাদের শরীর পাষাণের ন্যায় হউক। সোম আমাদের হইয়া বলুন; অদিতি সুখ দান করুন।

১৩। হে কশা! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিগণ (তোমার দ্বারা) ইহাদিগের সক্‌থিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে; তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর।

১৪। হস্তঘ্ন(৫) জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে।

১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই পর্জ্জন্য কার্য্যভূত বৃহৎ ইষু দেবতাকে এই নমস্কার।

১৬। হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, হিংসাকুশল (ইষু)! তুমি বিসৃষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদিগকে প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিও না।

১৭। মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে (যুদ্ধ ভূমিতে) সম্পাতিত হয়, তথায় ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখদান করুন।

১৮। তোমার মর্ম্মস্থানসমূহ বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিব; অনন্তর সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ (সুখ) দান করুন; তুমি জয়ী হইলে দেবগণ হৃষ্ট হউন।

১৯। যে জ্ঞাতি আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট নহেন, যিনি দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন, মন্ত্রই(৬) আমার (শর) নিবারক বর্ম্ম।

---

(৫) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা যায়, তাহার নাম হস্তঘ্ন।

(৬) মূলে "ব্রহ্ম" আছে। অর্থ মন্ত্র। সায়ণ।

সপ্তম মণ্ডল।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন।

২। যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সেই সুদর্শন অগ্নিকে সর্ব্বপ্রকার (ভয়) হইতে রক্ষার্থে বসুগণ(১) গৃহে নিহিত করিয়াছিলেন।

৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি প্রকর্ষরূপে সমিদ্ধ হইয়া অজস্র জ্বালার সহিত আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হও; বহু অন্ন তোমার নিকট উপগত হইতেছে।

৪। সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির নিকট সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নিসমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সেই অগ্নিসমূহ বিশেষরূপে দীপ্তি পান।

৫। হে অভিভবকুশল অগ্নি! শত্রু হিংসাযুক্ত হইয়া যাহা বাধা দিতে পারে না, সেই কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, তুমি স্তোত্রপ্রযুক্ত হইয়া আমাদিগকে দান কর।

৬। হব্যযুক্তা যুবতী জুহূ দিবারাত্র সুদক্ষ (অগ্নির) নিকট আগমন করে, স্বকীয় দীপ্তি ধনাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে।

৭। হে অগ্নি! তুমি যে তেজের দ্বারা পরুষ শব্দকারীকে দগ্ধ করিয়া থাক, সেই তেজবলে সমস্ত শত্রুগণকে দগ্ধ কর। তুমি উপতাপ দূর করতঃ রোগ নাশ কর।

---

(১) বসিষ্ঠগণ। সায়ণ।

৮। হে বলিষ্ঠ শুভ্র, দীপ্ত, পাবক অগ্নি! যাহারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহাদিগের ন্যায় আমাদিগেরও এই স্তোত্রে তুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

৯। হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ত্ত্য নেতাগণ তোমাদের তেজঃ বহু-দেশে বিভক্ত করিয়াছেন; (তাহাদিগের ন্যায়) আমাদেরও এই (স্তোত্রে) প্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

১০। যাহারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের স্তুতি করেন, (সেই) এই শূর নেতাগণ সংগ্রামসমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করুন।

১১। হে অগ্নি! আমরা শূন্য (গৃহে) বাস করিব না, (অন্য) মনুষ্যের (গৃহে) বাস করিব না। হে গৃহের হিতকর (অগ্নি)! আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য; আমরা তোমার পরিচর্য্যা করতঃ প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করিব।

১২। অশ্ববান্ (অগ্নি) যে যজ্ঞের (আশ্রয়ভূত গৃহে) গমন করেন, আমাদিগকে সেই ভৃত্যাদিযুক্ত, সুন্দর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্দ্ধমান গৃহ (দান কর)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগকে অপ্রীতিকর রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, অদাতা, পাপেচ্ছুক হিংসক হইতে রক্ষা কর। আমি তোমার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করিব।

১৪। বলবান্, দৃঢ়হস্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত (স্তোত্র) দ্বারা যে (অগ্নির) পরিচর্য্যা করে, সেই অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুক।

১৫। যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হইতে রক্ষা করেন, যাঁহাকে সুজন্মা বীরগণ পরিচর্য্যা করেন তিনিই অগ্নি।

১৬। যাঁহাকে সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করেন, যাঁহাকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন, সেই এই অগ্নি বহুদেশে আহুত হন।

১৭। হে অগ্নি! আমরা ধনেশ্বর হইয়া তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রদ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করিব।

১৮। হে অগ্নি! তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এই অত্যন্ত কমণীয় হব্য বহন কর এবং গমন কর। (দেবগণের) প্রত্যেকে আমাদের এই সুরভি (হব্য) কামনা করুন।

১৯। হে অগ্নি! আমাদিগকে অপুত্রতা প্রদান করিও না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করিও না, এই অমতি আমাদিগকে প্রদান করিও না, আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করিও না, রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিও না। হে সত্যবান্ অগ্নি! আমাদিগকে গৃহে হিংসা করিও না, বনে হিংসা করিও না।

২০। হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর। হে দেব! তুমি যজ্ঞবান্‌দিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২১। হে বলেরপুত্র অগ্নি! তুমি সুন্দর আহ্বানবিশিষ্ট ও রমণীয় দর্শন, তুমি শোভনদীপ্তির সহিত প্রদীপ্ত হও। তুমি সহায় হও এবং ঔরস-পুত্র দগ্ধ করিও না; আমাদের মনুষ্য হিতকর পুত্র যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়।

২২। হে অগ্নি! তুমি সহায় হও এবং ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সমিদ্ধ অগ্নি-গণকে বলিও, যেন তাঁহারা আমাদিগকে সুখে ভরণ করেন। হে বলেরপুত্র অগ্নিদেব! তোমার নিগ্রহ বুদ্ধি ভ্রমেও যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।

২৩। হে সুতেজা অমর্ত্ত অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান করে, সেই মর্ত্ত্য ধনবান্ হয়। যাঁহার নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা করতঃ গমন করে, সেই অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করেন।

২৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর (কর্ম্ম) অবগত আছ। হে বলপুত্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা যদ্দ্বারা, অক্ষীণ, পূর্ণায়ুঃ এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া হৃষ্ট হইতে পারি, আমা-দিগকে এরূপ মহৎ ধন দান কর।

২৫। হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর; হে দেব! তুমি যজ্ঞবান্‌দিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! অদ্য আমাদের সমিধ্ সেবা কর; যজনীয় ধূম প্রেরণ করতঃ অত্যন্ত দীপ্ত হও; তপ্ত (রশ্মির) দ্বারা অন্তরীক্ষের সানুপ্রদেশ স্পর্শ কর এবং সূর্য্যের রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত হও।

২। সুক্রতু, দীপ্তিমান এবং কর্ম্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেবগণ উভয়(১) হব্য ভক্ষণ করেন, আমারা তাঁহাদের মধ্যে স্তোত্রদ্বারা যজনীয় নরাশংসের মহিমার স্তুতি করি।

৩। তোমরা স্তুতিযোগ্য, অসুর(২), সুদক্ষ, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে দূত, সত্যবাক্, মনুষ্যগণের ন্যায় মনুকর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্ব্বদা পূজা কর।

৪। পরিচর্য্যাভিলাষীগণ জানু পাতিয়া পাত্র পূর্ন করতঃ হব্যের সহিত অগ্নিকে বর্হিঃ দান করিতেছেন। হে অধ্বর্য্যুগণ! ঘৃতপৃষ্ঠ, স্থূলবিন্দুযুক্ত (বর্হিঃ) হোম করতঃ প্রদান কর।

৫। সুকর্ম্মা, দেবাভিলাষী এবং রথাভিলাষীগণ যজ্ঞে দ্বারআশ্রয় করিয়াছেন। মাতৃদ্বয় যেরূপ শিশুকে লেহন করে সেইরূপ লেহনকারীও

---

(১) অর্থাৎ সৌমিক ও হবিঃ সংস্থাদি। সায়ণ।

(২) পঞ্চম অষ্টকে "অসুর" শব্দের আটবার ব্যবহার হইয়াছে, যথা—

৭ মণ্ডলের	২ সূক্তে	৩ ঋকে	অসুর	শব্দ	অগ্নি	সম্বন্ধে
,,	৬	,,	১	,,	,,	,,	বৈশ্বানর	,,
,,	১৩	,,	১	,,	অসুরঘ্ন	,,	অগ্নি	,,
,,	৩০	,,	[illegible]	,,	অসুর	,,	অগ্নি	,,
,,	৩৬	,,	২	,,	,,	,,	মিত্র ও বরুণ	,,
,,	৫৬	,,	২৪	,,	,,	,,	বীর	,,
,,	৬৫	,,	২	,,	,,	,,	মিত্র ও বরুণ	,,
,,	৯৯	,,	৫	,,	,,	,,	বর্চী	,,

পূর্ব্বাভিমুখী (জুহূ ও উপভৃতিকে) অধ্বর্য্যুগণ নদীর ন্যায় যজ্ঞে সিক্ত করিতেছেন।

৬। যুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশোপরি আসীনা, বহুস্তুতা, ধনবতী, যজ্ঞার্হা, অহোরাত্রি কামদুঘা ধেনুর ন্যায় কল্যাণের জন্য আমাদিগকে আশ্রয় করুন।

৭। হে বিপ্র, জাতবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা (দেবীদ্বয়)! আমি তোমাদিগকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি করি। স্তব করা হইলে পর আমাদের যজ্ঞ দেবাভিমুখী কর; তোমরা দেবগণের মধ্যে (বিদ্যমান) বরণীয় (ধন) বিভাগ করিয়া দাও।

৮। ভারতীগণের সহিত সঙ্গতাভারতী আগমন করুন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত ইলা আগমন করুন, অগ্নিও আগমন করুন। সারস্বতগণের সহিত সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে এই কুশে উপবেশন করুন(৩)।

৯। হে দেবত্বষ্টা! যদ্দ্বারা বীর, কর্ম্মকুশল, বলশালী ও (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তরহস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য্য প্রদান কর।

১০। হে বনস্পতি! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আনায়ন কর। পশুর সংস্কারক অগ্নি (বনস্পতি) দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি) যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন।

১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সহিত এক রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ স্বাহাযুক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

---

(৩) এই ৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋক্ ৩ মণ্ডলের ৪ সূক্তের ঐ ঐ ঋকের অনুরূপ। উক্ত সূক্তের ৮ ঋকের ভারতী ও সারস্বত সম্বন্ধীয় টীকা দেখ।

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে দেবগণ)! যিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।

২। যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করতঃ ও শব্দ করতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষ সমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি)! তোমার কৃষ্ণ বর্ণবর্ত্ম হয়।

৩। হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদ্গত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।

৪। যখন তুমি দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদি, অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজঃ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সেনার ন্যায় বিসৃষ্ট হইয়া গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি শিখাদ্বারা যবের ন্যায় (কাষ্ঠাদি) ভক্ষণ কর।

৫। মনুষ্যগণ যুবতম অতিথির ন্যায় পূজ্য, সেই অগ্নিকে তাহার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্ত করতঃ সততগামী, অশ্বের ন্যায় পরিচর্য্যা করে। আহুত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়।

৬। হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি যখন সূর্য্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তেমার তেজঃ অন্তরীক্ষ হইতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়; তুমি দর্শনীয় সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করাইয়া থাক।

৭। হে অগ্নি! আমরা যেরূপ গব্য ও ঘৃতযুক্ত হবোর দ্বারা তোমাদিগকে স্বাহা দান করিব, হে অগ্নি! তুমিও সেইরূপ স্নেহ অমিত

তেজোবলে অপরিমিত অয়োনির্ম্মিত(১) নগরীদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। হে বলেরপুত্র জাতবেদা! তুমি দানশীল, তোমার যে (শিখা) আছে এবং যে বাক্যদ্বারা পুত্রবান্ (প্রজাগণকে) তুমি রক্ষা কর, সেই সমুদয়দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাগণকে রক্ষা কর।

৯। যখন শুচি অগ্নি স্বকীয় শরীর দ্বারা কৃপাবশতঃ রোচমান হইয়া তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর ন্যায় (কাষ্ঠহইতে) নির্গত হয়েন, তখন তিনি যাগযোগ্য হয়েন। কমনীয়, সুকর্ম্মা পাবক অগ্নি মাতৃভূত (অরণিদ্বয় হইতে) জাত হইয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগকে এই সুন্দর (ধন) দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতাঃ (পুত্র) লাভ করিতে পারি। সমস্ত (ধন) উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হউক; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপূত হব্য ও স্তুতি প্রদান কর। অগ্নি দৈব ও মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞাদ্বারা গমন করেন।

২। অগ্নি অরণি হইতে যুবতম হইয়া জাত হইয়াছেন, অতএব সেই মেধাবী অগ্নি তরুণ হউন। দীপ্ত দণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নিসংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূতঅন্ন ভক্ষণ করেন।

৩। মর্ত্ত্যগণ যে শুভ্র (অগ্নিকে) দেবের মুখ্য স্থানে পরিগ্রহণ করেন, যিনি পুরুষগণকর্ত্তৃক গৃহীত (বস্তু) সেবা করেন, সেই অগ্নি মনুষ্যগণের জন্য (শত্রুগণের) দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি পান।

---

(১) মূলে "আয়সীভিঃ" আছে। লৌহময় নগর কি? অতিশয় নিরাপদে রাখ, এই অর্থ। সায়ণ "আয়সীভিঃ" অর্থে "হিরণ্ময়ীভিঃ" করিয়াছেন।

৪। কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্ত্যগণ মধ্যে নিহিত হইয়াছেন। হে বলবান্ (অগ্নি)! আমরা সর্ব্বদা তোমার ভক্ত থাকিব; তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না।

৫। যেহেতু অগ্নি কর্ম্মদ্বারা দেবগণকে পার করিয়াছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন। ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে (বিদ্যমান) সেই অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁহাকে ধারণ করে।

৬। অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করিতে সক্ষম; সুন্দর বীর্য্যযুক্ত ধন দান করিতে সক্ষম। হে বলবান্ (অগ্নি)! আমরা যেন পুত্রাদিরহিত হইয়া উপবেশন না করি, রূপরহিত হইয়া উপবেশন না করি এবং পরিচর্য্যারহিত হইয়া উপবেশন না করি।

৭। অঋণী ব্যক্তির ধন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হইব। হে অগ্নি! যেন অপত্য অন্য জাত(১) না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না।

৮। অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অথবা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। অতএব অন্নবান, শত্রুনাশক, নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক।

৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে হিংসক হইতে রক্ষা কর, হে বলবান! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর, নির্দোষ অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, স্পৃহণীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগকে এই সুন্দর (ধন) দান কর; আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতাঃ (পুত্র) লাভ করিতে পারি। সমস্ত (ধন) উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হউক; তোমারা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

(১) মূলে "অন্যজাতং" আছে। অন্যজাত অপত্য অর্থ কি? এই ঋকে ও পরের ঋকে কি দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়?।

৫ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই প্রবৃদ্ধ এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর।

২। নদীগণের নেতা যে জলবর্ষী অর্চ্চিত অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নিহিত হইয়াছেন, সেই বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্য প্রজাগণের অভিমুখে শোভা পান।

৩। হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুরুর সমীপে দীপ্যমান হইয়া (তাহার শত্রুর) পুরী বিদীর্ণ করতঃ প্রজ্বলিত হইয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্নী প্রজাগণ পরস্পর অসমেত হইয়া ভোজন ত্যাগকরতঃ আগমন করিয়াছিল।

৪। হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোক তোমার ব্রত সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশদ্বারা দীপ্যমান হইয়া স্বদীপ্তিতে দ্যাবা-পৃথিবী বিস্তারিত কর।

৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং ঊষা ও দিবসের মহান্ কেতু স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হইয়া তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও ঘৃতযুক্ত বাক্য তোমাকে সেবা করে।

৬। হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করিয়াছেন, তোমার কর্ম্ম সেবা করিয়াছেন। তুমি আর্য্যের জন্য অধিক তেজঃ উৎপন্ন করতঃ দস্যুগণকে স্থান হইতে নির্গত করিয়াছ(১)।

৭। তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া বায়ুর ন্যায় সদ্য সোম পান কর। হে জাতবেদা! তুমি জলসমূহ উৎপন্ন করতঃ অপত্যের ন্যায় পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান করিয়া গর্জ্জন করিয়া থাক।

---

(১) অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আর্য্যগণ অনার্য্য বর্ব্বরদিগকে তাহাদিগের প্রাচীন প্রদেশসমূহ হইতে নিঃসারিত করিয়া সেই২ প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

৮। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! যদ্দ্বারা ধন রক্ষা কর এবং হব্যদাতা মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশঃ রক্ষা কর, হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সেই দীপ্তিমান্ অন্ন প্রদান কর।

৯। হে অগ্নি! আমরা যজ্ঞকারী, আমাদিগকে বহুঅন্ন, ধন এবং শ্রুতিযোগ্য বল প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর।

৬ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি। বন্দমান হইয়া সম্রাট, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্রের ন্যায় সেই (বৈশ্বানরের) স্তুতি ও কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিব।

২। অগ্নি, কবি, কেতুস্বরূপ, অদ্রিধারী, দীপ্তিমান, সুখকর ও দ্যাবা-পৃথিবীর রাজা, (দেবগণ) সেই অগ্নিকে প্রীত করেন। আমি পুরী-বিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্ম্মসমূহ স্তুতিদ্বারা কীর্ত্তন করিব।

৩। অগ্নি, যজ্ঞ রহিত, জল্পক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধারহিত, বৃদ্ধি শূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন সেই দস্যুদিগকে বিদূরিত করুন; তিনি প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করুন।

৪। নেতৃতম যে (অগ্নি) অপ্রকাশমান অন্ধকারে (নিমগ্ন) প্রজাগণকে হৃষ্ট করতঃ প্রজ্ঞাদ্বারা ঋজুগামী করিয়াছেন; আমি সেই ধনস্বামী, অনত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি।

৫। যিনি শত্রু কৌশল(১) আয়ুধদ্বারা হীন করিয়াছেন, যিনি আর্য্য পত্নী উষাকে (সৃষ্টি) করিয়াছেন; সেই মহান্ অগ্নি প্রজাগণকে বলদ্বারা নিরুদ্ধ করতঃ নহুষ রাজার করপ্রদ করিয়াছিলেন।

(১) মূলে "দেহ্য" আছে।

৬। সমস্ত লোক সুখের নিমিত্ত যাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া হব্যের সহিত উপস্থিত হয়; সেই বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃ মাতৃ ভুত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত (অন্তরীক্ষে) আগমন করিয়াছেন।

৭। বৈশ্বানরদেব, সূর্য্য উদয় হইলে পর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃ গ্রহণ করেন, পর সমুদ্র হইতে তমঃ গ্রহণ করেন; দ্যুলোকের তমঃ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তমঃ গ্রহণ করেন।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নিদেব! তুমি অভিভবিতা এবং অশ্বের ন্যায় বেগবান্, আমি তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রেরণ করি। হে বিদ্বান্! তুমি আমাদের যজ্ঞের দূত হও, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দগ্ধক্রম বলিয়া প্রজ্ঞাত আছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য এবং দেবগণের সহিত সখ্য সেবা করিয়া থাক; তুমি তেজোবলে পৃথিবীর (তৃণ গুল্মাদি) সানুপ্রদেশ শব্দিত করতঃ দংষ্ট্রাদ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া স্বীয় মার্গদ্বারা আগমন কর।

৩। হে ধুবতম (অগ্নি)! যখন তুমি সুন্দর সুখযুক্ত হইয়া জাত হও, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বর্হিঃ নিহিত হয়, স্তুতিযোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীয় মাতৃভুত (দ্যাবাপৃথিবী) আহুত হন।

৪। প্রাজ্ঞ মনুষ্যগণ যজ্ঞে রথী (অগ্নিকে) সদ্য উৎপাদন করেন। যিনি ইঁহাদের (হব্য বহন করেন সেই) মদয়িতা, মধুবাক্, যজ্ঞবান্, বিস্পতি অগ্নি মনুষ্যগণের গৃহে নিহিত হইয়াছেন।

৫। দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহাকে বর্দ্ধিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সেই বৃত, হব্যবাহক, ব্রহ্মা এবং (সকলের) ধারক অগ্নি আগমন করতঃ মনুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

৬। যে নরগণ পর্য্যাপ্তরূপে মন্ত্র সংস্কার করিয়াছেন, যে মনুষ্যগণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া বর্দ্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যগণ সত্যভূত এই (অগ্নিকে) প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্নের দ্বারা সমস্ত (পোষ্যবর্গ) বর্দ্ধিত করেন।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নদ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যাঁহার রূপ ঘৃতদ্বারা আহুত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হব্যের সহিত স্তুতি করে, সেই রাজা, স্বামী, (অগ্নি) স্তুতির সহিত সমিদ্ধ হইতেছেন। অগ্নি ঊষার অগ্রে দীপ্ত হন।

২। এই হোতা, মদয়িতা, মহান্, অগ্নি মনুষ্যকর্ত্তৃক সুমহান্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ত্ম অগ্নি পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়া ওষধিদ্বারা বর্দ্ধিত হন।

৩। হে অগ্নি! তুমি কোন্ (স্বধা) দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করিবে? স্তূয়মান হইয়া কোন্ স্বধা প্রাপ্ত হইবে? হে শোভনদান (অগ্নি)! আমরা কখন দুস্তর সাধুধনের পতি ও বিভাগকারী হইব?

৪। যখন এই অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ প্রভাশালী হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি ভরতকর্ত্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পুরুকে অভিভূত করিয়াছেন, সেই দীপ্যমান দেবগণের অতিথি (অগ্নি) প্রজ্বলিত হইয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমাতে প্রভূত হব্য (প্রদত্ত) হইয়াছে, তুমি সমস্ত তেজের সহিত প্রসন্ন হও এবং স্তোতার (স্তোত্র) শ্রবণ কর। হে সুজাত! তুমি স্তূয়মান হইয়া স্বয়ং শরীর বর্দ্ধিত কর।

৬। শত (গাভীর) বিভাগকারী ও সহস্রগাভী সংযুত এবং স্থানদ্বয়ে মহান্(১) (বসিষ্ঠ) এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহা দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাগণের ও (তাঁহাদের) বন্ধুর সুখদ হউক।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি; বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অগ্নি জারস্বরূপ, হোতাস্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক; তিনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি উভয় জন্তুর(১) প্রজ্ঞা দান করেন, দেবগণকে হব্য দান করেন এবং সুকৃতকারিগণকে ধন দান করেন।

২। যিনি পণিগণের দ্বার বিবৃত করিয়াছেন, সেই অগ্নি সুকর্ম্মা। তিনি আমাদিগের জন্য বহুক্ষীরবিশিষ্ট ও অর্চ্চনীয় (গাভীসমূহ) হরণ করেন, তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা। অগ্নি রাত্রিসমূহের ও জনগণের তমঃ বিদূরিত করতঃ দৃষ্ট হন।

৩। অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান্, শোভন গৃহশিবিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর (অগ্নি), বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত হইয়া উষামুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভরূপে জাত হইয়া ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন।

৪। (হে অগ্নি)! তুমি মনুষ্যের যজ্ঞ কালে স্তুতিযোগ্য। জাতবেদা যুদ্ধে সঙ্গত হইয়া দীপ্ত পান; দর্শনীয় তেজোদ্বারা শোভা পান। স্তুতিসমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে।

---

(১) মূলে "দ্বিবর্হাঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দ্বাভ্যাং বিদ্যা কর্ম্মভ্যাং বৃহন্ বসিষ্ঠো দ্বয়ো দ্যুলোকয়ো মহান্ বা।"

---

(১) দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অথবা দেবতা ও মনুষ্য। সায়ণ।

৫। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের অভিমুখে দৌত্যকার্য্যে গমন কর। স্তুতিকারীদিগকে দলের সহিত হিংসা করিও না। আমাদিগকে রত্ন দান করিবার জন্য তুমি সরস্বতী, মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, জল, (প্রভৃতি) সমস্ত দেবগণের যাগ কর।

৬। হে অগ্নি! বসিষ্ঠ তোমাকে সমিদ্ধ করিতেছে; তুমি পরুষভাষীকে বধ কর, ধনবানের জন্য বহুধী (দেবগণকে) যাগ কর। হে জাতবেদা! বহু-স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। উষার জার (সূর্যের) ন্যায় অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজঃ আশ্রয় করিতেছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান্, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি (অগ্নি) কর্ম্মসমুদয় প্রেরণ করিয়া দীপ্তিদ্বারা প্রকাশ পায় এবং অভিলাষীদিগকে জাগরিত করেন।

২। অগ্নি দিবাভাগে উষার অগ্রে আদিত্যের ন্যায় শোভা পান; ঋত্বিকগণ যজ্ঞ বিস্তার করতঃ মননীয় (স্তোত্র পাঠ করেন); বিদ্বান দূত এবং দেবগণের নিকট গমনকারীও দাতাশ্রেষ্ঠ, অগ্নিদেব প্রাণীসমূহ দ্রব করেন।

৩। দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিমুখে গমন করে। সেই অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মনুষ্যগণের স্বামী।

৪। হে অগ্নি! তুমি বসুগণের সহিত সঙ্গত হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান কর, রুদ্রগণের সহিত সঙ্গত হইয়া মহান্ রুদ্রকে আহ্বান কর, আদিত্যগণের সহিত সঙ্গত হইয়া বিশ্বজন হিতকর অদিতিকে আহ্বান কর, স্তুতিযোগ্য (অঙ্গিরাগণের) সহিত সঙ্গত হইয়া সকলের বরণীয় বৃহস্পতিকে আহ্বান কর।

৫। অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেবগণকে যাগ করিবার জন্য হব্যদাতার তন্দ্রারহিত দূত হইয়াছিলেন।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হইয়া মহান্ হও। দেবগণ তোমা বিনা মত্ত হন না। তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত রথযুক্ত হইয়া আগমন কর এবং এই (কুশোপরি) মুখ্য হোতা হইয়া উপবেশন কর।

২। হে অগ্নি! তুমি গমনশীল, হবিষ্মান্, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্ব্বদা দৌত্যকার্য্যে প্রার্থনা করে; তুমি দেবগণের সহিত যাহার কুশোপরি উপবেশন কর, তাহার দিবসসমূহ সুদিন হয়।

৩। হে অগ্নি! (ঋত্বিকগণ) দিবসে তিন বার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এই যজ্ঞে দূত হইয়া যাগ কর এবং আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর।

৪। অগ্নি মহান্ যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ ইহার কর্ম্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত কর, এই যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তিপান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত

ও সর্ব্বত্র গমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

২। সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞ গৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি।

৩। হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১৩ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সকলের উদ্দীপক, কর্ম্মের ধারক, অসুর বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কর্ম্ম কর। আমি প্রীত হইয়া অভিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে হব্যের সহিত (স্তুতি) উচ্চারণ করি।

২। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট ও জাত হইয়াই দ্যাবা-পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। হে জাতবেদা বৈশ্বানর! তুমি মহত্ত্বদ্বারা দেব-গণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ।

৩। হে অগ্নি! তুমি (সূর্য্যরূপে) জাত, স্বামী ও সর্ব্বত্র গমনশীল, গোপালক যে রূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে, সেই রূপ তুমি যখন ভুতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফললাভ কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা হবিষ্মান, আমরা সমিধদ্বারা জাতবেদার পরিচর্য্যা করিব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা করিব এবং হব্যদ্বারা শুভ্র-দীপ্তি অগ্নির পরিচর্য্যা করিব।

২। হে অগ্নি! আমরা সমিধদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব; হে যজনীয়! আমরা স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব; হে যজ্ঞের হোতা! আমরা ঘৃতদ্বারা পরিচর্য্যা করিব; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব! আমরা হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৩। হে অগ্নি! তুমি বষট্‌কৃতি (অর্থাৎ হব্য) সেবন করতঃ দেবগণের সহিত আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও। তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন তোমার পরিচর্য্যাকারী হই। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সেই উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁহার মুখে হব্য প্রদান কর।

২। কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যের অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষন্ন হন।

৩। সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৪। আমি দ্যুলোকের শ্যেনসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তোম উৎপাদন করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বহুধন দান করুন।

৫। যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান ব্যক্তির ধনের ন্যায় চক্ষুর স্পৃহনীয়।

৬। যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ হব্যবাহক, সেই অগ্নি এই বষট্‌কৃতি কামনা করুন, আমাদিগের স্তুতি সেবা করুন।

৭। হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, আহুত অগ্নিদেব! তুমি দ্যুতিমান এবং সুবীর। আমরা তোমাকে স্থাপন করিয়াছি।

৮। তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর অগ্নিবিশিষ্ট হইব, তুমি আমাদিগকে কামনা করতঃ সুন্দর স্তোত্রবিশিষ্ট হও।

৯। মেধাবী নেতাগণ, ধনকর্ম্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার নিকট গমন করে, সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত (স্তুতি) তোমার নিকট গমন করে।

১০। শুভ্র, শিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি রাক্ষসগণকে বাধা দান করুন।

১১। হে বলেরপুত্র! তুমি ঈশ্বর হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর, ভগও বরণীয় (ধন) দান করুন।

১২। হে অগ্নি! তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান কর, সবিতাদেবও বরণীয় (ধন দান করুন), ভগও দান করুন, দিতিও দান করুন।

১৩। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর; হে জরারহিত দেব! তুমি হিংসাকারীগণকে অত্যন্ত তাপক তেজোদ্বারা দগ্ধ কর।

১৪। তুমি অপ্রতিধর্ষনীয়, এক্ষণে তুমি আমাদিগের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্ম্মিতা শতগুনা পূরী হও(১)।

১৫। হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হইতে দিবারাত্রি রক্ষা কর।

---

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমি, তোমাদের জন্য বলেরপুত্র প্রিয়, প্রজ্ঞাপকশ্রেষ্ঠ, গমনশীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এই স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি।

২। তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং (অশ্বদ্বয়কে রথে) যোজিত করেন, তিনি (দেবগণের প্রতি) অত্যন্ত দ্রুতগমন করেন। তিনি

---

(১) এখানেও অয়োনির্ম্মিত নগরের উল্লেখ আছে। অর্থ নিরাপদ স্থান।

সুন্দররূপে আহুত, সুন্দর স্তুতিবিশিষ্ট, যজনীয় ও সুকর্ম্মা। বসুগণের(১) ধন অগ্নিদেবের নিকট (গমন করুক)।

৩। অভীষ্টবর্ষী, অভিহূয়মান এই অগ্নির তেজ উত্থিত হইতেছে, আরোচমান, অন্তরীক্ষস্পর্শী ধূমসমূহ উত্থিত হইতেছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করিতেছেন।

৪। হে বলের পুত্র! তুমি অত্যন্ত যশস্বী, আমরা তোমাকে দূত করি, তুমি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান কর। যখন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, তখন তুমি মনুষ্যগণকে ভাগ (ধন) দান কর।

৫। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! তুমি আমাদের যজ্ঞে গৃহপতি, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি প্রকৃষ্টমতি, তুমি বরণীয় হব্য যাগ কর ও কামনা কর।

৬। হে সুকর্ম্মা! যজমানকে রত্ন দান কর, যেহেতু তুমি রত্নদাতা, তুমি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিকগণকে তীক্ষ্ণ কর; হোতা বর্দ্ধিত হইতেছে, (তাঁহাকে বর্দ্ধিত কর)।

৭। হে সুন্দররূপে আহুত অগ্নি! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হউক এবং যে ধনবান দাতাগণ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তাহারাও প্রিয় হউক।

৮। যাহাদের গৃহে ঘৃতহস্তা ইলা(২) পূর্ণ হইয়া নিষণ্ণা আছেন, হে বলবান্ অগ্নি! তাহাদিগকে দ্রোহকারী ও নিন্দক হইতে ত্রাণ কর, আমাদিগকে দীর্ঘকাল স্তুতিযোগ্য সুখ দান কর।

৯। হে অগ্নি! তুমি হব্যবাহক ও বিদ্বান, তুমি মোদয়িত্রী ও আস্বাদনীয়া জিহ্বাদ্বারা আমাদিগকে ধন দান কর; আমরা হবিষ্মান্। তুমি হব্যদাতাকে (কর্ম্মে) প্রেরণ কর।

---

(১) অর্থাৎ বাসক জন, বশিষ্ঠগণ। সায়ণ।

(২) অন্নরূপা হবির্লক্ষণা দেবী। সায়ণ।

১০। হে যুবতম! যাহারা মহৎ যশ ইচ্ছা করিয়া সাধক অশ্বরূপ হব্য দান করে, তুমি তাহাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর ও শতনগরীদ্বারা পালন কর।

১১। ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ স্রুক্ কামনা করেন, তোমরা (সোমদ্বারা পাত্র) সিক্ত কর, (সোম) দান কর। অনন্তর অগ্নিদেব তোমাদিগকে বহন করেন।

১২। দেবগণ, প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করিয়াছেন, অগ্নি, পরিচার্য্যকারী হব্যদাতাজনকে সুবীর্য্যযুক্ত রত্ন দান করুন।

---

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! শোভন সমিধদ্বারা সমিদ্ধ হও। অধ্বর্য্যু সম্যক্‌রূপে কুশ বিস্তৃত করুন।

২। দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় কর এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৩। হে জাতবেদা অগ্নি! (দেবগণের) অভিমুখে গমন কর, হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ কর এবং তাঁহাদিগকে শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট কর।

৪। জাতবেদা, অমর দেবগণকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং প্রীত করুন।

৫। হে মতিমান্! সমস্ত বরণীয় (ধন) দান কর, আমাদিগের আশীর্ব্বাদসমূহ অদ্য সত্য হউক।

৬। হে অগ্নি! তুমি বলেরপুত্র, তোমাকে সেই দেবগণ হব্যবাহক করিয়াছেন।

৭। তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমরা হব্য দান করিব, তুমি মহান্ ও উপগম্য, তুমি আমাদিগকে রত্ন দান কর।

---

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২ ঋক্ হইতে ২৫ ঋক্ পর্য্যন্ত সুদাস রাজার যজ্ঞের দান স্তব করা হইয়াছে বলিয়া উহাই দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমাদের পিতাগণ স্তুতিকরতঃ তোমা হইতেই সমস্ত মনোহর ধন লাভ করিয়াছেন। তোমা হইতে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্ষম হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি জায়াগণের সহিত রাজার ন্যায় দীপ্তির সহিত বাস কর। হে মঘবা! তুমি বিদ্বান্ ও কবি হইয়া স্তোতাদিগকে রূপ দান কর এবং গো ও অশ্বদ্বারা রক্ষা কর। আমরা তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাদিগকে ধনার্থে সংস্কৃত কর।

৩। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞের স্পর্দ্ধমান ও রমণীয় স্তুতি সকল তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তোমার ধন আমাদের অভিমুখে গমন করুক। আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব।

৪। সুতৃণবিশিষ্ট ধেনুর ন্যায় তোমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বসিষ্ঠ স্তোত্র সৃজন করিতেছেন। সমস্ত লোকে তোমাকেই গাভীগণের পতি বলে; ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আগমন করুন।

৫। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রথিত করতঃ সুদাসের জন্য তলস্পর্শ-যোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করিয়াছেন। স্তোতার জন্য নদীগণের উৎসাহ-মান ও রোধমান শাপ দূর করিয়াছেন।

৬। যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্ব্বশনামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের ন্যায় নিযন্ত্রিত হইলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ ধনার্থ (সুদাস) এবং তুর্ব্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপ্তিশীল এই উভয়ের(১) মধ্যে সখা, সখাকে বধ করিয়াছিলেন।

---

(১) সুদাস রাজার ঐ২ ঋকে উল্লেখ না থাকিলেও সায়ণ বলেন তুর্ব্বশ সুদাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সায়ণ ইহার আরও এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন যথা, যজ্ঞশীল দাতাগ্রগণ্য তুর্ব্বশনামে রাজা ছিলেন। তিনি মৎস্য জনপদকে বাধিত করিয়াছিলেন। ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। ব্যাপ্ত এই উভয়ের মধ্যে সখা ইন্দ্র, সখা রাজাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৭। হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ (ইন্দ্রের) স্তুতি করে। ইন্দ্র (সোমপানে) মত্ত হইয়া আর্য্যের গাভী-সমূহ হিংসকগণ হইতে আনয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং লাভ করিয়াছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে (বধ করিয়াছেন)।

৮। দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা নদীর কূল-ভেদ করিয়া দিয়াছিল। (সুদাস) মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছিল(২)।

৯। (নদীর জল) গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করে নাই এবং (সুদাসের) অশ্ব গম্য (প্রদেশে) গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্য-বিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে অপত্যগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন।

১০। রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যে রূপ গমন করে, মাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত, একত্রিত মরুৎগণ(৩) পূর্ব্বকৃত (প্রতিজ্ঞা) অনুসারে মিত্র (ইন্দ্রের) অভিমুখে সেইরূপ গমন করিয়াছিলেন। (তাঁহাদের) নিযুৎগণ হৃষ্ট হইয়া শীঘ্র গমন করিয়াছিল।

১১। (সুদাস) রাজা যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধ্বর্য্যু) যেরূপ কুশ ছেদন, করে, সেইরূপ তিনি (শত্রুগণকে) ছেদন করেন। শূরইন্দ্র, তাঁহার (সাহা-য্যার্থে) মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

১২। আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে আনুপূর্ব্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, (তাঁহারা) সখ্যের জন্য বরণ করিয়া সখ্য (লাভ) করিয়াছিল।

---

(২) অর্থাৎ হত হইয়াছিল। এই ৭৬৮ ঋকে অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে। এই সূক্তের অন্যান্য ঋকেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন এই সূক্তে সুদাসের অনেক শত্রুর নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ২ বোধ হয় সুদাসের বিপক্ষ পক্ষীয় আর্য্য রাজা, বা যোদ্ধা ছিলেন।

(৩) মূলে "পৃশ্নিগাবঃ" আছে, অর্থাৎ যাঁহাদের অশ্বগণ পৃশ্নিবর্ণ। সায়ণ কিন্তু পৃশ্নি মরুৎগণের মাতা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা উহাদিগের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্তপ্রকার (রক্ষার উপায়ে), তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। আমরা যেন দুষ্টবাক্যবিশিষ্ট মনুষ্যকে জয় করিতে পারি।

১৪। অনুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্ঠীশত এবং ষট্ সহস্র ষড়ধিক ষষ্ঠীসংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী (সুদাসের) জন্য শয়িত হইয়াছিল, এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রের বীর্য্যসূচক।

১৫। দুষ্ট মিত্রবিশিষ্ট এই অজ্ঞান তৃৎসুগণ ইন্দ্রের সহিত (যুদ্ধে) সঙ্গত হইয়া পলায়ন করতঃ নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিল এবং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়াছিল।

১৬। বীর্য্যযুক্ত (সুদাসের) হিংসাকারী ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা উৎসাহমান ব্যক্তিদিগকে ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। (সুদাসের শত্রু), পথে গমন করতঃ পলায়নমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক কার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করিয়াছিলেন। সূচীদ্বারা যূপাদির কোন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮। হে ইন্দ্র! তোমার বহুতর শত্রু বশীভূত হইয়াছিল। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে, এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। ইহার বিরুদ্ধে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর।

১৯। এই যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিল। অজ, শিগ্রু, যক্ষু এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।

২০। হে ইন্দ্র! তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন উষার ন্যায় বর্ণনার অতীত। নূতন অনুগ্রহ ও ধনও বর্ণনার অতীত। তুমি মন্যমানের পুত্র দেবককে বধ করিয়াছ। স্বয়ং মহাশৈল হইতে শম্বরকে ভেদ করিয়াছ।

২১। হে ইন্দ্র! অনেক রাক্ষস যাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে সেই পরাশর(৪) বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করিয়া গৃহে আগমন করতঃ তোমার স্তব করিয়াছিল। তাহারা তোমার সখ্য বিস্মৃত হয়না, যেহেতু তুমি ভোজ বিস্মৃত হওনা বলিয়া তাহাদের সর্ব্বদাই সুদিন থাকে।

২২। হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনেরপুত্র, সুদাসের দুই শত গো ও দুইখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি।

২৩। দানাঙ্গভূত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটী অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করিতেছে।

২৪। যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে ধন দান করেন। সপ্তলোক তাঁহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি (নামক শত্রুকে) বিনাশ করিয়াছেন।

২৫। হে নেতা মরুৎগণ! এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের (পিজবনের) ন্যায় তোমরা ইহাকেও সেবা কর। পিজবনপুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। ইহার বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হউক।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া একাকী সমস্ত শত্রুলোকদিগকে স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সেই ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জ্জুনীর পুত্র এই কুৎসকে ধন প্রদানকরতঃ দাস, শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলে, তখন শরীরদ্বারা শুশ্রূষমাণ হইয়া যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

(৪) মূলে "পরাশরঃ বসিষ্ঠঃ" আছে।

৩। হে ধর্ষক! হব্যদাতা সুদাসকে ধর্ষক (বজ্রের) দ্বারা সমস্ত রক্ষারসহিত রক্ষা কর; যুদ্ধে ভূমি লাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা কর।

৪। হে নেতৃদিগের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে মরুৎগণের সহিত বহুবৃত্রগণকে বধ করিয়াছ, হে হরিৎযুক্ত! তুমি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করিয়াছ।

৫। হে বজ্রহস্ত! তোমার বল এরূপ যে, তুমি নব নবতী পুরী যুগপৎ (বিদীর্ণ করিয়াছ) নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করিয়াছ, বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং নমুচিকে বধ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সনাতন হইয়াছিল, হে বহুকর্ম্মা! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন করুক।

৭। হে বলবান্ এবং অশ্ববান! তোমার এই যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের (ভাগী) না হই; আমাদিগকে বাধারহিত রক্ষাদ্বারা ত্রাণ কর, স্তোতাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হইব।

৮। হে ধনবান! আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হইয়া গৃহে হৃষ্ট হইব, তুমি অতিথি বৎসল (সুদাসের) সুখ সম্পাদন করতঃ তুর্ব্বশকে বশীভূত কর, যাদ্বকে বশীভূত কর।

৯। হে ধনবান্! তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্‌থোচ্চারণকারী, অদ্য উক্‌থ উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার হব্যদ্বারা পণিগণকেও (ধন) দান করিতেছি। আমাদিগকে সখারূপে পরিগ্রহণ কর।

১০। হে নেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! এই নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ আমাদের অভিমুখীন করিয়াছে; তুমি যুদ্ধে সেই নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর এবং রক্ষক হও।

১১। হে শূর ইন্দ্র! অদ্য তুমি স্তূয়মান ও স্তোত্রযুক্ত হইয়া শরীরে বর্দ্ধিত হও, আমাদিগকে অন্ন দান কর ও গৃহ দান কর, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

---

২০ সূক্ত।

বসিষ্ঠ ঋষি। ইন্দ্র দেবতা।

১। বলবান্, উগ্র ইন্দ্র বীর্য্য (প্রকাশের) জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিশ্চয়ই করেন। যুবা ও আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞ-গৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হইতে আমাদিগের ত্রাণ করেন।

২। ইন্দ্র বর্দ্ধমান হইয়া বৃত্রকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দানদ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য জনপদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যজমানের উদ্দেশে বারম্বার ধন দান করেন।

৩। ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষ শূন্য, যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবতঃ বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদিগের অনভিভবনীয় ও প্রকৃষ্ট বলযুক্ত। ইন্দ্রই (শত্রু) সেনা বিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে, তাহাদিগকে বধ করেন।

৪। হে বহুধনবান্ ইন্দ্র! তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করিয়াছ। অশ্ববান্ ইন্দ্র শত্রুদিগের প্রতি বজ্রক্ষেপ করতঃ যজ্ঞে সোমরসদ্বারা সেবিত হন।

৫। পিতা যুদ্ধার্থ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সেই ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইন্দ্রও মনুষ্যগণের সেনানী হইয়া প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক, গোসকলের অন্বেষক ও শত্রুগণের পরাভবকারী।

৬। যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রের শত্রুবিনাশক মনের পরিচর্য্যা করে, সেই ব্যক্তি কখনও (স্থান) ভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি

ইন্দ্রে পরিচর্য্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তাহার ধনার্থ বাস করেন।

৭। হে বিচিত্র ইন্দ্র ! পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি(১) পরবর্ত্তীকে যাহা দান করে এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট যে দেয় ধন প্রাপ্ত হয় (এবং যে ধন লাভ করিয়া) অমৃতের ন্যায় দূরদেশে গমন করে, এই ত্রিবিধ ধন আমাদিগের জন্য আহরণ কর।

৮। হে বজ্রধারী ইন্দ্র ! তোমার যে প্রিয় সখা (হব্য) দান করে, সে তোমার দানেই অবস্থান করুক। আমরা হিংসা না করিয়া তোমার অনুগ্রহ লাভ করতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নবান্ হইয়া মনুষ্যদিগের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করিতে পারি।

৯। হে ধনবান ইন্দ্র ! এই সোম তোমার জন্য বর্দ্ধিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আরও (স্তোতা) তোমায় স্তব করিতেছে। হে শক্র ! আমি তোমার স্তোতা, ধনাভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র আমাদিগকে বাসযোগ্য (ধন) প্রদান কর।

১০। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়ীগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্য্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা, তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

১। দীপ্ত, গব্যমিশ্রিত সোম অভিষুত হইয়াছে। এই ইন্দ্র স্বভাবতঃই ইহাতে সঙ্গত হন। হে হর্য্যশ্ব ! তোমায় যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করিব। সোমজনিত মত্ততার (কালে) আমাদের স্তোত্র অবগত হও।

---

(১) পিতা অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সায়ণ।

২। (যজমানগণ) যজ্ঞে গমন করিতেছেন, বর্হি বিস্তীর্ণ করিতে-ছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তর সকল দুর্দ্ধর শব্দ করে। অন্নবান্, দূরগামি শব্দবিশিষ্ট, ঋত্বিক্-সঙ্গত, বর্ষণকারী (প্রস্তর সকল) গৃহ হইতে গৃহীত হইতেছে।

৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি বৃত্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত বহুতর জল প্রেরণ করিয়া-ছিলে। তুমি আছ বলিয়া নদী সকল রথিগণের ন্যায় নির্গত হয়। সমস্ত কৃত্রিম ভুবন ভয়ে কম্পিত হয়।

৪। ইন্দ্র মনুষ্যের হিতকর সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া এবং আয়ুধদ্বারা ভয়ঙ্কর হইয়া এই শত্রুগণকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; তাহাদিগের নগর সকল কম্পিত করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট, মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হইয়া তাহা-দিগকে বধ করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না পৃথক করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি কর্ম্মদ্বারা পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু সকলকে অভি-ভূত কর। লোক সকল তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। তুমি নিজবলে বৃত্রকে বধ করিয়াছ। শত্রুরা যুদ্ধদ্বারা তোমার অন্ত লাভ করিতে পারে নাই।

৭। হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব দেবগণও বল ও প্রাণিবধ বিষয়ে তোমার বল অপেক্ষা অল্প বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র (শত্রুগণকে) অভিভূত করিয়া (ভক্তগণকে) ধন দান করেন। স্তোতাগণ অন্নলাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক হইয়াছিলে। তোমার তুল্য যে ব্যক্তি (আমাদের) হিংসা করে, তাহাকে নিবারণ কর।

৯। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারায় তোমাকে বর্দ্ধিত করতঃ সর্ব্বদা যেন তোমার সখা হই। তুমি স্বীয় মহিমায় সকলের তারক, তোমার

আশ্রয়ে আর্য্য স্তোতাগণ যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থ আগত হিংসকদিগের(১) বল হিংসা করুন।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্নভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়ীগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্য্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোম পান কর, (সোম) তোমায় মত্ত করুক। হে হরি-নামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! (রশ্মিদ্বারা সংযত) অশ্বের ন্যায় অভিষব-কর্ত্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এই সোম অভিষব করিয়াছে।

২। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান্ (ইন্দ্র)! তোমার যে উপ-যুক্ত ও সম্যক্ প্রস্তুত সোম আছে, যদ্দ্বারা তুমি বৃত্রগণকে হনন করিয়াছ, সেই সোম তোমায় প্রমত্ত করুক।

৩। হে মঘবন্! বসিষ্ঠ তোমার স্তুতিরূপ এই যে কথা বলিতেছেন, তুমি আমার এই বাক্য জ্ঞাত হও, আর যজ্ঞে এই সকল স্তুতি সেবা কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমি সোম পান করিয়াছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এই যে পরিচর্য্যা করিতেছি, সহায়ভূত হইয়া ইহা সমস্ত বুদ্ধিস্থ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি (শত্রু) হিংসক, আমি তোমার বল জানি, আমি তোমার স্তুতি পরিত্যাগ করিব না। আমি সর্ব্বদা তোমার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করিব।

(১) অর্থাৎ অনার্য্যদিগের।

৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করিতেছে। অতএব আপনাকে আমাদের হইতে দূরে (স্থাপন) করিও না।

৭। হে শূর! তোমারই জন্য এই সকল সোমাভিষব। তোমারই জন্য বর্দ্ধনকর স্তোত্র করিতেছি। তুমিই সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যগণের আহ্বান-যোগ্য।

৮। হে দর্শনীয়! তুমি স্তূয়মান হইলে তোমার মহিমা কে না তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয়?।

৯। যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও যে সকল নূতন ঋষি আছেন, সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করিতেছেন। আমাদের প্রতি তোমার সখ্য মঙ্গলকর হউক। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্র সকল উদীরিত হইত। হে বসিষ্ঠ! তুমিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র কর। তিনি বলদ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার স্তুতি বাক্য শ্রবণ করুন।

২। যখন ওষধি সকল বর্দ্ধিত হয়, তখন দেবগণের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেহই আপনার আয়ু জানিতে পারে না। আমাদিগকে সকল পাপ হইতে পার কর।

৩। আমি হরিদ্বয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গোপ্রাপক রথ যোজিত করি। ইন্দ্র স্তুতি সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে সকলে উপাসনা করিতেছে। তিনি স্বমহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বাধিত করিয়াছেন। ইন্দ্র শত্রুবৃন্দসমূহ বিনাশ করিয়াছেন।

৪। হে ইন্দ্র! অপ্রসূত গাভীর ন্যায় জল বর্দ্ধিত হউক। তোমার স্তোতৃগণ জল ব্যাপ্ত করুক। বায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকট আগমন

করে, সেইরূপ তুমি আমার নিকট আগমন কর। তুমি কর্ম্মদ্বারা অন্ন প্রদান কর।

৫। হে ইন্দ্র! মদকর সোম সকল তোমায় মত্ত করুক। স্তোতাকে বলবান্ বহুধন পুত্র (দান কর)। হে শূর! দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী মনুষ্যগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও।

৬। বসিষ্ঠগণ অর্চ্চনীয় স্তোত্রদ্বারা এই প্রকারেই বজ্রবাহু অভীষ্ট-বর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগকে বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন, তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার সদনের জন্য স্থান করা হইয়াছে। হে পুরু-হূত! মরুৎগণের সহিত তথায় আগমন কর। তুমি যেরূপ আমাদের রক্ষিতা হইয়াছ, যেরূপ আমাদের বৃদ্ধির জন্য হইয়াছ, সেইরূপ ধন দান কর। আমাদের সোমদ্বারা মত্ত হও।

২। হে ইন্দ্র! তুমি দুই স্থানে পূজ্য। আমরা তোমার মন গ্রহণ করি-য়াছি। সোম অভিষব করিয়াছি, মধু পরিষেক করিয়াছি, মধ্যম স্বরে উচ্চার্য্যমান সুসমাপ্ত এই স্তুতি বারংবার ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া উচ্চারিত হইতেছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই যজ্ঞে সোমপানের জন্য স্বর্গ হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার অভিমুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিমুখে বহন করুক।

৪। হে হর্য্যশ্ব, শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বপ্রকার রক্ষারসহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধ মরুৎগণের সহিত শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ আমাদিগকে অভীষ্টবর্ষী বলবানপুত্র প্রদান করতঃ স্তোত্র সেবা করিতে২ আমাদের নিকট আগমন কর।

৫। রথের অশ্বের ন্যায় এই বলকারক স্তোম মহান্, ওজস্বী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! স্তোতা তোমার নিকট ধন যাচঞা করে, তুমি আমাদিগকে আকাশের স্বর্গের ন্যায় শ্রীমান্ পুত্র প্রদান কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান্ অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্মান্, আমাদিগকে বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান্ ও মনুষ্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এই অভিমান করতঃ যুদ্ধ করে, তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থে পতিত হউক। তোমার সর্ব্বতোগামী মন যেন বিচলিত না হয়।

২। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে যে মর্ত্ত্যগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া আমাদিগকে অভিভব করে, সেই শত্রুগণকে বিনাশ কর। যাহারা আমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কথা দূর করিয়া দেও। আমাদের জন্য ধনসমূহ আহরণ কর।

৩। হে উষ্ণীষবান্ ইন্দ্র! আমি সুদাস, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হউক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হউক, হিংসকের হিংসাসাধন আয়ুধ বিনাশ কর। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার সদৃশ লোকের কর্ম্মে (নিযুক্ত), তোমার সদৃশ রক্ষক ব্যক্তির দানে (নিযুক্ত)। হে বলবান্ ওজস্বিন্ ইন্দ্র! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান! আমাদের হিংসা করিও না।

৫। আমরা হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের জন্য সুখকর স্তোত্র করিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাচ্ঞা করতঃ দুর্গ সকল উত্তীর্ণ হইয়া বল লাভ করিব। হে শূর! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে শত্রুবধে সমর্থ কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমরা মহান্ অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্মান্, আমাদিগকে বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে সোম ধনবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত নহে, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। অভিষুত হইলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উক্থ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাহাকে শ্রবণ করে, সেই নূতন উক্থ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ করি।

২। প্রতি উক্থ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবান্ ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্র পাঠকালেই অভিষুত সোম তাহাকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পর মিলিত ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট (ঋত্বিক্‌গণ) পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে।

৩। স্তোত্রকারিগণ সোম অভিষুত হইলে যে সকল কর্ম্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্ব্বকালে সেই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্ম্মও করিতেছেন। সমবৃত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন করেন, সেইরূপ সমস্ত শত্রুনগরী শোধন করিয়াছিলেন।

৪। ইন্দ্রের পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। (ঋষিগণ) তাহাকে (এইরূপ) বলিয়াছেন। আরও ইন্দ্র পূজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উদ্ধর্ত্তা বলিয়া শুনিতে পাই। (তাঁহার প্রসাদে) প্রীতিকর কল্যাণ সকল আমাদিগকে সেবা করুক।

৫। বসিষ্ঠ রক্ষার্থ ও প্রজাগণের অভীষ্টবর্ষণার্থ ইন্দ্রকে সোমাভিষবে এইরূপে স্তব করিতেছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হইয়া গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাও।

২। হে পুরুহূত ইন্দ্র! তোমার যে বল আছে তাহা স্তোতাদিগকে প্রদান কর। হে মঘবন্! যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ (ভেদ করিয়াছ) অতএব প্রজ্ঞা প্রকাশ করতঃ লুক্কায়িত ধন প্রকাশ করিয়া দেও।

৩। ইন্দ্র জঙ্গম জগতের ও মনুষ্যগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা প্রকারের যে ধন আছে (তাহারও রাজা)। তিনি হব্যদায়ীকে ধন প্রদান করেন। সেই ইন্দ্র আমাদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অভিমুখে ধন প্রেরণ করুন।

৪। ধনবান্ ও দানশীল ইন্দ্রকে আমরা (মরুৎগণের) সহিত আহ্বান করায়, আমাদের রক্ষার্থে তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করুন্। এই ইন্দ্রই সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোব্যাপী দান করেন, তাহা মনুষ্যগণের উদ্দেশে মনোহর ধন দোহন করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র আমাদিগকে ধন দান কর। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে তোমার মন আবর্ত্তিত করিব। তোমরা গো, অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান্, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অবগত হইয়া আমাদের স্তোত্রে আগমন কর। তোমার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হউক। হে সকলের প্রীতি-প্রদ ইন্দ্র! সমস্ত মনুষ্যই যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই শ্রবণ কর।

২। হে বলবান্ ইন্দ্র! যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর, তখন তোমার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক। হে ওজস্বিন্ ইন্দ্র! যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর, তখন কর্ম্মদ্বারা ভয়ঙ্কর হইয়া শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হও।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বারম্বার স্তব করে, তাহাদিগকে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি মহাবল ও মহাধনের জন্য উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ হয়।

৪। হে ইন্দ্র! শত্রুভূত মনুষ্যগণ আগমন করিতেছে। এই সকল দিনে আমাদিগকে দান কর। আরও পাপহারী প্রজ্ঞাবান বরুণ আমাদিগের সম্বন্ধে যে পাপ দেখিতে পান, তাহা দুই প্রকারে বিমোচন কর।

৫। যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে এই সোম অভিষুত হইয়াছে। হে হরিবান ইন্দ্র! উহার সেবার্থ সত্বর আগমন কর। সম্যক অভিষুত চারু সোম পান কর। হে মঘবন্! আমরা যাচ্ঞা করিতেছি, আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে ব্রহ্মণবীর ইন্দ্র! স্তোত্রকার্য্য সেবা করতঃ অশ্বযানে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে আগমন কর। এই যজ্ঞেই সম্যকরূপে হৃষ্ট হও। আমাদিগের এই স্তোত্র সকল শ্রবণ কর।

৩। হে ইন্দ্র! সূক্তদ্বারা তোমার যে অলঙ্কৃতি কিরূপে সম্পাদন করিব? আমরা কখন তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব? তোমাকে কামনা করিয়াই সমস্ত স্তুতি করিতেছি, অতএব হে ইন্দ্র! আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর।

৪। হে মঘবন্! যে সকল ঋষির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছ, সেই পূর্ব্ব ঋষিগণ পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন। অতএব আমি তোমায় বারম্বার আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি পিতার ন্যায় আমাদের বন্ধু।

৫। যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্র কার্য্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বলবান্, দ্যুতিমান ইন্দ্র! বলের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর। আমাদিগের ধনের বর্দ্ধয়িতা হও। হে সুবজ্র নৃপতি! মহাবলবান্ হও এবং শত্রুবিনাশক মহা পুরুষত্ব লাভ কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আহ্বানযোগ্য। মহা কোলাহল সময়ে শরীর (রক্ষার) জন্য এবং সূর্য্যকে পাইবার জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান করে। সমস্ত লোকের মধ্যে তুমিই সেনার্হ। তুমি সুহন্ত (নামক বজ্রদ্বারা) শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত কর।

৩। হে ইন্দ্র! যখন দিন সকল সুদিন হইয়া প্রভাত হয়; যখন যুদ্ধে সমীপবর্ত্তী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কর; তখন হোতা, অগ্নি আমাদিগকে উত্তম ধন দিবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করতঃ এই যজ্ঞে উপবেশন করেন।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার; যাহারা তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ স্তুতি করে, তাহারাও তোমার। সেই স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর। আরও তাহারা সুসমৃদ্ধ হইয়া জরা প্রাপ্ত হউক।

৫। যে ইন্দ্র! আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য্য রক্ষা করেন, সেই ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।

২। শোভন দানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্তস্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেইরূপ কর, আমরাও করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অন্নকাম হও, হে শতক্রতো! তুমি আমাদের গোকাম হও, হে বাসপ্রদ! তুমি হিরণ্যপ্রদ হও।

৪। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আমরা তোমার কামনা করিয়া বিশেষ-রূপে স্তুতি করিতেছি। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ কর।

৫। হে আর্য্য ইন্দ্র! যে পরুষ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদিগকে তাহার বশীভূত করিও না। আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক।

৬। হে বৃত্রহন্! তুমি আমাদের বর্ম্ম; তুমি সর্ব্বতঃ প্রথিত সম্মুখ যুদ্ধকারী। তোমাকে সহায় পাইয়া শত্রুদিগকে হনন করিব।

৭। অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের বল স্বীকার করেন, সেই তুমি ইন্দ্র মহান্ হইয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার সহগামিনী তেজোযুক্তা ও স্তোতাবিশিষ্টা স্তুতি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুক।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গসমীপে স্থিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোম সকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হইয়া আছে। প্রজা সকল তোমাকে নমস্কার করিতেছে।

১০। তোমরা মহাধন বর্দ্ধয়িতা, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে (সোম) প্রণয়ন কর। প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্টস্তুতি কর। প্রজাগণের কামপূরক, যাহারা হব্যদ্বারা তোমায় পূর্ণ করে, তাহাদের অভিমুখে আগমন কর।

১১। যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান্, তাঁহার উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করিতেছেন। প্রাজ্ঞলোকে তাঁহার ব্রত হিংসা করিতে পারে না।

১২। সর্ব্বপ্রকারে (জগতের) ঈশ্বর, অপ্রতিহত ক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতি সকল শত্রুদিগের অভিভবার্থ ধৃত হয়। অতএব ইন্দ্রের স্তুত্যর্থ বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই যজমানগণও যেন আমা হইতে দূরে তোমার সহিত আমোদ না করে। তুমি দূরে থাকিলেও আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। এই স্থানে আসিয়া শ্রবণ কর।

২। যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেইরূপ স্তোত্রকারীগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত হইলে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেইরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে।

৩। পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হইয়া সুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেইরূপ আহ্বান করি।

৪। এই সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হইয়াছে, হে বজ্রহস্ত! আনন্দের জন্য সেই সোম পান করণার্থ অশ্বের সহিত যজ্ঞ সদনাভিমুখে আগমন কর।

৫। শ্রবণশীল কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি। তিনি বাক্য শ্রবণ করুন, যেন নিষ্ফল না করেন। যে ইন্দ্র সদাই সহস্র ও শত দান করেন, দানাভিলাষী সেই ইন্দ্রকে যেন কেহ বারণ না করে।

৬। হে বৃত্রঘ্ন! যে তোমার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও (তোমার) অনুগমন করে, সে বীর; কেহ তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে না। সে পরিচারকগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়।

৭। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি হবিষ্মান্গণের বর্ম্মস্বরূপ হও। তুমি উৎসাহশীল শত্রুগণকে বিনাশ কর। তুমি যে শত্রুকে বিনাশ করিয়াছ, তাহার ধন আমরা বিভাগ করিয়া লই। তোমাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর।

৮। বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাভিষব কর। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক কর ও কর্ত্তব্য কার্য সম্পাদন কর। ইন্দ্র সুখ প্রদান করতঃ হব্য পূর্ণ করেন।

৯। সোমবিশিষ্ট (যজ্ঞ) হিংসা করিও না। উৎসাহবান হও, মহান্ ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধন লাভার্থ কর্ম্ম কর। ত্বরাবান ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নাই।

১০। সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে না এবং কেহ রোধ করিতে পারে না। ইন্দ্র যাহার রক্ষক, মরুৎগণ যাহার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি যে মর্ত্তোর রক্ষক হইবে, সে তোমাকে বলবান্ করতঃ অন্ন প্রাপ্ত হইবে। হে শূর! আমাদের রথের রক্ষক হও, আমাদের পুত্রাদিরও রক্ষক হও।

১২। যে হরিবান্ ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাহাকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

১৩। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনল্প, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, বহু প্রকার বন্ধনাদি তাহার নিকট যাইতে পারে না।

১৪। তুমি যাহাকে ব্যাপ্ত কর, কোন্ মনুষ্য তাহাকে ধর্ষণা করিতে পারে? হে মঘবান্! তোমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে হবিষ্মান্ হয়, সে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি মঘবান্, যাহারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্য্যশ্ব! তোমার উপদেশমত স্তোতৃগণের সহিত সমস্ত দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

১৬। হে ইন্দ্র! অধম ধন তোমারই। তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর। তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্ত্তা (একথা) সত্য। গো বিষয়ে কেহই তোমাকে বারণ করিতে পারে না।

১৭। তুমি সকলের ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যে যুদ্ধ সকল হয় ইহাতেও (ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ) হে পুরুহুত! এই সমস্ত পার্থিব লোক রক্ষাভিলাষে (তোমার নিকট) অন্ন ভিক্ষা করে।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই। হে ধনদ! আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করিব। পাপত্বের জন্য ধন দান করিব না।

১৯। যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করিব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নাই।

২০। ত্বরাবান্ ব্যক্তিই মহৎ কর্ম্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠবিশিষ্ট নেমিকে নমিত করেন, সেইরূপ স্তুতিদ্বারা পুরুহুত ইন্দ্রকে নমিত করিব।

২১। মর্ত্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করিতে পারে না। ধন হিংসাকারীর নিকট যায় না। হে মঘবান্! দ্যুলোকে ও দিবসে মৎসদৃশ লোকের প্রতি তোমার যাহা দাতব্য আছে, তাহা সুকর্ম্মা ব্যক্তিই লাভ করে।

২২। হে শূর! তুমি এই জগতের (অর্থাৎ জঙ্গম পদার্থের) ঈশ্বর, স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্ব্বদর্শী, অথবা অশুদ্ধ ধেনুর ন্যায় তোমার স্তুতি করিতেছি।

২৩। হে মঘবন্! তোমার মত কেহ স্বর্গে বা পৃথিবীতে জন্মে নাই ও জন্মিবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন ও গাভী অভিলাষী, তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

২৪। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হইয়াছি। আমার জন্য সেই ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হইতে বহুধনবান্ এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্য লাভ যোগ্য।

২৫। হে মঘবান্! শক্রদিগকে পরাঙ্মুখ করতঃ প্রেরণ কর। আমাদের ধন সুলভ কর। সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক হও। আমরা সখা। আমাদের বর্দ্ধয়িতা হও।

২৬। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধন দান কর, হে পুরুহুত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

২৭। হে ইন্দ্র! হিংসক, দুষ্প্রসাদ্য, অমঙ্গলময় (শক্র) যেন অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে আক্রমণ না করে। হে শূর! আমরা তোমার নিকট নম্র হইয়া অনেক কার্য্যে উত্তীর্ণ হইব।

৩৩ সূক্ত।

প্রথম ৯ ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি। বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা। পরবর্ত্তী ঋকের বসিষ্ঠপুত্রগণ ঋষি। বসিষ্ঠ দেবতা।

১। শ্বেতবর্ণ কর্ম্মপূরক দক্ষিণ ভাগে চূড়াধারীগন(১) আমাকে হর্ষিত করিতেছেন। আমি বর্হিঃ হইতে উঠিবার সময়ে লোক সকলকে বলি, যে বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হইতে যেন দূরে না যান।

---

(১) বসিষ্ঠপুত্রগণ মস্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করিত।

২। বসিষ্ঠপুত্রগণ চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হইতে (পাশদ্যুম্নকে) তিরস্কার করতঃ সোমদ্বারা আনয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্নকে (অতিক্রম করিয়া) সোমাভিষবপ্রযুক্ত বসিষ্ঠগণকে বরণ করিয়াছিলেন(২)।

৩। এইরূপেই ইহাঁরা সুখে নদীপার হইয়াছিলেন। এইরূপেই ইহারা ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে বাসিষ্ঠগণ! এইরূপেই দশজন রাজার সহিত যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাসরাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৪। হে মনুষ্যগণ! তোমাদের স্তোত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। আমি রথের অক্ষ ক্ষয় করিয়াছি। তোমরা ক্ষীণ হওনা। হে বসিষ্ঠগণ! তোমরা শক্করী ঋক্ ও শ্রেষ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করিয়াছিলে।

৫। জাততৃষ্ণ, রাজগণকর্তৃক পরিবৃত বৃষ্টিপ্রার্থী বাসিষ্ঠগণ দশরাজার সহিত সংগ্রামে আদিত্যের ন্যায় ইন্দ্রকে উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং রাজগণের জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করিয়াছিলেন।

৬। গোপ্রেরক দণ্ডের ন্যায় ভরতগণ (শত্রুগণে) পরিচ্ছিন্ন ও অল্প সংখ্যক ছিল। অনন্তর বসিষ্ঠ তাঁহাদিগেরই পুরোহিত হইলেন এবং তৃৎসুদিগের প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

৭। তিন জনই(৩) ভুবনে জল করেন। তাহাদিগেরই জ্যোতিঃ প্রমুখ আর্য্য তিন প্রজা আছে। দীপ্তিমান্ তিন জনই উষাকে বয়ন করেন। বসিষ্ঠগণ তাঁহাদের সকলকেই জানেন।

৮। হে বাসিষ্ঠগণ! তোমাদিগের স্তোম সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য।

(২) পূর্ব্ব কালে যখন বসিষ্ঠপুত্রগণ সুদাসরাজার যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোম পান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে বসিষ্ঠগণ মন্ত্রবলে তাহাকে উঠাইয়া আনিয়া সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য। সায়ণ।

৯। সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁহারা যমকর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ন করতঃ অপ্সরগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন(৪)।

১০। হে বসিষ্ঠ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয়জ্যোতিঃ পরিত্যাগ কালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হইতে তোমায় আহরণ করিয়াছিলেন।

(৪) ৯ হইতে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র; বসিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি?।

বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিবা ও রাত্রি, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্ব্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ।

পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন, অতএব ঋগ্বেদের রচনার সময়েও বসিষ্ঠ অর্থে সেই ঋষিদিগের বুঝাইত, বসিষ্ঠের সূর্য্য অর্থ লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। (See Max Müller's *Selected Essays* (1881), vol. I, p. 406.)

এইরূপে বসিষ্ঠ ঋষি মিত্র ও বরুণের সন্তান, অপ্সরা বা উর্ব্বশীর সন্তান, অথবা উর্ব্বশীর প্রণয়ী এইরূপ বৈদিক আখ্যান উৎপন্ন হইল। সেই উপাখ্যান শেষে যেরূপ কলেবর ধারণ করিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীং।
রেতশ্চস্কন্দ তৎকুম্ভে ন্যপতদ্বাসতীবরে॥
তেনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীর্য্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।
অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সংবভূবতুঃ॥
বহুধা পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে স্থলে।
স্থলে বসিষ্ঠস্তু মুনিঃ সম্ভূত ঋষিসত্তমঃ॥
কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সংভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ।
উদিয়ায় ততোঽগস্ত্যঃ শম্যা মাত্রো মহাতপাঃ॥
মানেন সংমিতো যস্মাত্তস্মান্মান ইহোচ্যতে।
যদ্বা কুম্ভাদৃষির্জাতঃ কুম্ভেনাপি হি মীয়তে॥
কুম্ভ ইত্যভিধানং চ পরিমাণস্য লক্ষ্যতে।
ততোঽপ্সু গৃহ্যমাণাসু বসিষ্ঠঃ পুষ্করে স্থিতঃ॥
সর্ব্বতঃ পুষ্করে তং হি বিশ্বে দেবা অধারয়ন্॥

১১। আরও হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ! উর্ব্বশীর মনঃ হইতে তুমি জাত। তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃস্খলন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব্য স্তোত্রদ্বারা পুষ্কর মধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন।

১২। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় (লোক) অবগত হইয়া সহস্র দান বা সর্ব্বদানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। যমকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন করণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে জন্মিয়াছিলেন।

১৩। যজ্ঞে উৎপন্ন (মিত্র ও বরুণ) স্তুতিদ্বারা প্রার্থিত হইয়া কুম্ভ মধ্যে যুগপৎ রেতঃ সেক করিয়াছিলেন। অনন্তর মধ্য হইতে মান(৫) প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঋষিও তাহা হইতেই জন্মিয়াছিলেন লোকে বলে।

১৪। হে প্রতৃদগণ(৬)! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আগমন করিতেছেন। তোমরা প্রসন্নমনে ইহার পূজা কর। ইনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া উকৃথধারী, সামধারী ও প্রস্তরাভিষবনকারীকে ধারণ করেন এবং বক্তব্য বাচন করেন।

৩৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। দীপ্ত ও অভীষ্টপ্রদ স্তুতি বেগবান্, সুসংস্কৃত রথের ন্যায় আমাদের নিকট হইতে দেবগণের নিকট গমন করুন।

২। ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর (স্তুতি) শ্রবণ করেন।

৩। বিস্তীর্ণ জল ও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সংজাত হইলে উগ্র শূরগণ উহাঁরই স্তুতি করেন।

৪। উহাঁর জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজনা কর। ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট।

৫। যজ্ঞের অভিমুখে গমন কর। গন্তার ন্যায় আপনিই যজ্ঞ মার্গে গমন কর।

---

(৫) অগস্ত্য। সায়ণ।
(৬) অর্থাৎ তৃৎসুগণ।

৬। সংগ্রামে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপ-বারক যজ্ঞ বিধান কর।

৭। এই যজ্ঞের বল হইতে সূর্য্য উদিত হইতেছেন। পৃথিবী যেমন ভূতগণের ভার বহন, করেন, সেইরূপ যজ্ঞভার বহন করিতেছেন।

৮। হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞদ্বারা মনোরথ পূর্ণ করতঃ দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এবং তাহাদের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছি।

৯। তোমরা (দেবগণের) উদ্দেশে দীপ্ত কর্ম্ম ধারণ কর। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১০। উগ্র সহস্র চক্ষু বরুণ এই নদীগণের জল দর্শন করেন।

১১। বরুণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তাহার বল অবারিত ও সর্ব্বতোগামী।

১২। (হে দেবগণ)! সকল প্রজার মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর, নিন্দা করণেচ্ছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত কর।

১৩। অসুখজনক শত্রুদিগের আয়ুধ চারিদিকে অপগত হউক। হে দেবগণ! শরীরের পাপ আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক কর।

১৪। হব্যভোজী অগ্নি নমস্কার দ্বারা প্রিয়তম হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র করিতেছি।

১৫। দেবগণের সহচর অপাং নপাৎকে সখা কর। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হউন।

১৬। মেঘের অহন্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর।

১৭। অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদিগকে হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয়।

১৮। দেবগণ যেন আমাদের এই লোকগুলির জন্য অন্ন ধারণ করেন। ধনার্থ উৎসাহমান শত্রুগণ প্রগত হউক।

১৯। আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট (রাজ-গণ) ইহাঁদিগের বলে সেইরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন।

২০। যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আগমন করেন, তখন উত্তম হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদিগেকে বীরপুত্র প্রদান করুন।

২১। ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হউন।

২২। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদিগের যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রদান করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও বরুণানী শ্রবণ করুন। কল্যাণকর দান-বিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্নীগণের সহিত আমাদিগের সুশরণ-প্রদ হউন।

২৩। পর্ব্বতগণ আমাদের সেই ধন পালন করুন। জল সকল আমা-দের সেই ধন পালন করুন। দানদক্ষা (দেব পত্নীগণ) তাহা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সহিত অন্তরীক্ষ তাহা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২৪। আমরা ধারণীয় ধনের আধার হইব, বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তাহার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তাহার অনু-মোদন করুন। যাঁহারা পরাজয় করেন, সেই মরুৎগণও অনুমোদন করুন।

২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি, আপ, ওষধি ও বৃক্ষগণ আমাদিগের জন্য এই স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের সমীপে থাকিয়া আমরা সুখে থাকিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩৫ সূক্ত(১)।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! রক্ষাদ্বারা আমাদিগের শান্তিপ্রদ হও। হে ইন্দ্র ও বরুণ! (যজমান) হব্য প্রদান করিয়াছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। ইন্দ্র ও সোম আমাদিগের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হউন। ইন্দ্র ও পূষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হউন।

২। ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নরাশংস আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধন সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। উত্তম যমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বহুবার প্রাদুর্ভূত অর্য্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৩। ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধর্ত্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দ্বিবর্ত্তগমনা (পৃথিবী) অন্নের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন মহতী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদা হউন। পর্ব্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতি সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৪। জ্যোতির্ম্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বিদ্বয় আমাদিগের শান্তিপ্রদ হউন। পুণ্যকারীদিগের পুণ্যকর্ম্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বহিতে থাকুন।

৫। প্রথম আহ্বানে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ দর্শনার্থ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধি সকল ও বৃক্ষ সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৬। দেব ইন্দ্র বসুগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভনস্তুতিযুক্ত বরুণ আদিত্যগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। রুদ্রদেব

(১) এই সূক্তে যে কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নহে, গো, অশ্ব, ওষধি, পর্ব্বত, নদী বৃক্ষ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বা বিস্ময়কর বা উপকারী দ্রব্য সমুদয়েরও অর্চ্চনা আছে।

রুদ্রগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ত্বষ্টা দেবপত্নীগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন।

৭। সোম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। প্রস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যূপগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৮। বিস্তীর্ণতেজা সূর্য্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হউন। চারিটী মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্থির পর্ব্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জলও আমাদের শান্তির জন্য হউন।

৯। অদিতি কর্ম্মদ্বারা আমদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভন স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১০। সবিতাদেব রক্ষা করতঃ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। তমোনিবারিণী উষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পর্জ্জন্য আমাদের প্রজাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১১। দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সরস্বতী কর্ম্মের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞসেবীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১২। সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হউন। সুকর্ম্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্তোত্র হইলে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১৩। অজ এক পাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অহির্বুধ্ন দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সমুদ্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

উপদ্রব পারয়িতা অপাং নপাৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেবপালিকা পৃশ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১৪। আমি এই নূতন স্তোত্র করিতেছি, হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বায়ুগণ! ইহাকে সেবা কর। দ্যুলোকভব পার্থিব ও পৃশ্নিজাত এবং যে কেহ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৫। যজ্ঞার্হ দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে (দেবগণ) আছেন, তাহারা অদ্য আমাদিগকে বহুকীর্ত্তিমান পুত্র প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

---

৩৬ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যজ্ঞের সদন হইতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য্য কিরণসমূহদ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলিতেছেন।

২। হে অসুর মিত্র ও বরুণ! তোমাদের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় নূতন স্তুতি করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মাণ হইয়া প্রাণিজাতকে প্রবর্ত্তিত করে।

৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ক্ষীরদায়ী ধেনু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহান ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জ্জন্য সেই অন্তরীক্ষে ক্রন্দন করিতেছেন।

৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমার প্রিয় সুন্দরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতিদ্বারা রথে যোজিত করে। অর্য্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সেই শোভন কর্ম্মবিশিষ্ট অর্য্যমাকে আবর্ত্তিত করি।

৫। যজ্ঞপরায়ণগণ অন্নবিশিষ্ট হইয়া ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করতঃ তাঁহার সখ্য কামনা করিতেছেন। নেতাগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রুদ্র অন্ন দান করিতেছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করিতেছি।

৬। যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধুমাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া(১), সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে। স্বীয় জলে বর্দ্ধমান ও অন্ন-বিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আগমন করুন।

---

(১) ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাইয়াছি। ঋগ্বেদে কোন্ সাতটী নদীকে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ করিত তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর, এখানে সিন্ধুকে তাহাদিগের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হইয়াছে। অতএব বোধ হয় সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সাতটীকে সপ্তনদী বলিত।

৭। হৃষ্ট ও বেগবান্ মরুৎগণ আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল (বাগ্‌দেবতা) আমাদের ত্যাগ করিয়া যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক্ আমাদের ধন নিয়ত হইলেও উহাকে বর্দ্ধিত করুন।

৮। তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হ বীর পূষাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্ম্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দানদক্ষ পুরাণ (ঋভুগণের অন্যতম) বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর।

৯। হে মরুৎগণ! আমাদিগের এই শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। (উহারা) স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩৭ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ঋভুক্ষা বাজগণ! বহনশীল ও প্রশংসাযোগ্য ও হিংসারহিত রথ তোমাদিগকে বহন করুক। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ঋভুগণ! যজ্ঞে আনন্দার্থ ত্রিপৃষ্ঠ(১) মহান্ সোমরসদ্বারা (তোমাদের উদর) পূর্ণ কর।

২। হে স্বর্গদর্শী ঋভুক্ষাগণ! তোমরা হব্যবিশিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত হিংসারহিত রত্ন ধারণ কর। অনন্তর বলবান্ হইয়া যজ্ঞে পান কর ও অনুগ্রহদ্বারা বিশেষরূপে আমাদিগকে ধন দান কর।

৩। হে মঘবন্ ইন্দ্র! তুমি মহৎ ধন ও অল্প ধনের দানকালে ধন সেবা কর। তোমার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। তোমার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অসাধারণ, কীর্ত্তিমান্, ঋভুক্ষা ও সাধু; তুমি অন্যের ন্যায় স্তোতার গৃহে আগমন কর, হে হরিবান্! অদ্য আমরা বসিষ্ঠগণ তোমার জন্য হব্য প্রদান করিয়া স্তোত্র করিতে থাকিব।

---

(১) ক্ষীর, দধি ও সক্তুমিশ্রিত। সায়ণ।

৫। হে হর্য্যশ্ব! তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছে, অতএব তুমি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা। হে ইন্দ্র! তুমি কবে আমাদিগকে ধন প্রদান করিবে? অদ্য তোমার যোগ্য রক্ষাকার্য্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হইব।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদিগের বাক্য অবগত হইবে? তুমি আমাদিগকে এক্ষণে নিবাস প্রদান করিতেছ। বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতি প্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করিয়া আনেন।

৭। দ্যুতিমতি, নিঋতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করিবার জন্য ব্যাপ্ত করে, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসর সকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে লইয়া যায়, ত্রিলোকধারী সেই ইন্দ্র, অন্ন জীর্ণকারী বল প্রাপ্ত হইতেছেন।

৮। হে দেব সবিতা! (তোমার নিকট হইতে) প্রশংসাযোগ্য ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। পর্ব্বত(১) ধন দান করিলে ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্ব্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ! তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩৮ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সবিতাদেব যে হিরণ্ময়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সেই প্রভাকে উন্নত করিতেছেন। সবিতাদেব মনুষ্যের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন।

২। হে দেব সবিতা! উন্নত হও। হে হিরণ্যপাণি! বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করতঃ এবং মনুষ্যগণের ভোগযোগ্য ধন, নেতাগণের

(১) অর্থাৎ ইন্দ্রসখা মেঘ বা পর্জ্জন্য।

উদ্দেশে প্রেরণ করতঃ যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।

৩। সবিতা দেবতা আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউন, সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করিতেছে, সকলের পুজার্হ সেই সবিতা আমাদিগের স্তোম ও অন্ন ধারণ করুন। সর্ব্বপ্রকার পালন কার্য্যদ্বারা স্তোতাগণকে পালন করুন।

৪। দেবি অদিতি, সবিতাদেবের অনুজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শোভমান বরুনাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্রাদি এবং সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমা তাঁহার স্তব করেন।

৫। দানদক্ষ ভজনাশীল যজমান পরস্পর মিলিত হইয়া দ্যুলোক ও ভুলোকের মিত্রভুত সবিতার পরিচর্য্যা করেন। অহিবুধ্ন্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন, বাগ্দেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

৬। প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তাহার সেই রমণীয় ধন (প্রাপ্ত) অনুমোদন করুন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণার্থ ভগনামক দেবতাকে বারম্বার আহ্বান করিতেছে। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাচ্ঞা করিতেছেন।

৭। যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত, পথবিশিষ্ট ও সুন্দর অন্নযুক্ত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হউন। এই দেবগণ অদাতা হন্তা ও রাক্ষসগণকে হিংসা করতঃ পুরাতন রোগ সকলকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ করুন।

৮। হে বাজিগণ! তোমরা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হইয়া ধনের নিমিত্ত সকল যুদ্ধে আমাদিগকে পালন কর। এই সোম পান কর ও প্রমত্ত হও। পরে তৃপ্ত হইয়া দেবযান পথে গমন কর।

---

৩৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অগ্নি উন্মুখ হইয়া স্তোতার সুস্তুতি সেবা করুন। সকলের জরা-প্রদাত্রী উষাদেবী অভিমুখী হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। আদরবিশিষ্ট (পত্নী ও যজমান) রথিদ্বয়ের ন্যায় যজ্ঞমার্গ সেবা করিতেছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন।

২। ইহাঁদিগের সুঅন্নযুক্ত বর্হিঃ পাওয়া যাইতেছে, ইদানীং প্রজা-পালক নিযুক্ত বায়ু ও পূষা প্রজাগণের মঙ্গলার্থ রাত্রি প্রত্যুষ্য হইবার পূর্ব্ব-কালীন আহ্বান (প্রাপ্ত হইয়া) অন্তরীক্ষে আগমন করেন।

৩। বসুনামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভুত-গামী বসু ও মরুৎগণ! তোমার পথ আমাদের অভিমুখ কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহার আহ্বান শ্রবণ কর।

৪। প্রসিদ্ধ যজ্ঞার্হ রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে অভিলাষবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ কর। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজা কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক হইতে স্তুতিযোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্য্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান কর। পৃথিবী হইতেও আহ্বান কর, সরস্বতী ও মরুৎগণ হৃষ্ট হউন।

৬। আমরা যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। অগ্নি আমাদের অভিলাষের প্রতিবন্ধক না হইয়া যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিতেছেন। হে দেবগণ! তোমরা অনুপেক্ষণীয় ও সর্ব্বদা সম্ভজনীয় ধন দান কর। অদ্য আমরা সহায়ভূত দেবগণের সহিত মিলিত হইব।

৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুত হইলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আহ্লাদকর দেবগণ

আমাদিগকে অর্চ্চনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দেবগণ! তোমাদের চিত্তদ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক। আমরা বেগবান্ দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র করি। এক্ষণে সবিতা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সেই ধন গ্রহণ করিব।

২। মিত্র, বরুণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে সেই ধন দান করুন। ইন্দ্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যুতিমান স্তোতাগণের সেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদিগের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন (দান) আজ্ঞা করুন।

৩। হে পৃষদশ্ব মরুৎগণ! যে মর্ত্ত্যকে তোমরা রক্ষা কর, সেই ওজস্বী হউক, সেই বলবান্ হউক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, এই যজমানের ধনের কেহ বিনাশক নাই।

৪। যজ্ঞের প্রাপয়িতা এই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা সকলের সামর্থবিশিষ্ট, ইহারা আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদিতি শোভন আহ্বানবিশিষ্টা। তাঁহারা সকলে যাহাতে আমাদের বাধা না হয়, এই রূপে পাপ হইতে উদ্ধার করুন।

৫। অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপনীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখা-স্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন কর।

৬। সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদিগকে দান করেন, হে দীপ্তিযুক্ত পূষা! এই দানে বাধা দিও না। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন। সর্ব্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন।

৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী দেবগণের দ্বারা সর্ব্বোতোভাবে স্তুত হইলেন যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদিগকে অর্চ্চনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪১ সূক্ত।

প্রথম ঋক ইন্দ্রাদি দেবতা; দ্বিতীয় অবধি পাঁচটীর ভগ দেবতা; সপ্তমটীর উষা দেবতা। ইহার নাম ভগসূক্ত। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা প্রাতঃকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি। প্রাতঃকালে ভগকে, পূষাকে ও ব্রহ্মণস্পতিকে স্তব করি, প্রাতঃকালে সোম ও রুদ্রকে স্তব করি।

২। যিনি জগতের ধর্ত্তা, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সেই ভগদেবতাকে প্রাতঃকালেই আহ্বান করিব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করতঃ "আমায় ভজনীয় ধন দাও" বলিয়া যাচ্ঞা করে।

৩। হে ভগ! তুমি প্রকৃষ্ট নেতা, হে ভগ! তুমি সত্যধন। তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের স্তুতি সফল কর। হে ভগ! তুমি আমাদিগকে গো ও অশ্বদ্বারা প্রবৃদ্ধ কর। হে ভগ! আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান হইব।

৪। আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান হইতে পারি; দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান্ হইতে পারি। আরও হে মঘবন্! সূর্য্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

৫। হে দেবগণ! ভগই ভগবান্ হউন। আমরা ভগের (অনুগ্রহেই) ভগবান্ হইব। হে ভগ! সকলেই তোমায় বারম্বার আহ্বান করেন। হে ভগ! তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগের অগ্রগামী হও।

৬। শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার ন্যায় ঊষাদেবতা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। বেগবান্ অশ্ব রথের ন্যায় ঊষাদেবতা ধনপ্রদ ভগদেবকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুন।

৭। সর্ব্বগুণে প্রবৃদ্ধ ভজনীয় ঊষাদেবতাগণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হইয়া জলসেক করতঃ সর্ব্বদা আমাদের নৈশ তমো নাশ করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪২ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। স্তোতা অঙ্গিরাগণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হউন। পর্জ্জন্য আমাদের স্তোত্র বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জলসেচন করতঃ গমন করুন। আদরবিশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন।

২। হে অগ্নি! তোমার চিরলব্ধ পথ সুগম হউক। যে হরিৎ ও রোহিৎগণ যজ্ঞগৃহে (তোমার ন্যায়) বীরকে বহন করতঃ শোভা পায়, তাহাদিগকে রথে যোজনা কর। আমি উপবিষ্ট হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে দেবগণ! নমস্কারযুক্ত এই স্তোতাগণ তোমাদের যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। হে যজমান! তুমি দেবগণকে সুন্দররূপে যজ্ঞ কর। হে বহুতেজস্বিন্! তুমি যজ্ঞার্থ ভূমিকে আবর্ত্তিত কর।

৪। সকলের অতিথি অগ্নি, যখন বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত দৃষ্ট হয়েন, যখন অগ্নি গৃহে সুনিহিত হইয়া প্রীত হয়েন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন।

৫। অগ্নি আমাদের এই যজ্ঞ সেবা কর। ইন্দ্র ও মরুৎগণের মধ্যে আমাদিগকে যশোযুক্ত কর। রাত্রি ও ঊষাকালে বর্হিতে উপবেশন কর। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বরুণকে এই যজ্ঞে পূজা কর।

৬। বসিষ্ঠ ধনাভিলাষী হইয়া এই প্রকারে বলেরপুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভার্থ স্তুতি করিয়াছিলেন। অগ্নি আমাদিগকে অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বৃক্ষের শাখার ন্যায় যে মেধাবীগণের স্তোত্র বিশেষরূপে চারিদিকে গমন করে, সেই দেবাভিলাষীগণ যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পাইবার জন্য বিশেষরূপে স্তব করিতেছে, দ্যাবাপৃথিবীকেও স্তব করিতেছে।

২। শীঘ্রগামী অশ্বের ন্যায় এই যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে ঘৃতক্ষরণকারিণী (স্রুক) উত্তোলন কর। অধ্বরের জন্য সাধুবর্হি বিস্তীর্ণ কর। হে অগ্নি! তোমার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বাস করুন।

৩। বিশেষরূপে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার ক্রোড়ে যেরূপ উপবেশন করে, সেইরূপ দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি! জুহূ তোমার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যক্‌রূপে সিক্ত করুক। তুমি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের (সহায়তা) করিও না।

৪। যজনীয় (দেবগণ) উদকের দোহন যোগ্য ধারা বর্দ্ধণ করতঃ পর্য্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্য্যা (স্বীকার) করুন। হে দেবগণ! অদ্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তাহা আগমন করুক, তোমরাও সকলে একমন হইয়া আগমন কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি এই প্রকারে প্রজাগণের মধ্যে আমাদিগকে ধন প্রদান কর; হে বলবান্! আমরা (তোমাকর্ত্তৃক) অপরিত্যক্ত হইয়া নিত্যযুক্ত ধনের সহিত মত্ত ও অহিংসিত হইব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৪ সূক্ত।

দধিক্রাখ্যা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমাদের রক্ষার্থ প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান করি। তদনন্তর অশ্বিদ্বয়, ঊষা সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান করি। ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবাপৃথিবী, জল দেবতা ও সূর্য্যকে আহ্বান করি।

২। স্তোত্রদ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্ত্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরী ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি।

৩। আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, ঊষা, সূর্য্য ও ভূমির স্তব করি। আমি (শত্রু) বিনাশকারী বরুণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব করি, সেই দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হইতে পৃথক করুন।

৪। অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, গমনশীল দধিক্রাবা সম্যকরূপে জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া ঊষা, সূর্য্য, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সহিত এক মত হইয়া রথের অগ্রে লগ্ন হন।

৪৫ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

১। রত্নবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্ত্তৃক উহ্যমান সবিতা-দেব মনুষ্যের হিতকর বহুধন হস্তে ধারণ করতঃ ভূতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্য্যে প্রেরণ করতঃ আগমন করুন।

২। শিথিল এবং বৃহৎ হিরণ্ময় বাহুদ্বারা অন্তরীক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত করুক। আমরা অদ্য সবিতার সেই মহিমার স্তুতি করি। সূর্য্যও সবিতাকে কর্ম্মেচ্ছা প্রদান করুন।

৩। তেজোবিশিষ্ট বসুপতি সবিতাদেবই আমাদিগকে উদ্দেশে ধন প্রেরণ করুন। তিনি বহুবিস্তীর্ণরূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে মনুষ্য-দিগের ভোগযোগ্য ধন দান করুন।

৪। এই স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিতাকে স্তব করিতেছে। তিনি আমাদিগকে বিচিত্র বৃহৎ অন্নদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৬ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। স্থিরকার্ম্মক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান্, কাহারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্র বিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। তিনি শ্রবণ করুন।

২। পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। হে রুদ্র! তোমার স্তবকারী (আমাদের প্রজাগণকে) পালন-করতঃ আমাদের গৃহে গমন কর। আমাদিগকে রোগ দান করিও না।

৩। অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত! তোমার সহস্র ভেষজ আছে; আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করিও না।

৪। হে রুদ্র! আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি, জীবগণের প্রসংশাযোগ্য যজ্ঞে আমাদিগকে ভাগী কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৭ সূক্ত।

অপ্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অপ্ দেবতা! দেবাভিলাষীগণ ইন্দ্রের পাতব্য, ভূমিসম্ভূত, যে তোমাদিগের সোমরস প্রথমে সংস্কৃত করিয়াছে, সেই শুচি, পাপরহিত, বৃষ্টিজলসেকী, মধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করিব।

২। হে অপ্ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাং নপাৎ দেবতা তোমাদের সেই মধুমত্তম প্রসিদ্ধ উর্ম্মি পালন করুন। ইন্দ্র যাহাতে বসুগণের সহিত মত্ত হন, আমরা দেবাভিলাষী হইয়া অদ্য তোমাদের সেই উর্ম্মি প্রাপ্ত হইব।

৩। বহু পবিত্র রূপবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ইন্দ্রের কর্ম্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম কর।

৪। সূর্য্য রশ্মিদ্বারা যে অপ্সমূহকে বিস্তীর্ণ করেন, যাহাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করিয়াছেন, হে সিন্ধুগণ! সেই তোমরা আমাদের ধন ধারণ কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪৮ সূক্ত।

ঋভু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নেতা ধনবান্ ঋভুগণ! তোমরা আমাদের সোমপানে প্রমত্ত হও। তোমরা গমন করিতেছ, তোমাদের কর্ম্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া মনুষ্য হিতকর রথ আবর্ত্তিত করুক।

২। হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদিগের দ্বারা প্রথিত। তোমরা সমর্থ; তোমাদিগের সাহায্যে সমর্থ হইয়া তোমাদিগের বলে শত্রুবল অভিভব করিব। বাজ আমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করুন। ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া আমরা বৃত্রের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

৩। ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রু সেনা আজ্ঞাদ্বারা অভিভব করেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন। বিদ্যা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্য্য হইয়া মথনদ্বারা শত্রু বল বিকৃত করেন।

৪। হে দ্যোতমান ঋভুগণ! তোমরা অদ্য আমাদের ধন দাও। হে সমস্ত ঋভুগণ! তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ হও। বসু ঋভুগণ আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৯ সূক্ত।

অপ্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সমুদ্র যে অপ্‌সমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বদাগমনশীল ও শোধয়িতা, সেই অপ্‌সমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হইতে গমন করেন। বজ্রধারী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপ্‌ সমূহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারা এই স্থানে আমার রক্ষা করুন।

২। যে অপ্‌সমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা প্রবাহিত হইয়া খননদ্বারা যাহাদিগকে লাভ করা যায়, যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সেই অপ্‌দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন।

৩। যে অপ্‌সমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহ মধ্যে সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী স্বরূপ হইয়া মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুক্ষারিণীদীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা, সেই অপ্‌দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন।

৪। যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়া প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্যুতিমান্ অপ্‌সমূহ আমায় রক্ষা করুন।

---

৫০ সূক্ত(১)।

প্রথম ঋকের মিত্র ও বরুণ দেবতা; দ্বিতীয়ের অগ্নি দেবতা; তৃতীয়ের বৈশ্বানর; চতুর্থের নদী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা এখানে আমাদিগকে রক্ষা কর। কুলায়কারী ও সর্ব্বদা বর্দ্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হউক। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে।

---

(১) এই সূক্তে সর্পবিষ ও অন্যান্য বিষের ও রোগের উল্লেখ আছে।

২। যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির পর্ব্বস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুল্ফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব, এই ব্যক্তির নিকট হইতে সে বিষ দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে।

৩। যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, যাহা নদীজলে ওষধি হইতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ আমাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দেন। ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জানিতে না পারে।

৪। যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যাহারা নিম্নদেশে গমন করে, যাহারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদী সকল উদকবিশিষ্ট ও যাহারা অনুদক জলদ্বারা জগৎ আপ্যায়িত করে, সেই দ্যুতিমান নদী সকল আমাদের শিপদ রোগ নিবারণ করিয়া কল্যাণকর হউক। আরও সেই নদী সকল অহিংসাপ্রদ হউক।

---

৫১ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা যেন আদিত্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়া নূতন সুখকর গৃহ প্রাপ্ত হই। ত্বরান্বিত আদিত্যগণ আমাদিগের স্তোত্র সকল শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিন।

২। আদিত্যগণ ও অদিতি ও অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রমত্ত হউন। ভুবনের রক্ষক দেবগণ আমাদের হউন। অদ্য আমাদের রক্ষার্থে সোম পান করুন।

৩। আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুৎগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋভুগণ ও ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলাম। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৫২ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হইব(১)। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ! মনুষ্যগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগকে সম্ভজনা করতঃ ধন উপভোগ করিব। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা যেন ভূতিবিশিষ্ট হই।

২। মিত্র ও বরুণপ্রমুখরক্ষক (আদিত্য) গণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করুণ। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করিতে না হয়, তোমরা যে কর্ম্ম করিলে নাশকর, হে বসুগণ! আমরা যেন সে কর্ম্ম না করি।

৩। ত্বরাবান্ অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাচ্ঞা করতঃ তাঁহার যে রমণীয় ধন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, যাগশীল মহান্ পিতা ও সমস্ত দেবগণ এক মনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

---

৫৩ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে মহতী ও দেবগণের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ব্বতম স্তোতাগণ স্তুতি করতঃ পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি সেই যজনীয়া ও মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে (ঋত্বিকগণের) লম্বাধযুক্ত হইয়া যজ্ঞ ও নমস্কারের সহিত স্তুতি করি।

২। হে স্তোতাগণ! তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্ব্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভুতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) যজ্ঞস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের মহৎ ও বরণীয় (ধন দানার্থ) দেবগণের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন কর।

---

(১) আদিত্যের আত্মীয় এই অর্থে আদিত্য। অদিতি অর্থ অখণ্ডনীয়। সায়ণ।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের দাসে দেয় বহুরমণীয় ধন আছে, তন্মধ্যে যাহা অক্ষয় তাহাই আমাদিগকে প্রদান কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী! তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে কল্যাণের সহিত পালন কর।

---

৫৪ সূক্ত।

বাস্তোষ্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বাস্তোষ্পতি(১)! তুমি আমাদিগকে প্রবোধিত কর। আমাদিগের নিবাস নীরোগ কর। আমরা যে ধন যাচ্ঞা করি তাহা প্রদান কর এবং আমাদিগের (পুত্রপৌত্রাদি) দ্বিপদজনের ও (গবাশ্বাদি) চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও।

২। হে বাস্তোষ্পতি! তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের ধনের বর্দ্ধয়িতা হও। তুমি সখা হইলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত ও জরারহিত হইব। পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করে, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পালন কর।

৩। হে বাস্তোষ্পতি! আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদিগের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর ও আমাদিগকে কল্যাণের সহিত সর্ব্বদা পালন কর।

---

৫৫ সূক্ত।

বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বাস্তোষ্পতে! তুমি রোগনাশক, তুমি সর্ব্বপ্রকার রূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সখা ও সুখকর হও।

২। হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গ বর্ণ সরমা পুত্র! তুমি যখন দন্ত প্রকাশ কর তাহা আমার নিকট আহারের সময় সৃক্কণী প্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষ রূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।

---

(১) বাস্তোষ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমানাম্নী দেবকুক্কুরীর কুলোদ্ভব, সেই জন্য পরে সারমেয় নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। হে সারমেয়! তুমি যে স্থান হইতে গমন কর, পুনরায় সেই স্থানে আগমন কর। তুমি চোর ও ডাকাইতের প্রতি গমন কর। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? আমাদিগকে কেন বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও।

৪। তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকর ও তোমায় বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদিগকে বাধা দেও? সুখে নিদ্রা যাও।

৫। তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমার পিতা নিদ্রা যান। কুক্কুর নিদ্রা যাউক, গৃহস্বামী নিদ্রা যাউক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাউক। চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এই জনগণও নিদ্রা যাউক।

৬। যে ব্যক্তি এই স্থানে আছে, যে বিচরণ করিতেছে, যে আমাদিগকে দেখিতেছে, তাহাদের চক্ষুঃ সকল বিনাশ করিব। এই হর্ম্ম্য যেরূপ (তাহারাও সেই রূপ হইবে)।

৭। যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হইতে উদ্গত হইল (২) সেই অভিভবকারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করিব।

৮। যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা তল্পে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা পুণ্যগন্ধা, তাহাদের সকলকে নিদ্রিত করিব।

---

৫৬ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী মনুষ্যের হিতকর, অথচ সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট এই রুদ্র পুত্রগণ, ইঁহারা কে?।

২। কেহই ইঁহাদের জন্ম জানেন না। তাহারাই পরস্পর আপনাদের জন্ম কথা জানেন।

৩। আপনারাই সঞ্চরণকরতঃ পরস্পর মিলিত হন। বায়ুবৎ বেগশালী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা করেন।

---

(২) সমুদ্র হইতে উদ্গত সহস্র শৃঙ্গযুক্ত বৃষভ কি?।

৪। ধীমান্ ব্যক্তি এই শ্বেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন মহতী পৃশ্নি ইঁহাদিগকে অন্তরীক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সেই প্রজা মরুৎগণের (অনুগ্রহে) চিরকাল শত্রুগণের অভিভব কারিণী ও ধনের পুষ্টি প্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হউক।

৬। মরুৎগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্যস্থানে গমন করেন, অলঙ্কারদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন, তাহারা শ্রীসমন্বিত ও উগ্র।

৭। তোমাদের তেজ উগ্র; তোমাদের বল স্থির। মরুৎগণ বুদ্ধিমান হউন।

৮। তোমাদের বল সর্ব্বত্র শোভমান; তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য, বলযুক্ত (মরুৎ) গণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধ শব্দকারী।

৯। (হে মরুৎগণ)! পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। তোমাদের ক্রূরবুদ্ধি যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।

১০। তোমরা ত্বরাবান্। তোমাদের প্রিয় নাম ধরিয়া আহ্বান করি। অভিলাষবান্ মরুৎগণ ইহাতেই তৃপ্ত হন।

১১। মরুৎগণ সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত এবং তাঁহারা আমাদের শরীর অলঙ্কৃত করেন।

১২। হে মরুৎগণ! তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হউক। তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি। উদকস্পর্শী মরুৎগণ সত্যদ্বারা সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহারা শুচি, তাঁহাদের জন্ম শুচি ও তাঁহারা অন্যকে শুচি করেন।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্কন্ধে খাদি সকল রহিয়াছে। উত্তম রুক্ম তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে(১)। বৃষ্টির সহিত বিদ্যুৎ যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ জল প্রদানের সময় স্বীয় আয়ুধদ্বারা তোমরা শোভা পাও।

---

(১) খাদি অর্থে বলয় ও রুক্ম অর্থে বক্ষঃ স্থলের সুবর্ণের অলঙ্কার, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৪। তোমাদের অন্তরীক্ষভব তেজঃ বিশেষরূপে গমন করিতেছে। হে বিশেষরূপে যষ্টব্য মরুৎগণ! তোমরা জল বৃদ্ধি কর। হে মরুৎগণ! তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহমেধিদত্ত এই ভাগ সেবা কর।

১৫। হে মরুৎগণ! যেহেতু তোমরা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভন পুত্রবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান কর, সে ধন শত্রু অভিহনন করিতে পারে না।

১৬। যে মরুৎগণ সততগামী অশ্বের ন্যায় সুন্দর গমনবিশিষ্ট, উৎসবদর্শী মনুষ্যগণের ন্যায় অলঙ্কারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ্র, তাহারা ক্রীড়া পরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা।

১৭। মরুৎগণ আমাদের ধন প্রদান করতঃ সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবীকে পূর্ণ করতঃ সুখী করুন। হে বাসপ্রদগণ! মেঘভেদক, মনুষ্যনাশক তোমাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক। তোমরা সুখের সহিত আমাদের অভিমুখ হও।

১৮। নিষণ্ণ হোতা তোমাদের সর্ব্বত্রগামী দানকার্য্যের প্রশংসা করতঃ তোমাদিগকে সম্যকরূপে বারম্বার আহ্বান করিতেছেন। হে কামবর্ষিগণ! যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটতা রহিত হইয়া স্তোত্রদ্বারা তোমা-দিগকে স্তব করে।

১৯। এই মরুৎগণ যজ্ঞে ত্বরান্বিত যজমানকে প্রীত করেন। ইহাঁরা বলের দ্বারা বলবান্ লোক সকলকে আনমিত করেন। ইহাঁরা হিংসকের হস্ত হইতে স্তোতাকে রক্ষা করেন। যাহারা হব্য প্রদান করে না, তাহাদের মহা অপ্রিয় সাধন করেন।

২০। ইহাঁরা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বন্ধুগণ যেরূপ কামনা করেন, হে কামবর্ষীগণ! তোমরা তমো বিনাশ কর, আরও আমাদিগকে বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর।

২১। হে মরুৎগণ তোমাদের দান হইতে আমরা যেন নির্গত হই না। হে রথবিশিষ্টগণ! ধন দান কালে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিও না। স্পৃহনীয় ধনসমূহে আমাদিগকে ভাগী কর। হে কামবর্ষীগণ! তোমাদের যে সুজাত ধন আছে, তাহারও ভাগী কর।

২২। যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের (জয়ের) জন্য কোপপূর্ণ হন, তখন হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! যুদ্ধে শত্রুর নিকট হইতে আমাদের ত্রাতা হও।

২৩। হে মরুৎগণ! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছ। তোমাদের পূর্ব্বকালীন যে সকল কর্ম্ম প্রশংসিত হয়, তাহাও করিয়াছ, ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অভিভবিতা হন, তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে।

২৪। হে মরুৎগণ! আমাদের বীর বলবান্ হউক। সে অসুরও লোকের বিধায়ক হউক্। আমরা নিবাসার্থ প্রাপ্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব। আমরা তোমাদের আত্মীয় স্থানে অবস্থিতি করিব।

২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ্, ওষধি ও বৃক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা সুখে থাকিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে যজনীয় মরুৎগণ! মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সহিত তোমাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন। মেঘকে বর্ষণ করান ও উগ্র হইয়া সর্ব্বত্র গমন করেন।

২। মরুৎগণ স্তুতিকারীকে অন্বেষণ করেন। যজমানের অভীষ্টপূরণ করেন। তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থ বর্হিতে উপবেশন কর।

৩। এই মরুৎগণ যত দান করেন, এত আর কেহই (দেন না)। ইঁহারা রুক্ম, আয়ুধ ও শরীর (শোভায়) শোভিত হন। দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি, মরুৎগণ শোভার্থ সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করে।

৪। তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হইতে পৃথক হউক। যদিও মনুষ্য বলিয়া আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়গণ! যেন

তোমাদের সেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অন্ন-প্রদ তাহাই আমাদের হউক।

৫। আমাদের যজ্ঞকর্ম্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হউন। তাঁহারা অনিন্দিত, দীপ্তিযুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মরুৎগণ! অনুগ্রহ করিয়া অথবা উত্তম স্তুতিপ্রযুক্ত আমাদিগকে বিশেষরূপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৬। মরুৎগণ স্তুত হইয়া হবি ভক্ষণ করুন, তাঁহারা নেতা ও সমস্ত জলের সহিত বর্ত্তমান। হে মরুৎগণ! আমাদের সন্ততির জন্য উদক্ প্রদান কর। হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান কর।

৭। মরুৎগণ স্তুত হইয়া সকল রক্ষারসহিত যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে আগমন কর। ইহাঁরা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া বর্দ্ধিত করেন, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৫৮ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমরা সতত বর্ষণকারী, মরুৎ সংঘকে অর্চ্চনা কর, ইহাঁরা দেবতাদিগের স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবৃদ্ধ, আরও ইহাঁরা মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরীক্ষ হইতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন।

২। হে ভীম! হে প্রবৃদ্ধমাত ও গমনশীল মরুৎগণ! তোমাদের জন্ম দীপ্ত (রুদ্র) হইতে, আরও ইহারা তেজোবলে প্রবল হইয়াছেন। তোমা-দের গমনে সূর্য্যদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়।

৩। তোমরা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। আমাদের সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তাহা প্রাণি-গণকে বিনাশ করে না। তাঁহারা স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন।

৪। হে মরুৎগণ স্তোতা তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শতসংখ্যক ধনবান্ হন। তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া (স্তোতা) আক্রমণকারী

অভিভবিতা ও সহস্র ধনবান্ হয়। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সে সম্রাজযুক্ত হয় ও শত্রুনাশ করে। হে কম্পনকারীগণ! তোমাদের দত্ত সেই ধন প্রভূত হউক।

৫। কামবর্ষী সেই রুদ্রপুত্রগণকে আমি পরিচর্য্যা করি। তাঁহারা পুনরায় বহুবার আমাদিগের অভিমুখ হউন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপ প্রযুক্ত মরুৎগণ ক্রুদ্ধ হয়েন, মরুৎগণ সম্বন্ধীয় সেই পাপ অপনীত করিব।

৬। ধনবান্ মরুৎগণের সেই সুস্তুতি আমরা উচ্চারণ করিয়াছি। মরুৎগণ এই সূক্ত সেবা করুন। হেঅভীষ্টবর্ষীগণ! তোমরা দূর হইতেই শত্রুগণকে পৃথক কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৫৯ সূক্ত।

১১শ ঋকের মরুৎ দেবতা; ১২শ ঋকে রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দেবগণ! ইহা হইতে স্তোতাকে ত্রাণ কর। হে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও মরুৎগণ! তোমরা যাহাকে বিনীত কর, তাঁহাকে সুখ প্রদান কর।

২। হে দেবগণ! তোমাদের আশ্রয়ে তোমাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে শত্রুগণকে আক্রমণ করে, যে তোমাদিগকে (অন্যত্র গমন হইতে) নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সেই আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে।

৩। বসিষ্ঠ তোমাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া স্তব করে না। হে মরুৎগণ! অদ্য সোমাভিলাষী হইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সোম অভিষুত হইলে পান কর।

৪। হে নেতাগণ! যাহাকে অভিলষিত প্রদান কর, তোমাদের রক্ষা তাহাকে যুদ্ধে হিংসা করে না, তোমাদের নূতনতর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। হে সোমপানাভিলাষীগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর।

৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের ধন পরস্পর সংহৃত, তোমরা সোম ভক্ষণের জন্য উত্তমরূপে আগমন কর। যেহেতু আমি তোমাদিগকে এই হব্য দান করিতেছি, অতএব তোমরা অন্যত্র যাইও না।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের বর্হিতে আসীন হও। স্পৃহনীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। তোমরা হিংসারহিত হইয়া এই যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা বলিয়া প্রমত্ত হও।

৭। অন্তর্হিত মরুৎগণ নিজ অংশ সকল অলঙ্কৃত করিয়া, নীলপৃষ্ঠ হংসগণের ন্যায় আগমন করুন, আমাদের যজ্ঞে আনন্দিত রমনীয় মনুষ্যগণের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মরুৎগণ আমার চারিদিকে উপবেশন করুন।

৮। হে বসু মরুৎগণ! অন্যায় ক্রোধ করিয়া যে তিরস্কৃত ব্যক্তি আমাদের চিত্ত বিনাশ করিতে চাহে, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বরুণের পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। তোমরা তাহাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ আয়ুধদ্বারা বিনাশ কর।

৯। হে শত্রুতাপকগণ! এই তোমাদের হব্য, তোমরা শত্রুভক্ষক, তোমাদের রক্ষাদ্বারা তাহা সেবা কর।

১০। (হে মরুৎগণ)! তোমরা গৃহ মধ্যেও উত্তম দানশীল। তোমাদের রক্ষারসহিত আগমন কর, অপগত হইও না।

১১। হে স্বায়ত্ত বলবিশিষ্টকারী ও সূর্য্যবর্ণ মরুৎগণ! আমি যজ্ঞ কল্পনা করিতেছি।

১২। সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন না হই(১)।

(১) এই মন্ত্র জপ করিলে শত বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করা যায়। সায়ণ। উপরে মূলের শব্দার্থ প্রদত্ত হইল, সায়ণ ত্র্যম্বক শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

৬০ সূক্ত।

প্রথম ঋকের সূর্য্য দেবতা ; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সূর্য্য ! তুমি উদিত হইয়া অদ্য আমাদিগকে পাপ শূন্য বল। হে অদিতি ! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হইব। হে অর্য্যমা ! তোমাকে স্তব করিয়া তোমার প্রিয় হইব।

২। হে মিত্র ও বরুণ ! এই সেই মনুষ্যদিগের সাক্ষী সূর্য্য অন্তরীক্ষে (গমন করতঃ) দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক, মনুষ্যমধ্যে স্থিত সুকৃত ও দুষ্কৃত দর্শন করে না।

৩। হে মিত্র ও বরুণ ! তিনি অন্তরীক্ষে সপ্তহরিৎ যোজিত করিতেছেন। উহারা জলে আর্দ্র হইয়া এই সূর্য্যকে বহন করিতেছে। গোপাল যেরূপ গোযূথ দর্শন করেন, সেইরূপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও তোমাদিগকে অভিলাষ করেন।

৪। তোমাদিগের দুইজনের জন্য অন্ন ও মধুর (পদার্থ) বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্য দীপ্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ (প্রভৃতি) আদিত্যগণ, এই সূর্য্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন।

৫। মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা, ইঁহারা সুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র, ইঁহারা যজ্ঞের গৃহে বর্দ্ধিত হন।

৬। মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থ্যদ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করিয়াছেন। ইঁহারা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমন করতঃ পাপ নাশ করিয়া সুপথে লইয়া যান।

৭। ইঁহারা নিমেষরহিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হইয়া (সুপথে) লইয়া যান। (ইঁহাদের প্রভাবে) অত্যন্ত

নিম্নপ্রদেশে ও নদীর তল থাকে। ইঁহারা আমাদিগের এই কর্ম্মকে পারে লইয়া যাউন।

৮। অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্যদায়ীকে যে রক্ষাবিশিষ্ট এবং প্রশংসা-যোগ্য সুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সেই সুখ দান করত আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য্য যেন না করি।

৯। (আমাদিগের দ্বেষকারী ব্যক্তি) যদি স্তুতির সহিত বেদীত্যাগ করে, তাহা হইলে বরুণকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া যেন কোন প্রকার নাশ প্রাপ্ত হয়। অর্য্যমা দ্বেষকারীগণ হইতে আমাদিগকে বর্জ্জিত করুন। হে কাম-বর্ষী (মিত্র ও বরুণ)! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান কর।

১০। ইঁহাদিগের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত। নিগূঢ় বলদ্বারা ইঁহারা অভিভব করেন। হে কামবর্ষীগণ! তোমাদিগের ভয়ে লোকে কম্পান্বিত হয়। (তোমাদের) বলের মহিমাদ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।

১১। অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনদানের জন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি মতি স্থির করে, সেই স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তাহার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন।

১২। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হই-য়াছে। তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করিয়া আমাদিগকে পার কর, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬১ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে মিত্র)! হে বরুণ! তোমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুঃস্বরূপ শোভনরূপবিশিষ্ট সূর্য্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত ভুবন দর্শন করেন, তিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রবৃত্ত স্তোত্র অবগত আছেন।

২। হে মিত্র ও বরুণ! সেই যজ্ঞবান্, দীর্ঘশ্রোতা বিপ্র (বসিষ্ঠ) তোমাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করিতেছেন। তোমরা সুকর্ম্মবান্।

তোমরা ইহাঁর স্তোত্র রক্ষা করিয়াছ। তোমরা বহুবৎসর ব্যাপিয়া ইহার কর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছিলে।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ, তোমরা দর্শনীয় এবং মহান্ দ্যুলোকও অতিক্রম করিয়াছ। তোমাদের দান মনোহর। তোমরা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ কর। তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্যপথগামীদিগকে পালন করিয়া থাক।

৪। মিত্র ও বরুণের তেজের স্তব কর। (তাঁহাদের) বল দ্যাবাপৃথিবী (আপন) মহিমায় পৃথক্‌রূপে স্থাপন করেন। যজ্ঞরহিতগণের মাস-সকল পুত্ররহিত ভাবে গমন করুক। যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবর্দ্ধিত করুক।

৫। হে অমূঢ়! হে ব্যাপ্ত! হে কামবর্ষীদ্বয়! এই তোমাদের (স্তুতি) হইতে বিস্ময়কর বা পূজার্হ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি দ্রোহকারীগণ সেবা করে। তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থে না হয়।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা পূজা করিতেছি। আমি বাধাযুক্ত হইয়া আহ্বান করিতেছি। তোমাদের সেবার্থ নূতন স্তোত্র সকল রচিত হউক। মৎকৃত এই স্তোত্র তোমাদিগকে প্রীত করুক।

৭। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হইয়াছে, তোমরা সমস্ত দুর্গম (আপদ) দূর করতঃ আমাদিগকে পার কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সূর্য্য ঊর্দ্ধমুখে মহৎ ও বহুতেজঃ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্যগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। তিনি দিবসে দ্যুতিমান হইয়া একরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি কর্ত্তা এবং কৃত এবং কর্ত্তাদ্বারা সুকৃত হইয়াছেন।

২। হে সূর্য্য! তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এই স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিতবর্ণ, গমনশীল (অশ্বযোগে) ঊর্দ্ধমুখে গমন কর। তুমি, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উল্লেখ কর।

৩। দুঃখ প্রতিরোধক, সত্যবান বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদিগকে সহস্র ধন দান করুন। তাঁহারা আহ্লাদকর; আমাদিগকে স্তুত্য ও অর্চ্চনীয় বস্তু দান করুন। (আমাদের কর্ত্তৃক) স্তুয়মান হইয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! হে অদিতি! হে সুদর্শন! আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা সুজন্মা, তোমাদিগকে অবগত হইয়াছি। আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই।

৫। হে মিত্র ও বরুণ! বাহু প্রসারিত কর। আমাদের জীবনার্থ আমাদের গোপ্রচরণ স্থান জলদ্বারা সিক্ত কর, মনুষ্যসমূহ মধ্যে আমাদিগকে বিখ্যাত কর। তোমরা নিত্য তরুণ, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর।

৬। হে মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা! আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৩ সূক্ত।

প্রথম চারি ঋকের ও পঞ্চমের প্রথম অর্দ্ধের সূর্য্য দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সুভগ, সর্ব্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুঃস্বরূপ, দ্যুতিমান্ সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্ম্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন।

২। মনুষ্যগণের প্রসবিতা, মহান্, পদার্থ প্রকাশক, জলপ্রদ এই সূর্য্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উদিত হইতেছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিতবর্ণ (অশ্ব) উঁহাকে বহন করিতেছে।

৩। অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এই সূর্য্য স্তোতাগণের (স্তোত্র শ্রবণে) প্রমত্ত হইয়া উষাগণের মধ্যে উদিত হইতেছেন। ইনি আমাদিগকে অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজঃ সঙ্কুচিত করেন না।

৪। এই দূরগামী, ত্রাণকর্ত্তা, দীপ্তিমান্ সূর্য্য শোভমান ও প্রভূত তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে উদিত হইতেছেন। প্রাণীগণ নিশ্চয়ই সূর্য্যকর্ত্তৃক প্রসূত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিয়া থাকে।

৫। মরণরহিত (দেবগণ) যে স্থলে এই সূর্য্যের জন্য পথ করিয়াছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের ন্যায় সেই পথ অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য্য উদিত হইলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করিব।

৬। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৪ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের-স্বামী। তোমাদের (প্রেরিত মেঘ) জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্য্যমা এবং রাজা ও বলবান্ বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন।

২। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়(১); তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ! আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরীক্ষ হইতে প্রেরণ কর।

৩। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সেই সব আমাদিগকে লইয়া যাউন। অর্য্যমা(২) যেন সুন্দর দানশীল লোকের

(১) মূলে "ক্ষত্রিয়া" আছে। অর্থ বলবান্। "ক্ষত্রিয়" নামে একটী বিভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই। মিত্র ও বরুণ ক্ষত্রিয় জাতীয় নহেন।

(২) মূলে "অরিঃ" আছে। সায়ণ বলেন আদর অতিশয়ার্থ অর্য্যমার পুনরুল্লেখ হইয়াছে।

নিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অন্নদ্বারা (পুত্র পৌত্রাদির সহিত) প্রমত্ত হইব।

৪। হে মিত্র ও বরুণ! যে মনের দ্বারা তোমাদের এই রথ নির্ম্মাণ করিয়াছে, যে উন্নত কর্ম্ম করে ও (যজ্ঞে তোমাদের) ধারণ করে, তোমরা রাজা, তোমরা তাহাকে জলের দ্বারা সিক্ত কর, তাহাকে সুক্ষিতি (প্রদান করিয়া) তৃপ্ত কর।

৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের ন্যায় এই সোম করা হইল। আমাদের কর্ম্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৫ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুই জনকে সূক্তদ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয় লাভ করে।

২। তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্তি করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবাপৃথিবী) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে।

৩। তাঁহাদিগের পাশ প্রভূত। তাঁহারা অনৃতের সেতু(১) এবং শত্রুজনের দুরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, তোমাদের যজ্ঞের পথে সেইরূপ দুরিত হইতে পার হইব।

৪। মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্য সেবায় আগমন করুন; অন্নের সহিত জলদ্বারা আমাদের গো প্রচারণ স্থান সিক্ত করুন। তোমাদের প্রতি

(১) অর্থাৎ যজ্ঞরহিত ব্যক্তির পক্ষে সেতুর ন্যায় বন্ধনকারী।

এই লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে দিবে? তোমরা লোকের জন্য, স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান কর।

৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য এই স্তোম দীপ্ত সোমের ন্যায় করা হইল। আমাদের কর্ম্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৬ সূক্ত।

চতুর্থ ঋক হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত আদিত্য দেবতা; চতুর্দশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত সূর্য্য দেবতা; আদির ও অন্তের তৃচ দুটীর মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বারম্বার আবির্ভূত মিত্র ও বরুণের সুখকর ও অন্নবান্ স্তোম গমন করুন।

২। শোভন বলবিশিষ্ট, বলপালক, প্রকৃত তেজোবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করিয়াছিলেন।

৩। সেই (মিত্র ও বরুণ) গৃহপালক ও শরীরপালক। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা স্তোতাগণের কর্ম্ম সাধন কর।

৪। অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তাহা প্রেরণ করুন।

৫। হে শোভন দানশীলগণ! তোমরা আমাদিগের পাপ দূর কর, তোমাদের আগমন হইলে সেই নিবাস সুরক্ষিত হউক।

৬। (মিত্রাদি) ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তাহারা মহা ধনেরও ঈশ্বর।

৭। সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্য্যমাকে স্তব করিব।

৮। এই স্তুতি হিরণ্য ধনের সহিত আমাদের অহিংসনীয় বলের নিমিত্ত হউক।

৯। হে দেব বরুণ! হে মিত্র! আমরা সুরিগণের সহিত তোমার স্তোতা হইব, অন্ন ও জল ধারণ করিব।

১০। মহান্ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্দ্ধক, যে (মিত্রাদি) তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্ম্মদ্বারা প্রদান করেন।

১১। যাঁহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা শোভমান্ হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন।

১২। অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে, সূক্তদ্বারা তোমাদিগের নিকট সেই ধন যাচ্ঞা করিব, যাহা জলের নেতা মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ধারণ করেন।

১৩। তোমরা যজ্ঞবান্, যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, যজ্ঞবর্দ্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞহীনের দ্বেষকারী। তোমাদিগের সুখতম ধনের জন্য অন্য যে সূরিরা আছেন, তাঁহারা ও আমরা নেতা হইব।

১৪। সেই সেই দর্শনীয় বপুঃ অন্তরীক্ষের সমীপে উদিত হইতেছে। শীঘ্রগামী হরিতবর্ন (অশ্বগণ) সকলকে সম্যক্ দর্শনার্থ উহাকে ধারণ করিতেছেন।

১৫। মস্তকেরও মস্তক, স্থাবর জঙ্গমের পতি, রথস্থ সূর্য্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিত্গণ সর্ব্বলোকের সমীপে বহন করিতেছে।

১৬। সেই চক্ষুঃস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্ম্মল, (সূর্য্যমণ্ডল) উদিত হইতেছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি(১)।

১৭। হে বরুণ! তুমি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্যুতিমান্। তোমরা স্তোত্রপ্রযুক্ত সোম পানার্থ আগমন কর।

১৮। হে মিত্র! তুমি ও বরুণ দ্রোহরহিত। তোমরা দ্যুলোকের স্থান হইতে আগমন কর, শত্রুদিগের হিংসাকর হইয়া সোম পান কর।

১৯। হে নেতা মিত্র ও বরুণ! আহুতি সেবা করতঃ আগমন কর। হে যজ্ঞবর্দ্ধক! তোমরা সোম পান কর।

---

(১) মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা শতবৎসর।

৬৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নৃপতিদ্বয়! আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সহিত তোমাদের রথের স্তুতি করিবার জন্য গমন করিতেছি। হে স্তোত্রার্হদ্বয়! পুত্র যেরূপ পিতাকে জাগরিত করে, সেইরূপ এই রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে জাগরিত করে। সেই রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতে বলিতেছি।

২। আমাদের কর্তৃক সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি দীপ্ত হইতেছেন। অন্ধকারের অন্তর প্রদেশও দৃষ্ট হইতেছে। প্রজ্ঞাপক সূর্য্য দ্যুলোক দুহিতার পূর্ব্বদিকে শোভার্থ জাত হইয়া জ্ঞাত হইতেছেন।

৩। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! সুহোতা এবং (স্তুতি সমূহের) বক্তা স্তোমদ্বারা তোমাদিগকে সেবা করিতেছেন। অতএব তোমরা পূর্ব্বপথে স্বর্ণবিৎ ও ধনবান্ রথে আগমন কর।

৪। হে রক্ষক ও মধুর (সোমার্হ) অশ্বিদ্বয়! যেহেতু (সোম) অভিষুত হইলে, আমি তোমাদিগকে কামনা করিয়া ধনাভিলাষী হইয়া তোমাদিগকে স্তুতি করি, অতএব অদ্য (তোমাদের) প্রবৃদ্ধ অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করিয়া আনয়ন করুক। তোমরা আমাদিগের কর্তৃক অভিষুত মধুর (সোম) পান কর।

৫। হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা কর। হে শচীপতিদ্বয়(১)! স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদিগকে (ধন) প্রদান কর।

---

(১) ঋগ্বেদে শচি অর্থে যজ্ঞ, শচিপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হইয়াছে। এই ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচী শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং ইন্দ্রকে শচীপতি বলে বলিয়া ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করিল। এইরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই কর্ম্মসমূহে আমাদিগকে রক্ষাকর, আমাদের রেতঃ অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হউক। তোমাদের (অনুগ্রহে) পুত্র এবং পৌত্রে অভিমত ধন প্রদান করিয়া এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন দেবলাভকর (যজ্ঞে) আগমন করি।

৭। হে মধুপ্রিয় (অশ্বিদ্বয়)! বন্ধুর জন্য পুরোগামী দূতের ন্যায় আমাদের সঙ্কল্পিত এই সোম নিধিস্বরূপ তোমাদের (সম্মুখে) স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, মনুষ্য প্রজামধ্যে (অবস্থিত) হব্য ভক্ষণ কর।

৮। হে ভর্ত্তাদ্বয়! তোমাদের উভয়ের মিলন হইলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত (নদী) অতিক্রম করিয়া আগমন করে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অগশ্বগণ রথভারে তরণীস্বরূপ তোমাদিগকে বহন করে, তাহারা শ্রান্ত হয় না।

৯। তোমরা কোথায়ও আসক্ত হও না। যে ধনবানুগণ ধনের নিমিত্ত দাতব্য হবিঃ প্রেরণ করে, যাহারা বন্ধুকে সুনৃত বাক্যদ্বারা প্রবর্দ্ধিত করে, যাহারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, তোমরা তাহাদের জন্যই হইয়াছ।

১০। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবন কর। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর, রত্ন দান কর, স্তোতাকে বর্দ্ধিত কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দীপ্ত, সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আগমন কর। তোমরা শত্রুনাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তাহার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সম্ভূত হব্য ভক্ষণ কর।

২। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমাদের জন্য মদকর অন্ন রহিয়াছে, তোমরা আমার হবিঃ ভক্ষণার্থ শীঘ্র গমন কর, শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না করিয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। তোমরা সূর্য্যার সহিত রথে বাস কর, মনের ন্যায় বেগশালী ও অপরিমিত রক্ষাবিশিষ্ট তোমাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হইয়া, লোক সকলকে অতিক্রম করিয়া আগমন করিতেছে।

৪। তোমাদিগকে দেবত্ব করিতে অভিলাষ করি, তোমাদের নিমিত্ত সোমাভিষবকারী এই প্রস্তর যখন উন্নত হইয়া শব্দ করে, তখন হে সুন্দর (অশ্বিদ্বয়)! বিপ্র হব্যদ্বারা তোমাদিগকে আবর্ত্তিত করে।

৫। তোমাদের যে চিত্রধন আছে (তাহা আমাদের দাও)। যিনি প্রিয় হইয়া তোমাদের (দত্ত) সুখ ধারণ করেন, সেই অত্রি হইতে মহিষ্বৎকে (ঋবীসকে) পৃথক্ কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের (স্তুতিকারী) জীর্ণ হব্যদায়ী চ্যবনের জন্য যেরূপ এদিকে আনিয়া দান করিয়াছিলে, তাহা তাঁহার প্রতিগমন করিয়াছিল।

৭। আরও দুষ্টবুদ্ধি সখাগণ যে ভুজ্যুকে সমুদ্রমধ্যে ত্যাগ করিয়াছিল, তোমরা তাহাকে পার করিয়াছিলে। সে তোমাদিগকে কামনা করিয়াছিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করে নাই।

৮। বৃক যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কর্ম্ম এবং সামর্থ্যদ্বারা তাঁহাকে ধন দিয়াছিলে। আহূয়মান হইয়া শয়ুকে শ্রবণ করিয়াছিলে। নদী যেরূপ জলদ্বারা পূর্ণ করে, সেইরূপ নিবৃত্ত প্রসবা গাভীকে দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলে।

৯। সেই স্তোতা, সুমনাঃ হইয়া ঊষার পূর্ব্বে জাগরিত হইয়া সূক্তদ্বারা স্তুতি করিতেছে, উহাকে অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত কর, দুগ্ধদ্বারা বর্দ্ধিত কর, এবং ইহার গাভীকে বর্দ্ধিত কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমাদের রথ তরুণ অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন করুক। উহা দ্যাবা-পৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরণ্ময়। উহার চক্রে জল আছে। উহা রথনেমিদ্বারা দীপ্তিমান, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান।

২। উহা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট ও স্তুতিবিশিষ্ট। উহা আগমন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থ উদ্যোগ করিয়া, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর।

৩। তোমরা সুন্দর অশ্ব ও অন্নের সহিত অস্মদভিমুখে আগমন কর। হে দস্রদ্বয়! তোমরা মধুমান্ নিধি (সোম) পান কর। তোমাদের রথ বধূর সহিত গমন করতঃ চক্রের দ্বারা দ্যুলোকের পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে।

৪। রাত্রিতে যোষিৎ সূর্য্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিবৃত করে। যখন তোমরা দেবাভিলাষীকে কর্ম্মদ্বারা রক্ষা কর, তখন দীপ্তঅন্ন রক্ষার জন্য তোমাদিগকে পরিগমন করে।

৫। হে রথিদ্বয়! সেই রথ তেজঃসমূহ আচ্ছাদিত করে ও (অশ্বের সহিত) যুক্ত হইয়া মার্গে গমন করে, হে অশ্বিদ্বয়! ঊষা প্রকাশিত হইলে আমাদিগের এই যজ্ঞে সেই রথদ্বারা (পাপের) শান্তি ও (সুখের) মিশ্রণের জন্য উপস্থিত হও।

৬। হে নেতৃদ্বয়! মৃগীর ন্যায় বিশেষরূপে দীপ্যমান (সোম) পানেচ্ছু হইয়া অদ্য আমাদের সবনসমূহে আগমন কর। যেহেতু বহু (যজ্ঞে) তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করে (অতএব) অন্য দেবাভি-লাষীগণ তোমাদিগকে যেন দান না করে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে (নিমগ্ন) ভুজ্যুকে অক্ষত, শ্রমরহিত ও শীঘ্রগামী (অশ্বদ্বারা) এবং কর্ম্মদ্বারা পার করতঃ জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সকলের বরণীয় (অশ্বিদ্বয়)! আমাদিগের (যজ্ঞ বেদিতে) আগমন কর, পৃথিবীতে তোমাদের ঐ স্থান বলিয়া থাকে। যে অশ্বে তোমরা উপবেশন কর, সেই সুখকর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব (তোমাদেরই নিকট) থাকুক।

২। অতিশয় অন্নবতী সেই সুস্তুতি তোমাদিগকে সেবা করে। ঘর্ম্ম মনুষ্যের গৃহে তপ্ত হইয়াছে। উহা তোমাদিগকে (প্রাপ্ত হয়)। সরিৎ ও সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেরূপ (রথে) যোজিত হয়, সেইরূপ তোমাদিগকে (যজ্ঞে) যোজিত করে।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক হইতে (আগমন করিয়া) মহতী ওষধি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পর্ব্বতের মস্তকে উপবেশন করতঃ অন্নদাতাকে (সেই স্থান) প্রাপিত কর।

৪। হে দেবদ্বয়! যেহেতু তোমরা ঋষিদিগের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করিয়া থাক, অতএব তোমরা ওষধি ও জল কামনা কর। আমাদিগকে বহুতর রত্ন দান করতঃ তোমরা পূর্ব্ব মিথুন সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের বহুকর্ম্ম অভিদর্শন করিয়া থাক। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর। আমাদের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হউক।

৬। হে নাসত্যদ্বয়! যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতস্তোত্র ও মর্ত্ত্যগণের সহিত মিলিত হয়, সেই বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট আগমন কর। এই মন্ত্র সকল তোমাদের জন্য স্তুত্য হইতেছে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল, হে কামবর্ষিদ্বয়! এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সঙ্গত হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। ভগিনী উষার নিকট হইতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রি সূর্য্যাশ্ব) অরুষের জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বধন! হে গোধন অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আহ্বান করি, তোমরা দিবারাত্রি হিংসকদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! হব্যদায়ীর জন্য রথদ্বারা রমনীয় পদার্থ বহন করতঃ তোমরা আগমন কর। অন্নদারিদ্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। হে মধুবিশিষ্টদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে দিবারাত্রি রক্ষাকর।

৩। এই আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর।

৪। হে নৃপতিদ্বয়! তোমাদিগের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্রয়যুক্ত, ধনবান, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হইয়া গমন করে, তোমরা সেই রথে আমাদের নিকট আগমন কর।

৫। তোমরা চ্যবনকে জরা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলে, পেদুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলে, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে পার করিয়াছিলে, যাহুসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সঙ্গত হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৭২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও ধনপ্রদ রথে আগমন কর, বহু নিযুৎ তোমাদের সেবা করে, তোমরা স্পৃহনীয় শোভা শরীর দ্বারা দীপ্যমান হও।

২। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া রথারোহণে আমাদের নিকটে উপস্থিত হও। তোমাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক বলিয়া জানিও, তাঁহার ধন ও এক।

৩। স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দররূপে জাগরিত করিতেছে, বন্ধু স্থানীয় কর্ম্ম সকল দ্যোতমান ঊষাকে জাগরিত করিতেছে। মেধাবী (বসিষ্ঠ) এই স্তোত্রার্হ দ্যাবাপৃথিবীর পরিচর্য্যা করতঃ নাসত্যদ্বয়ের অভিমুখে স্তব করিতেছেন।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! যদি ঊষা সকল তমোনিবারণ করে, তাহা হইলে স্তোতারা বিশেষরূপে তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিবে। সবিতাদেব ঊর্দ্ধ তেজঃ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধদ্বারা বিশেষরূপে স্তব করেন।

৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, দক্ষিণদিক ও উত্তরদিক হইতে আগমন কর, পঞ্চশ্রেণী লোকের হিতকর সকল দিক্ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা দেবাভিলাষী হইয়া স্তোত্র সম্পাদন করতঃ অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হইব। হে বহুকর্ম্মা, প্রভুততম, পূর্ব্বজাত, অমর্ত্ত্য অশ্বিদ্বয়! স্তোতা আহ্বান করিতেছে।

২। তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এই উপবিষ্ট রহিয়াছে, হে নাসত্যদ্বয়! যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদ্বয়! তাহার মধুর সোমরস সমীপে থাকিয়া ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবান্ হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৩। আমরা মহান্ স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্দ্ধিত করিতেছি। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয় এই সুস্তুতি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ দ্রুতগামী দূতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া, স্তোত্রদ্বারা স্তব করতঃ প্রবোধিত হইয়াছি।

৪। সেই হব্যবাহীদ্বয় রাক্ষসঘাতী, পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁহারা আমাদের প্রজার নিকট উপস্থিত হউন। তোমরা মদকর অন্নের সহিত সঙ্গত হও, আমাদিগকে হিংসা করিও না, মঙ্গলের সহিত আগমন কর।

৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক্ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! এই স্বর্গেচ্ছুগণ(১), তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, হে কর্ম্মধনদ্বয়! আমিও রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি প্রজার নিকট গমন করিয়া থাক।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে চিত্রধন ধারণ কর, স্তুতিবান্ ব্যক্তির নিকট তাহা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হইয়া তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর, সোমসম্বন্ধীয় মধু পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আগমন কর, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্টবর্ষী ধনঞ্জয়দ্বয়! তোমরা পয়ঃ দোহন কর, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আগমন কর।

(১) মূলে "দিবিষ্টয়ঃ" আছে।

৪। তোমাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে তোমাদিগকে ধারণ করতঃ গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদিগকে কামনা করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! গমনকারী স্তোতাগণ প্রভূত অন্ন সেবা করে, তোমরা আমাদিগকে অবিচলিত যশঃ ও গৃহ প্রদান কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমরা ধনবান্।

৬। যাহারা পরকীয় ধন গ্রহণ না করিয়া মনুষ্য মধ্যে মনুষ্য রক্ষক হইয়া, তোমার নিকট রথের ন্যায় গমন করে, তাহারা নিজের বলে বর্দ্ধিত হয় এবং সুনিবাস স্থানে গমন করে।

---

৭৫ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। উষা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তেজোবলে আপনার মহিমা আবিষ্কৃত করতঃ আগমন করিলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা গন্তব্য পথ প্রকাশ করিলেন।

২। অদ্য আমাদের মহা সুখলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। হে উষা! মহা সৌভাগ্য প্রদান কর, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ কর। হে মনুষ্য হিতকারিণী দেবি! মর্ত্ত্যগণকে অন্নবান্ (পুত্র প্রদান কর)।

৩। দর্শনীয় উষার এই সকল প্রবৃদ্ধ, বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ব্রত উৎপাদন করতঃ অন্তরীক্ষ সকল পূর্ণ করতঃ আগমন করিতেছে ও বিবিধ প্রকারে গমন করিতেছে।

৪। এই সেই দ্যুলোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী, উষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিদর্শন করিয়া দূর হইতেও উদ্যোগ করতঃ পঞ্চ শ্রেণীর নিকট সদ্য গমন করিতেছেন।

৫। অন্নবতী, সূর্য্য গৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী, ধন ও বসুর ঈশ্বরী হইয়াছেন। ঋষিগণের স্তোতা, জরাদায়িনী ধনবতী উষা যজমানকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রভাত করিতেছেন।

৬। দীপ্তমতী উষাকে যাহারা বহন করে, সেই উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্বসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। সেই উষা দীপ্তিমতী হইয়া বহুরূপ রথে গমন করিতেছেন ও পরিচর্য্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন দান করিতেছেন।

৭। সত্যা, মহতী, যজনীয়া, উষাদেবী সত্য, মহান্ ও যজনীয় দেবগণের সহিত অত্যন্ত স্থির (অন্ধকার) ভেদ করিতেছেন। গো সকলের (সঞ্চারার্থ আলোক) প্রদান করিতেছেন, গো সকল উষাকে কামনা করিতেছে।

৮। হে উষা! আমাদিগকে গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর, আমাদিগকে বহু অন্ন (প্রদান কর), পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিন্দিত করিও না। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৬ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সকলের নেতা সবিতা ঊর্দ্ধদেশে অবিনাশী ও সর্ব্বজনের হিতকর জ্যোতিঃ আশ্রয় করেন। তিনি দেবগণের কর্ম্মের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, উষা চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া সমস্ত ভুবনকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

২। আমি, হিংসাশূন্য তেজোদ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে দর্শন করিয়াছি, উষার কেতু পূর্ব্বদিকে ছিলেন। উষা আমাদের অভিমুখী হইয়া উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন।

৩। হে উষা! যে সকল তেজঃ সূর্য্যের উদয়ে তাহার পূর্ব্বে উদয় হয়, যাহাদিগের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায়(১) পরিদৃষ্ট হও, তোমার সেই সকল তেজঃ প্রভূত।

৪। যে (অঙ্গিরাগণ) সত্যবান্, কবি, পূর্ব্বকালীন পিতা ও যাঁহারা গূঢ় জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেবগণের সহিত একত্রে প্রমত্ত হইতেন।

---

(১) মূলে আছে "জারঃ ইব আচরন্তী" "নপুনঃ যতী ইব।"

৫। তাঁহারা সাধারণ গোসমূহের জন্য সঙ্গত হইয়া একবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি পরস্পর যত্ন করেন নাই? তাঁহারা দেবগণের কর্ম্ম হিংসা করেন না। তাঁহারা হিংসারহিত, বাসপ্রদ, কিরণের দ্বারা গমন করেন।

৬। হে সুভগা উষা! তোমাকে প্রাতঃকালে জাগরিত স্তুতিকারী বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে। তুমি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্নপালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর। হে সুজাতা উষা! তুমি প্রথমে স্তুত হও।

৭। এই উষা স্তোতার সুনৃত বাক্য সকলের নেত্রী হইয়া তমো নিবারণ করতঃ এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদিগকে দান করিয়া বসিষ্ঠগণকর্ত্তৃক স্তুত হইতেছেন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৭ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যুবতী যোষার ন্যায় উষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থ প্রেরণ করতঃ সূর্য্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন। অগ্নি মনুষ্যদিগের জন্য ইন্ধনযোগ্য হইয়াছেন এবং অন্ধকার নাশক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন।

২। সমস্ত জগতের অভিমুখী, সর্ব্বত্র প্রথিতা উষা উদিত হইলেন, তেজোময় বসন ধারণ করতঃ বর্দ্ধিত হইলেন। হিরণ্যবর্ণ, দর্শনীয় ও তেজোবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা পাইতেছেন।

৩। দেবগণের চক্ষুঃ স্থানীয় তেজঃ বহন করতঃ সুভগা ও স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা, বিচিত্র ধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে শ্বেতবর্ণ করতঃ দৃষ্ট হইতেছেন।

৪। হে উষা! তুমি সমীপে বিচিত্র ধনবিশিষ্টা হইয়া অমিত্রকে দূর করিয়া প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গো প্রচরণ ভূমিকে ভয়শূন্য কর, দ্বেষকারিগণকে পৃথক কর, শত্রুগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি! স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ কর।

৫। হে উষা দেবি! আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করতঃ শ্রেষ্ঠ রশ্মি-সহিত আমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। হে সকলের বরণীয়া! আমাদের উদ্দেশে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ করতঃ (প্রকাশিত হও)।

৬। হে দ্যুলোকের দুহিতা সুজাতা উষা! বসিষ্ঠগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করে, তুমি আমাদিগকে রমণীয় মহৎ ধন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৮ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। প্রথম কেতু সকল দৃষ্ট হইতেছে। উহার ব্যঞ্জক রশ্মি সকল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সর্ব্বত্র আশ্রয় করিতেছে। হে উষা দেবি! আমাদের অভিমুখে আগত, বৃহৎ, জ্যোতিষ্মান্ রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর।

২। অগ্নি সমিদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতেছেন; মেধাবিগণ স্তুতি-দ্বারা উষাকে স্তব করতঃ বৃদ্ধ হইতেছেন। উষা দেবীও জ্যোতিদ্বারা সমস্ত অন্ধকার ও দুরিত বাধা দান করতঃ গমন করিতেছেন।

৩। এই সেই সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিঃপ্রদায়িনী উষা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহারা সূর্য্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করিলেন, তাহাতে নীচগামী অপ্রিয়তমঃ অপগত হইল।

৪। দ্যুলোকের দুহিতা ধনবতী উষা জাত হইয়াছেন, সকলে প্রভাতকারিণী উষাকে দেখিতেছে। তিনি অন্নযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছেন, সুযুক্ত অশ্ব এই রথ বহন করিতেছে।

৫। হে উষা! আমরা ও আমাদিগের সুমনা ও ধনবান্ লোক সকল অদ্য তোমাকে প্রতিবোধিত করিতেছি। হে উষাগণ! তোমরা প্রভাতকারিণী হইয়া জগৎ স্নিগ্ধ কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৯ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। মনুষ্যগণের হিতকারিণী ঊষা তমো নাশ করিতেছেন, পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যকে প্রবোধিত করিতেছেন, উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্য্যকে আশ্রয় করিতেছেন, সূর্য্যও তেজোদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করিতেছেন।

২। ঊষাগণ অন্তরীক্ষের প্রান্তে তেজঃ সকলকে ব্যক্ত করিতেছেন, পরস্পর মিলিত প্রজাগণের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন। তোমার রশ্মি সকল অন্ধকার নাশ করিতেছে, সূর্য্য বাহুদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছেন।

৩। সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী ঊষা প্রাদুর্ভূত হইলেন; কল্যাণার্থ অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন। স্বর্গের দুহিতা, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা(১), ঊষাদেবী সুকর্ম্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন।

৪। হে ঊষা! পূর্ব্বের স্তোতাগণকে যত ধন দিয়াছ, আমাদিগকে তত ধন দাও। বৃষভের ন্যায় রবদ্বারা তোমাকে (প্রাণিগণ) জানিতে পারে। দৃঢ় অদ্রির দ্বার তুমি বিবৃত করিয়াছিলে।

৫। তুমি সকল স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করতঃ এবং আমাদের অভিমুখে সুনৃত বাক্য প্রেরণ করতঃ তমোবিনাশিনী হইয়া আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

(১) মূলে অঙ্গিরস্তমাঃ শব্দ আছে, সায়ণাচার্য্য গমনশীল অর্থ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে ইহার অর্থ করিয়াছেন, যে অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ভরদ্বাজগণের সহিত ঊষার উৎপত্তি হওয়ায় এবং রাত্রের নাশক ঊষা বলায় ঊষার নাম অঙ্গিরস্তম হইয়াছে।

৮০ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোম ও স্তবের দ্বারা উষা-দেবীকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। উষা সমান প্রান্তবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যবর্ত্তিত করেন এবং সমস্ত ভুতজাতকে প্রকাশিত করেন।

২। এই সেই উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ (বিনাশ করিয়া) জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্য্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন।

৩। বহুঅশ্ব এবং বহুগোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য উষা সকল সর্ব্বদা তমঃ নিবারণ করুন। তাঁহারা জল দোহন করেন এবং সর্ব্বত্র প্রবৃদ্ধ হন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮১ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তমোনিবারিণী, দ্যুলোকদুহিতা উষা আগমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তমঃ অপাবৃত করিতেছেন, মনুষ্যের নেত্রী হইয়া জ্যোতিঃ (বিকাশ) করিতেছেন।

২। সূর্য্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উদ্গত করিতেছেন, প্রাদুর্ভূত হইয়া নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করিতেছেন। হে উষা! তোমার ও সূর্য্যের প্রকাশ হইলে আমরা যেন অন্নের সহিত মিলিত হই।

৩। হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্রকারী হইয়া তোমা-দিগকে প্রতিবুদ্ধ করিব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহণীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর।

৪। হে মহতী দেবী! তুমি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থ ও দর্শনার্থ সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক্, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেইরূপ আমরা তোমার হইব।

৫। হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্ত্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে দ্যুলোকদুহিতা! তোমার যে মনুষ্যদিগের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তাহা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করিব।

৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণরহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর, আমাদিগকে বহুগোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরয়িত্রী সূনৃত বাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুদিগকে দূরীকৃত করুন।

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা আমাদিগের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ মহাগৃহ প্রদান কর। যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট সেই শত্রুকে(১) জয় করিব।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহান্ ও মহাধনবিশিষ্ট। তোমাদের একজন সম্রাট্ আর একজন স্বরাট্। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদিগকে তেজঃ প্রদান করিয়াছিল এবং বলও প্রদান করিয়াছিল।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বলদ্বারা জলের দ্বার অপাবৃত করিয়াছিলে, প্রভু সূর্য্যকে আকাশে গমন করাইয়াছিলে। এই প্রজ্ঞাকর সোম (পানে) আনন্দ হইলে, তোমরা জলরহিত নদী পূর্ণ কর এবং কর্ম্ম সকলকেও পূর্ণ কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! স্তোত্রধারী ব্যক্তিরা যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সঙ্কুচিত জানু (অঙ্গিরাগণ) মঙ্গল উৎপাদনের জন্য তোমাদিগকেই আহ্বান করে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোতা, তোমাদিগকে আহ্বান করি।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা ভুবনে সমস্ত প্রাণিকে আপনার বলে নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্য্যা করেন, অপর ব্যক্তি মরুৎগণের সহিত উগ্র হইয়া অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়।

৬। মহৎ ধনলাভার্থ বরুণ ও ইন্দ্রের দীপ্তির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। ইহাদের এই বল নিত্য এবং সম্পত্পাদীভূত। একজন অবন্ধু, হিংসাকারীকে অভিঘাত করেন, অন্য অল্পের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন।

---

(১) অর্থাৎ অনার্য্য বর্ব্বরদিগকে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা যাঁহার যজ্ঞে গমন কর, যাঁহাকে কামনা কর, বাধা সেই মনুষ্যের নিকট যাইতে পারে না, পাপ যাইতে পারে না, দুরিত যাইতে পারে না, সন্তাপও সেই মনুষ্যের নিকট কোন কারণে যাইতে পারে না।

৮। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তবে দৈব-রক্ষার সহিত আমার সম্মুখে আগমন কর, স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদের সখিত্ব এবং তোমাদের বন্ধুতা সুখের সাধক, আমাদিগকে উহা প্রদান কর।

৯। হে শত্রুকর্ষক তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ! যুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হও, তোমাদিগকে উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্র পৌত্র লাভের নিমিত্ত আহ্বান করে।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্দ্ধিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

---

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া গো লাভের ইচ্ছায় পৃথুপর্শুবিশিষ্ট(১) (যজমানগণ) পূর্ব্বদিক্‌ভাগে গমন করিলেন, তোমরা দাস বৃত্র ও আর্য্যগণকে মারিয়া ফেল(২), তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর।

২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও।

---

(১) মূলে "পৃথুপর্শবঃ" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন পৃথু বিস্তীর্ণঃ পর্শুঃ পার্শাস্থিবেষাংতে তথোক্তাঃ। বিস্তীর্ণাশ্বপশু হস্তাঃ সন্তঃ প্রাচা প্রাচীনং যথুঃ বর্হিঃ রাহরণার্থং গচ্ছন্তি। পর্শ্বাহি বহিরাছিদ্যতে। অতএব পর্শু অর্থে এক প্রকার ঘাস কাটা কাস্তে।

(২) অর্থাৎ সুদাস রাজার আর্য্য ও অনার্য্য সকল প্রকার শত্রু হনন কর। ২, ৩, ও ৫ ঋকে যুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়।

৩। হে, ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে হবনশ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করত তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসুদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে চারিদিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞরহিত রাজা(১) মিলিত হইয়া সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে শক্ত হইল না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৮। যেথানে নির্ম্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্ম্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্তুতি সহিত পরিচর্য্যা করে, সেই দেশে দশজন রাজাকর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বল প্রদান করিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমাদিগকে সুপ্রযুক্ত স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্দ্ধিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

(১) দশজন রাজা কাহারা? ইহারা কি অনার্য্যরাজা, না ধর্ম্মবিদ্বেষী আর্য্য রাজা? না শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বশিষ্ঠ ইহাদিগকে যজ্ঞরহিত বলিয়াছেন?।

৮৪ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এই যজ্ঞে তোমাদিগকে হব্য ও স্তোত্রদ্বারা আবর্ত্তিত করিতেছি। বাহুদ্বয়ে ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহু স্বয়ং তোমাদের অভিগমন করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমার স্বর্গরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র (বৃষ্টি প্রদানদ্বারা) সকলকে প্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধাপ্রদ উপায়ে (পাপকারীকে) বন্ধন কর। বরুণের ক্রোধ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্তোতৃগণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। স্পৃহনীয় রক্ষাদ্বারা তাঁহারা আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদিগকে সকলের বরণীয় নিবাসস্থানযুক্ত, বহুঅন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন, সেই শূর অপরিমিত ধন করুন।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮৫ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপ করতঃ দীপ্তিমতী উষার ন্যায় দীপ্তাবয়বা রাক্ষসরহিতা স্তুতিকে শোধন করিতেছি। তাঁহারা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। পরস্পর স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদিগকে স্পর্দ্ধা করিতেছি। যে যুদ্ধে ধ্বজায় আয়ুধ সকল পতিত হয়, সেই সংগ্রামে,

হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমারা হিংসক আয়ুধদ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধ গতি-বিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর।

৩। সোম সকল স্বায়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান্ হইয়া সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এই উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। ইঁহাদের একজন প্রজাগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৪। হে আদিত্যদ্বয়! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হইয়া তোমাদিগের (পরিচর্য্যা করে), সেই শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হউন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদিগকে আবর্ত্তিত করে, সে অন্নবান্ হইয়া একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্রবিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮৬ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণের জন্ম মহিমাপ্রযুক্ত স্থির হইয়াছে। ইনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।

২। আমি কি স্বীয় শরীরের সহিত, অথবা বরুণের সহিত স্তুতি করিব? কখন বরুণ দেবের সন্নিকট থাকিব? বরুণ কি ক্রোধরহিত হইয়া আমার হব্য সেবা করিবেন? আমি সুমনা হইয়া কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখিতে পাইব?।

৩। হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হইয়া সেই পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বানজনের নিকট গিয়াছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরূপ বলিয়াছেন যে "এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।"

৪। হে বরুণ! আমি এমন কি করিয়াছি, যে তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। হে দুদ্ধর্ষ তেজস্বিন্, আমাকে তাহা বল যাহাতে আমি ত্বরমান্ হইয়া নমস্কারের সহিত তোমার নিকট গমন করি।

৫। হে বরুণ! আমাদিগের পিতৃক্রমাগত দ্রোহ বিশ্লিষ্ট কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিশ্লিষ্ট কর। হে রাজা! পশুখাদক চৌরের ন্যায়(১), রজ্জুবদ্ধ গো বৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে বিশ্লিষ্ট কর।

৬। হে বরুণ! সেই পাপ নিজের দোষে নহে। ইহা ভ্রম, বা সুরা, বা মন্যু, বা দ্যূতক্রীড়া, বা অবিবেক বশতঃ ঘটিয়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়।

৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্য্যাপ্তরূপে পরিচর্য্যা করিব। আমরা অজ্ঞান, আর্য্যদেব আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন। প্রাজ্ঞতরদেব স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করুন।

৮। হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনিহিত হউক। লাভ আমাদের মঙ্গল হউক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর(২)।

---

(১) মূলে "পশুতৃপং ন তাযুং" আছে। কেহ চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের অর্থে ঘাসাদির দ্বারা পশুদিগকে তৃপ্ত করিতে হয়, সায়ণ এই অর্থ করিয়াছেন। "Like a thief who has feasted on stolen oxen."—*Max Müller.*

(২) বসিষ্ঠরচিত এই সপ্তম মণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র এবং এই গুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। বিশেষ ৮৬ ও ৮৯ সূক্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৮৭ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণদেব সূর্য্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদী সকলকে অন্তরীক্ষোদ্ভব জল প্রদান করিয়াছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান্ হয়, সেইরূপ শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হইতে পৃথক করিয়াছেন।

২। হে বরুণ! তোমার বায়ু (জগতের আত্মা), সে জলকে চারিদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হইলে পশু যেরূপ অন্নবান্ হয়, সেইরূপ ভর্ত্তা বায়ু অন্নবান্। মহতী, বৃহতী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান (লোকের) প্রিয়।

৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তাহারা সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী সন্দর্শন করে এবং কর্ম্মবান্, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন, তাহাও চতুর্দ্দিকে দর্শন করে।

৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলিয়াছেন যে গো(১) একুশটী নাম ধারণ করে। বিদ্বান্, মেধাবী বরুণ, উপযুক্ত অন্তেবাসিকে উপদেশ দিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে এই সকল গুহ্য কথাও বলিয়াছেন।

৫। এই বরুণের ভিতর তিন প্রকার দ্যুলোকে(২) নিহিত আছে, তিন প্রকার ভূমি(৩) ছয় অবস্থায়(৪) ইহাতে অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায়(৫) সূর্য্যকে দীপ্তির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্ম্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা।

---

(১) অর্থাৎ বাক্ অথবা পৃথিবী। সায়ণ।

(২) উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ।

(৩) উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ।

(৪) বসন্তাদি ঋতুভেদে। সায়ণ।

(৫) সূর্য্য কেবল দুই দিক্ স্পর্শ করে, এই জন্য সূর্য্য দোলার ন্যায়। সায়ণ।

৭। অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন(৬) অদীন (বরুণের) ব্রত সকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করতঃ আমরা যেন তাঁহার নিকটই অনপরাধী হই। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বসিষ্ঠ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয়, সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এই দেবতাকে আমাদের অভিমুখ কর।

২। অধুনা আমি শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির জ্বালাসমূহকে স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাষাণে অবস্থিত এই সোম অধিক পরিমাণে পান করেন, তখন দর্শনার্থ আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে।

৩। যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের(১) মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

৪। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষাদ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন।

(৬) "The consciousness of sin is a prominent feature in the religion of the Veda; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins. And when we read such passages as 'Varuna is merciful even to him who has committed sin' (*Rig Veda*, VII-87-7), we should . . . remember that it (Varuna) is one of the many names which men invented in their helplessness to express their ideas of the Deity."—Max Müller's *Selected Essays* (1881), vol. II, p. 150.

(১) মূলে "সমুদ্রং" আছে। অতএব প্রকাশ হইতেছে বসিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ সমুদ্র গমন করিয়াছিলেন।

৫। হে বরুণ! আমাদের সেই সখ্য কোথায় হইয়াছিল? পূর্ব্ব কালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাহাই সেবা করিতেছি। হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার মহান্ ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে গমন করিব(২)।

৬। হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিত্যবন্ধু, যে পূর্ব্বে প্রিয় হইয়া তোমার প্রতি অপরাধ করিয়াছিল, সে তোমার সখা হউক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হইয়া যেন ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, তুমি স্তুতিকারিকে বরণীয় (গৃহ) প্রদান কর।

৭। এই সকল নিত্যভূমিতে বাস করতঃ (আমরা তোমার স্তব করি) বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপ-স্থান হইতে বরুণের রক্ষা ভোগ করিতে পারি।

---

৮৯ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা বরুণ! মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র(১)! দয়া কর, দয়া কর।

২। হে আয়ুধবান্ বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় গমন করিতেছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৩। হে ধনবান্, নির্ম্মল বরুণ! অশক্তি প্রযুক্ত কর্ম্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৪। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

---

(২) বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ কি? আমি অনুমান করি স্বর্গ।

---

(১) ক্ষত্র অর্থ বল, সুক্ষত্র অর্থে অতিশয় বলবান্। "Almighty."—*Max Müller*. ক্ষত্রিয় নামে একটী ভিন্ন জাতি তখনও সৃষ্ট হয় নাই। এই সূক্তের প্রথম চারিটী ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে। "মৃলে সুক্ষত্র মৃলয়।" "Have mercy, Almighty, have mercy."—*Max Müller*.

৫। হে বরুণ! আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কর্ম্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপপ্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না।

---

৯০ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বায়ু! তুমি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্য্যযুক্ত অভিযুত সোম অধ্বর্য্যুগণ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে। তুমি নিযুৎগণকে রথে যোজিত কর, অভিমুখে আগমন কর, আনন্দের জন্য অভিযুত সোমরসের ভাগ ভক্ষণ কর।

২। হে বায়ু! তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী! যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাহাকে প্রধান কর, সে সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে।

৩। এই দ্যাবাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনার্থে উৎপন্ন করিয়াছেন, দ্যুতিমতি ধিষণা ধনার্থে যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা স্বকীয় নিযুতগণ সেই বায়ুকে সেবা করিতেছে। বায়ু দারিদ্র্যে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন।

৪। পাপরহিত, ঊষা সকল সুদিনের (হেতু হইয়া) তমঃ নাশ করিতেছেন। দীপ্যমান হইয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করিতেছেন। উশিজগণ গোরূপ ধন লাভ করিয়াছেন, পুরাণ জল তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তাঁহারা যথার্থ মননীয় স্তোত্রদ্বারা দীপ্যমান হইয়া আপনার কর্ম্মদ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করিতেছেন। তোমরা ঈশান, অন্ন সকল তোমাদিগকে সেবা করিতেছে।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সহিত সুখ প্রদান করে, সেই দাতাগণ সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ুঃ জয় করিয়া লন।

৭। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯১ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। পূর্ব্বকালে যে প্রবৃদ্ধ স্তোতাগণ, বহুভাক্ স্তোত্রদ্বারা অনিন্দনীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিপদগ্রস্ত মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থ বায়ুর উদ্দেশে সূর্য্যের সহিত উষাকে একত্র বাস করাইয়াছেন(১)।

২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা কাময়মান দূত ও রক্ষক। তোমরা হিংসা (করিও) না, মাস এবং বহুবৎসর ব্যাপিয়া রক্ষা কর। সুন্দর স্তুতি তোমাদের নিকট গমন করতঃ সুখ যাচঞা করিতেছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য (ধন) যাচঞা করিতেছে।

৩। সুমেধা এবং নিযুতগণের আশ্রয়নীয় শ্বেতবর্ণ (বায়ু) প্রভূত অন্নবিশিষ্ট এবং ধনবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তাহারাও সমান-মনস্ক হইয়া বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করিয়াছিলেন, (সেই) নেতাগণ সুন্দর অপত্যের হেতুভূত (কার্য্য) করিয়াছিলেন।

৪। যাবৎ (তোমাদের) শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ (সোম) পায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ (সোম) পান কর, এই বর্হিতে উপবেশন কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা স্পৃহনীয় স্তোতৃবিশিষ্ট এবং নিযুৎ-গণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিমুখে আগমন কর। এই মধুর সোমের অগ্র তোমাদের জন্য আনীত হইয়াছে; অনন্তর তোমরা প্রীত হইয়া আমাদিগকে বিমুক্ত কর।

---

(১) অর্থাৎ বায়ুর যাগের অর্থ উষার তমো নিবারণ ও সূর্য্যোদয় করিয়াছেন। সায়ণ।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হইয়া তোমাদিগকে সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হইয়া সেবা করে, সেই শোভনধনপ্রদ (নিযুৎগণের) সহিত অভিমুখে আগমন কর। হে নেতৃদ্বয়! (উত্তরবেদির) প্রতি নীত মধুর (সোম) পান কর।

৭। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯২ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে শুচি (সোম) পাতা বায়ু! আমাদের সমীপে আগমন কর। হে সকলের বরণীয়! তোমার নিযুৎ সকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু! তুমি যে সোমের প্রথম পানে অধিকারী, সেই মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রহিয়াছে।

২। ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর পানার্থ যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু! দেবাভিলাষী অধ্বর্য্যুগণ কর্ম্মদ্বারা তোমাদের জন্য এই যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করিয়াছেন।

৩। হে বায়ু! গৃহেস্থিত হব্যদাতার অভিমুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সহিত গমন কর (তাহাদিগের সহিত আগমন কর)। আমাদিগকে সুন্দর অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর। বীর পুত্র, গোযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

৪। যাহারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তাহারা দেবযুক্ত, অতএব শত্রুগণের নিহন্তা হয়। সেই স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শত্রুনিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকদ্বারা যেন যুদ্ধে অমিত্রগণকে পরাভব করিতে পারি।

৫। হে বায়ু! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সহিত আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে আগমন কর, এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সদ্য অন্ন প্রদান কর।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সংভজনীয়, তোমরা বলের ন্যায় আচরণ কর। তোমরা যুগপৎ প্রবৃদ্ধ, বলদ্বারা বর্দ্ধমান, বহুল ধন ও অন্নের ঈশ্বর, তোমরা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজনা কর।

৩। হবিষ্মানু অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রগণ কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সেই নেতাগণ, অশ্ব যেরূপ যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্ম্মব্যাপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করিতেছে। হে বৃত্রঘাতী সুন্দর আয়ুধবিশিষ্টদ্বয়! নবতর ও দাতব্য ধনদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৫। মহৎ, পরস্পর আক্রোশকারী, স্পর্দ্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী (সেনাদ্বয়কে) আপনার তেজোদ্বারা সতত বিনাশ কর। সোমাভিষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদিগের এই সোমাভিষব ক্রিয়ায় আগমন কর। তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে জান না, অতএব তোমাদিগকে বহু অন্নদ্বারা আবর্ত্তিত করিব।

৭। হে অগ্নি! তুমি এই অন্নদ্বারা সমিদ্ধ হইয়া মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বল, আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তাহা হইতে রক্ষা কর। অর্য্যমা ও অদিতি সকলে তাহা বিযুক্ত করুন।

৮। হে অগ্নি! শীঘ্র এই যজ্ঞ ভজনা করতঃ আমরা তোমাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া (অন্যকে) যেন না দেখেন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর।

৯৪ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইয়াছে।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর, তাঁহার স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অনুষ্ঠিতকর্ম্ম পূরণ কর।

৩। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগকে হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ করিও না।

৪। আমরা রক্ষাভিলাষী হইয়া বৃহৎ হব্য ও সুস্তুতি ও কর্ম্মযুক্ত বাক্য, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি।

৫। তাঁহাদের দুই জনকে বহুবিপ্রগণ রক্ষার্থে এই প্রকারে স্তব করিতেছে, পরস্পর বাধা প্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করিতেছে।

৬। স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হইয়া আমরা যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত সেই তোমাদের দুই জনকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিব।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মনুষ্যগণের অভিভব কর, তোমরা আমাদের জন্য অন্নের সহিত আগমন কর। পরুষবাদী ব্যক্তি যেন আমাদিগের প্রভু না হয়।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শত্রুরই হিংসা যেন আমাদিগকে প্রাপ্ত না হয়, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্য-বিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি।

১০। সোম অভিষুত হইলে কর্ম্মনেতাগণ পরিচরণাভিলাষী হইয়া উত্তম অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বারম্বার আহ্বান করে।

১১। সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহন্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উকৃথ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা দুষ্টাভিসন্ধিযুক্ত, দুষ্টজ্ঞানযুক্ত, বলবান্, অপহরণকারী মনুষ্যকে আয়ুধদ্বারা কুম্ভের ন্যায় হনন কর।

---

৯৫ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি

১। এই সরস্বতী অয়োনির্ম্মিত পুরীর ন্যায়(১) ধারয়িত্রী হইয়া ধারক উদকের সহিত প্রধাবিতা হইতেছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমাদ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন।

২। নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হইয়াছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করতঃ তিনি নহুষের জন্য(২) ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

৩। মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী (সরস্বান্)(৩) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হবিষ্মান যজমানদিগকে বলবান্ পুত্র দান করেন এবং লাভার্থে তাঁহাদের শরীর সংস্কার করেন।

---

(১) অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে।

(২) নহুষ রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় সরস্বতীকে স্তব করিয়াছিলেন, সরস্বতী সেই স্তব অবগত হইয়া তাঁহাকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিয়াছিলেন। সায়ণ। এ গল্পটী পৌরাণিক তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কিন্তু সায়ণ অর্থ করেন সরস্বান্ শব্দে মধ্য স্থান বায়ু। মধ্যমস্থানবর্ত্তী জলসমূহ তাহার যোষিৎ।

(৩) সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটী দেবস্বরূপ কোন ২ স্থানে অর্চনা করা হইয়াছে।

৪। সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চ্চনীয় (দেবগণ) নতজানু হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করে, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

৫। হে সরস্বতী! আমরা এই (হব্য) হোম করতঃ নমস্কারদ্বারা তোমার নিকট হইতে (ধন প্রাপ্ত হইব), আমাদিগের স্তোম সেবাকর, আমরা তোমার অতিপ্রিয় গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার সহিত মিলিত হইব।

৬। হে সুভগে সরস্বতী! এই বসিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবী! বর্দ্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯৬ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের সরস্বতী দেবতা; অবশিষ্টের সরস্বান্ দেবতা।
বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে বসিষ্ঠ)! তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জ্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর।

২। হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতী! তোমার মহিমাদ্বারা মনুষ্যগণ উভয়-বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও, মরুৎগণের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর।

৩। কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী হইয়া আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন। আমি জমদগ্নির ন্যায় স্তব করিলে, তুমি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ কর।

৪। আমরা জায়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা; আমরা সরস্বান্ দেবকে স্তব করি।

৫। হে সরস্বান্‌! তোমার যে জলসমূহ রসবান্‌ এবং ঘৃতক্ষরী সেই জল সংগুবদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।

৬। প্রবৃদ্ধ সরস্বান্‌দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘ সকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।

৯৭ সূক্ত।

প্রথম ঋকের ইন্দ্র দেবতা; তৃতীয় ও নবমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি দেবতা; দশমের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি; অবশিষ্টের বৃহস্পতি। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী নেতাগণ মত্ত হয়েন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হয়, (ইন্দ্র) হৃষ্ট হইবার জন্য দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর নেতাগণের সেই যজ্ঞে প্রথম আগমন করুন এবং গমনশীল (অশ্বগণও আগমন করুক)।

২। হে সখাগণ! আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, বৃহস্পতি আমাদের (হব্য) স্বীকার করুন। পিতা যেরূপ দূরদেশ হইতে (ধন আহরণ করিয়া) পুত্রকে দান করে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে দান করেন। আমরা যাহাতে কামবর্ষী (বৃহস্পতির) নিকট অনপরাধী হইতে পারি, (সেইরূপ কর)।

৩। জ্যেষ্ঠ, সুমুখবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি করি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবার্হ শ্লোক সেই মহান্‌ ইন্দ্রকে সেবা করুক।

৪। সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং সুবীর্য্যের যে অভিলাষ তাহা তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদিগকে অহিংসিত করিয়া পার করুন।

৫। এই পুরাজাত অমরগণ আমাদিগকে সেই অমর, পর্য্যাপ্ত ও অর্চ্চনসাধন অন্ন দান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিব।

৬। সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক। তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ (আছে)।

৭। বৃহস্পতি শুচি; তাঁহার বাহন অনেক; তিনি সকলের শোধয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন।

৮। বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমাবলে বৃহস্পতিকে বর্দ্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্দ্ধনীয় বৃহস্পতিকে বর্দ্ধিত কর’ তিনি প্রভুত অন্নের জন্য (জল সকলকে) তরল ও অবগাহন যোগ্য করেন।

৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ সুস্তুতি করিলাম। তোমরা কর্ম্ম রক্ষা কর, বহুস্তুতি শ্রবণ কর, আমরা তোমার প্রসাদ ভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শত্রুসেনা বিনাশ কর।

১০। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর; তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অধ্বর্য্যুগণ! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান্ অভিষুত সোম পান কর; ইন্দ্র গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দূরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হইয়া সোমাভিষবকারী যজমানকে অন্বেষণ করতঃ সর্ব্বদাই আগমন করেন।

২। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করিতে, এখনও প্রত্যহ সেই সোমপানের কামনা কর। হৃদয় ও মনে আমাদিগকে কামনা করতঃ হে ইন্দ্র! সম্মুখে আনীত সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াই বলের জন্য সোম পান করিয়াছিলে। মাতা তোমার মহিমা বলিয়াছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়াছ, যুদ্ধার্থ স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র! যখন প্রভূত ও অভিমানবিশিষ্ট শত্রুদিগের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করাইবে, তখন হিংসকগণকে হস্তদ্বারাই অভিভব করিব। যদি তুমি মরুৎগণের সহিত নিজেই যুদ্ধ কর, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত সেই সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করিব।

৫। আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিব, মঘবা নূতন যাহা করিয়াছেন তাহাও কীর্ত্তন করিব, যেহেতু তিনি অদেবী মায়া অভিভব করিয়াছেন, অতএব সোম কেবল মাত্র ইন্দ্রেরই হইয়াছে।

৬। হে ইন্দ্র! পশু হিতকর এই যে বিশ্ব, চারিদিকে অবস্থিত এবং সূর্য্যের তেজে যাহা দেখিতেছ এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। তোমার প্রদত্ত ধন ভোগ করিব।

৭। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর, তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯৯ সূক্ত।

উরু, যজ্ঞের প্রভৃতি তিনটীর ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। অবশিষ্টের কেবল বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্দ্ধমান হইলে তোমার মহিমা কেহ অনুব্যাপ্ত করিতে পারে না, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব! পরমলোক অবগত আছ।

২। হে দেব বিষ্ণু! যাহারা জন্মিয়াছে ও যাহারা জন্মিবে, কেহই তোমার মহিমার অপর পার দেখিতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ নাককে তুমি ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছ। তুমি পৃথিবীর পূর্ব্বদিক ধারণ করিয়াছ(১)।

---

(১) ঋগ্বেদে বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য; সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয়েন।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দর যববিশিষ্টা হইয়াছ। হে বিষ্ণু! এই দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করিয়াছ। সর্ব্বত্রস্থিত ময়ূখদ্বারা(২) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছ, বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া, হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চ্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ।

৬। এই মহতী স্তুতি বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবান্ ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্দ্ধিত করিবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে স্তোম প্রদান করিয়াছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের অন্ন বর্দ্ধিত কর।

৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্কার করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্দ্ধিত করুক, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১০০ সূক্ত।

বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি বহুলোকের কীর্ত্তনীয় বিষ্ণুকে (হব্য) দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করেন (সেই) মর্ত্ত্য ধন ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র প্রাপ্ত হন।

২। হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্ব্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদিগকে প্রদান কর। যাহাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান্ বহুলোকে প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়, তাহা কর।

---

(২) সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর "ময়ূখ" অর্থ কিরণ। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলেন ময়ূখ শব্দের অর্থ পর্ব্বত।

৩। এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত(১)।

৪। এই বিষ্ণু এই পৃথিবীকে নিবাসার্থ মনুষ্যকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সুজন্মা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৫। হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্ত্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।

৬। হে বিষ্ণু! "আমি শিপিবিষ্ট" এই যে নাম বলিতেছি, ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত, তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুকায়িত করিও না(২)।

৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্কার করিতেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমার সুস্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

(১) অর্থাৎ সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর রূপ কিরণময়।

(২) পূর্ব্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করতঃ সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এই ঋকের দ্বারা স্তব করিতেছেন। সায়ণ। কিন্তু এই উপাখ্যানটী বোধ হয় এই ঋক হইতেই উৎপন্ন। নিরুক্তকারের মতে বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু। উপমন্যু বলেন যে শিপিবিষ্ট নামটী কুৎসিতার্থ নাম। কেহ২ বলেন প্রশংসার্থ ঐ নামটী ব্যবহার হইতে পারে। এই জন্য সায়ণ এই দুই প্রকার অর্থই দিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

১০১ সূক্ত।

পর্জ্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি।

(শৌনক বলেন যে উপবাস করিয়া জল মধ্যে অবগাহন করতঃ এই সূক্ত ও ইহার পরবর্ত্তী সূক্ত জপ করিলে পঞ্চ রাত্রের পর নিশ্চয়ই বৃষ্টি লাভ করা যায়)।

১। অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য(১) উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও(২) সহবাসী (বৈদ্যুতাগ্নি) প্রাদুর্ভূত করতঃ এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ সদ্য উৎপন্ন হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।

২। যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তিনি তিন প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন এবং আমাদিগকে তিন প্রকারে বর্ত্তমান(৩) সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতিঃ প্রদান করুন।

৩। (ইহার) একরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভী, অপর রূপ (জল) প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্ম্মাণ করেন। মাতা পিতার নিকট(৪) পয়ঃ গ্রহণ করেন, তাহাতে পিতা ও পুত্র উভয়েই বর্দ্ধিত হয়।

৪। সমস্ত ভুবন যাঁহাতে অবস্থিত, যাহাতে দ্যুলোক প্রভৃতি (লোক) ত্রয় (অবস্থিত), যাঁহা হইতে আপ সকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়(৫),

---

(১) অগ্রভাগে জ্যোতিঃ অথবা ওঁকারবিশিষ্ট তিন প্রকার, অর্থাৎ সাম, যজু, ও ঋকরূপ বাক্য। অথবা বিদ্যুৎ প্রমুখ যে দ্রুত, বিলম্বিত এবং মধ্যম এই তিন প্রকারের মেঘধ্বনি। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ পর্জ্জন্যদেব। সায়ণ।

(৩) তিন ঋতুতে বর্ত্তমান; আদিত্যের জ্যোতিঃ বসন্তকালে প্রাতে, গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে এবং শরৎকালে অপরাহ্নে প্রকাশ পায়। সায়ণ।

(৪) পিতা দ্যুলোক, মাতা পৃথিবী, পুত্র পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ। সায়ণ।

(৫) প্রাচী, প্রতীচী ও অবাচী। সায়ণ।

উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ(৬), যে মহান (পর্জ্জন্যের) চারিদিকে মধূদক বর্ষণ করেন।

৫। স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট পর্জ্জন্যের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিতেছি। তিনি উহা গ্রহণ করুন। উহা তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হউক। আমাদিগের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জ্জন্য যাহাদিগের রক্ষক, সেই ওষধি-সমূহ সুফলযুক্ত হউক।

৬। সেই পর্জ্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি রেত: আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই (বাস করে)। তৎ-প্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য(৭) আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

[illegible] সূক্ত।

পর্জ্জন্য [illegible] বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন।

২। যে পর্জ্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারী-গণের গর্ভ উৎপাদন করেন।

৩। তাঁহারই উদ্দেশে (দেবগণের আর্য্যভূত (অগ্নিতে) অতিশয় রসবান হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করিয়া দেন।

---

(৬) প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও উদীচ্য।

(৭) মনুষ্য পরমায়ুর সীমা শতবৎসর।

১০৩ সূক্ত।

মণ্ডূক দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এইসূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে বসিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হইয়া পর্জ্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডূক সকল তাঁহার অনুমোদন করে। তজ্জন্য তিনি মণ্ডূকগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

১। সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাদিগের ন্যায়(১) (সম্বৎসর) শয়ান থাকিয়া মণ্ডূকগণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

২। শুষ্কচর্ম্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আগমন করে, তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায়(২) মণ্ডূকগণের শব্দ সঙ্গত হয়।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জ্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত্ত মণ্ডূকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখখল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে।

৪। জল পড়িলে পর যখন মণ্ডূকদ্বয় হৃষ্ট হয়; যখন পর্জ্জন্যকর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া অত্যন্ত লম্ফ প্রদান করত ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক হরিৎবর্ণ মণ্ডূকের সহিত একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে।

৫। শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এই মণ্ডূক সকলের মধ্যে একটী অন্যের বাক্য অনুকরণ করে; যখন হে মণ্ডূকগণ! তোমরা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হইয়া জলের উপর লম্ফ প্রদান করতঃ শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্ব্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয়।

৬। ইহাদের একের শব্দ গোরুর ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায়, একটী ধূম্রবর্ণ, অপরটী হরিদ্বর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধ প্রকার, ইহারা নানাদেশে শব্দ করতঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

---

(১) "মূলে ব্রাহ্মণাঃ" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম" বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। তাহাদিগের স্তোত্র উচ্চারণের সহিত ভেকদিগের রবের তুলনা হইতেছে।

(২) বৎস পাইলে ধেনুগণ যে রব করে, বৃষ্টি আগমনে ভেকদিগের রব তাহার সহিত তুলনা করা হইতেছে। ইহার পরের ঋকগুলিতেও ভেকদিগের শব্দ সম্বন্ধে, অন্যান্য উপমা আছে।

৭। হে, মণ্ডূকগণ! অতিরাত্রনামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দ্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রাবৃট সঞ্চার হইল, সেই দিন চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি কর।

৮। সোমযুক্ত সাম্বৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায়(৩) এই (মণ্ডূকগণ) শব্দ করিতেছে; প্রবর্গচারী অধ্বর্য্যুগণের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হইতেছে।

৯। নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না। সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রীষ্মের তাপপীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত্ত হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক। সহস্র (ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা ঋতুতে) মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুন।

---

১০৪ সূক্ত।

নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশের সোম দেবতা; একাদশের দেব দেবতা; অষ্টম ও ষোড়শের ইন্দ্র দেবতা; সপ্তদশের গ্রাবা দেবতা; অষ্টাদশের মরুৎ দেবতা; দশম ও চতুর্দ্দশের অগ্নি দেবতা, প্রবক্তর ইত্যাদি পাঁচটীর ইন্দ্র দেবতা; ত্রয়োবিংশের পূর্ব্বার্দ্ধ বসিষ্ঠের প্রার্থনা, অপরার্দ্ধের পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ দেবতা; অবশিষ্টের দেবতা রক্ষোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষীদ্বয়! তোমরা অন্ধকারদ্বারা বর্দ্ধমান রাক্ষসদিগকে

---

(৩) ব্রাহ্মণ শব্দে অর্থ স্তোতা, ব্রাহ্মণ জাতি নহে, তাহা এই ঋকে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। মূলে "ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ" আছে। অর্থ "স্তুতিকারী স্তোতাগণ।" ব্রাহ্মণ নামে একটী ভিন্ন "জাতি" তখন সৃষ্ট হয় নাই।

নীচ করিয়া দেও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া হিংসা কর, দগ্ধ কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দেও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করিয়া ফেল।

২। হে ইন্দ্র ও সোম! অনর্থবাদী, আক্রমণকারী রাক্ষসকে একেবারেই অভিভব কর, তাপপ্রাপ্ত (রাক্ষস) অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চরুর ন্যায় বিলুপ্ত হউক। ব্রহ্মদ্বেষী ক্রব্যাদ ঘোরদর্শন ক্রূরবুদ্ধির প্রতি যাহাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তাহা কর।

৩। হে ইন্দ্র ও সোম! দুষ্কর্ম্মকারীকে আবরণ কর, মধ্যস্থলে অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে ফেলিয়া তাড়না কর, যে ইহাদের মধ্যে একজনও উহার মধ্য হইতে পুনরায় উদ্গত হইতে না পারে। তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবার্থ সমর্থ হউক।

৪। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হইতে বধ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হইতে নাশ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। মেঘ হইতে উপতাপপ্রদ (অশনি) উৎপাদন কর, যদ্দ্বারা প্রবৃদ্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হইতে চারিদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ কর। তোমরা অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত প্রস্তর বিকারভূত অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ কর। তাহারা নিঃশব্দে নির্গত হউক।

৬। হে ইন্দ্র ও সোম! কক্ষ বন্ধনরজ্জু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেইরূপ এইমনোহর স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। তোমরা বলবান্; আমরা মেধা বলে এই স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি। নৃপতির ন্যায় তোমরা এই স্তোত্র সকলকে ফলযুক্ত কর।

৭। হে ইন্দ্র ও সোম! ত্বরমান্ অশ্বের সাহায্যে অভিগমন কর। দ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসদিগকে নিধন কর। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়। কারণ সে দ্রোহযুক্ত হইয়া আমাদিগকে কখন না কখন হনন করিতে পারে।

৮। আমি শুদ্ধমনে (ব্রত) আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যদ্বারা আমার অপবাদ দেয়, হে ইন্দ্র! মুষ্টিতে গৃহীত জলের ন্যায় সেই অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হউক।

৯। আমি পরিপক্কবাক্যযুক্ত, যাহারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কল্যাণবৃত্তি, যাহারা বলযুক্ত হইয়া আমার দোষ দেয়, সোম তাহাদিগকে সর্পের উপর পাতিত করুন, অথবা নিঋতির উৎসঙ্গে অর্পণ করুন।

১০। হে অগ্নি! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসকলের ও সন্তানগণের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, শত্রু, চোর ও ধনাপহারী সেই ব্যক্তি হিংসাপ্রাপ্ত হউক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সহিত নিহত হউক।

১১। সে তনু ও তনয় হইতে বিযুক্ত হউক, ব্যাপ্ত তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক, যে দিন ও রাত্রি আমাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ! তাহার যশঃ পরিশুষ্ক হউক।

১২। বিদ্বানগণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্যরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্দ্ধা করে; তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য এবং যাহা ঋজুতম' সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন(১)।

১৩। সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্ত্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্ত্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, তাহারা (হত হইয়া) ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে।

১৪। যদিও আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ, অথবা যদিও আমি বৃথা দেবগণের নিকট গমন করি, তাহা হইলেও হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ? মিথ্যাবাদীগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক।

(১) এই ঋকসমূহের দ্বারা ঋষি রাক্ষসদিগের সহিত শপথ করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন রাক্ষস বসিষ্ঠের পুত্র শতকে বিনাশ করিয়া, আমি বসিষ্ঠ এই বলিয়া বসিষ্ঠকে আক্রমণ করে, তখন বসিষ্ঠ এই সকল ঋক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

১৫। যদি আমি যাতুধান হই, অথবা যদি পুরুষের আয়ুঃ নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন এখনই মরিয়া যাই, অথবা যে আমাকে বৃথা রাক্ষস বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, সেই তোমার যেন দশ বীরপুত্র নষ্ট হয়।

১৬। আমি রাক্ষস, যে আমাকে যাতুধান এই সম্বোধন করিতেছে এবং যে রাক্ষস, আমি শুচি, এই কথা বলিতেছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হউক।

১৭। যে রাক্ষসী রাত্রি কালে দ্রোহযুক্তা হইয়া উলূকীর ন্যায় আপনার শরীর লুক্কায়িত করতঃ গমন করে, সে অবাংমুখ হইয়া অনন্তগর্ত্তে পতিত হউক। প্রস্তর সকল অভিষবণ শব্দদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করুক।

১৮। হে মরুৎগণ! তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর। যাহারা পক্ষী হইয়া রাত্রিতে আগমন করে, অথবা যাহারা দীপ্ত যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সেই রাক্ষসদিগকে ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর ও চূর্ণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! অন্তরীক্ষ হইতে অশনি প্রবর্ত্তিত কর, হে মঘবা! সোমদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর, পর্ব্বযুক্ত (বজ্রদ্বারা) পূর্ব্বদিক্ হইতে, পশ্চিম দিক্ হইতে, দক্ষিণ দিক্ হইতে ও উত্তর দিক্ হইতে রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।

২০। ইহারা কুক্কুরের দ্বারা হিংসা করতঃ আগমন করে। যাহারা জিঘাংসু হইয়া অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেই কপটগণকে হিংসা করিবার জন্য ইন্দ্র অশনি তীক্ষ্ণ করিতেছেন। তিনি শীঘ্র যাতুধানদিগের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন।

২১। ইন্দ্র হিংসকদিগের পরাশর(২), পরশু যে রূপ বন (ছেদ করে), (মুদ্গর) পাত্রসমূহকে যে রূপ ভেদ করে, ইন্দ্র সেই রূপ হব্য মন্থনকারী ও অভিমুখে আগমনকারীর জন্য রাক্ষস সকল বিনাশ করতঃ আগমন করিতেছেন।

২। হিংসক। সায়ণ।

২২। হে ইন্দ্র! যাহারা উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর; যাহারা ক্ষুদ্র উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর, যাহারা কুক্কুররূপে, যাহারা চক্রবাকরূপে, যাহারা শ্যেনপক্ষীরূপে, যাহারা গৃধ্রূরূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় (বজ্রের দ্বারা) সেই সকল রাক্ষসকে মারিয়া ফেল।

২৩। রাক্ষস আমাদিগকে যেন না ব্যাপ্ত করিতে পারে, যন্ত্রণাদায়ী রাক্ষসগণের মিথুন সকল অপগত হউক। এই রাক্ষসেরা "একি একি" বলিয়া বেড়ায়। পৃথিবী আমাদিগকে অন্তরীক্ষভব পাপ হইতে রক্ষা করুন, অন্তরীক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা করুন।

২৪। হে ইন্দ্র! রাক্ষসপুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনাদ্বারা হিংসা করে, তাহাকেও বিনাশ কর। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তাহারা ছিন্নগ্রীব হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। তাহারা যেন উদয়শীল সূর্য্যকে দেখিতে না পায়।

২৫। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রত্যেকে দর্শন কর, বিবিধ প্রকারে দর্শন কর, জাগরিত হও, জাতুধান রাক্ষসদিগের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ ক্ষেপ কর(৩)।

---

(৩) এই সূক্তটী পাঠ করিলে বোধ হয়, এক্ষণে লোকে যে রূপ "ভূতের" ভয় করে, তৎকালে সেইরূপ রাক্ষস ও জাতুধানের ভয় করিত। তাহারা রাত্রিতে দেহ সুক্কায়িত করিয়া গমন করে ও লোককে নানা রূপে হিংসা করে।

অষ্টম মণ্ডল।

---

১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্র মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি; আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের-পুত্র ঋষি; পরে ভ্রাতা কণ্বের পুত্রতাপ্রাপ্ত প্রগাথনামে ঋষি; ত্রিংশ হইতে চারিটী ঋকের ঋষি অসঙ্গনামে রাজপুত্র; চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি অসঙ্গের ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী

১। হে সখা সকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করিও না, হিংসিতা হইও না, সোম অভিষুত হইলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হইয়া স্তব কর এবং মুহু র্মুহু উক্থ সকল উচ্চারণ কর।

২। বৃষভের ন্যায় শত্রুদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদিগের পরাভবকারী ও শত্রুদিগের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের সংভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব কর।

৩। হে ইন্দ্র! এই জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক্ পৃথক্ তোমায় স্তব করিতেছে, তথাপি আমাদের এই স্তোত্রই সর্ব্বকালেই তোমার বর্দ্ধক হউক।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তোমার পণ্ডিত স্তোতাগণ শত্রুগণের কম্প উৎপাদন করতঃ সর্ব্বদা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট আগমন কর, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর।

৫। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে বহুধন! অপরিমিতধনের জন্যও করি না।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা হইতেও অধিক ধনবান্, অপালন-কারী ভ্রাতা হইতেও অধিক ধনবান্। হে বসু! আমার মাতা ও তুমি সমান হইয়া আমায় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধনলাভার্থ পূজিত কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি কোথায় গিয়াছ, কোথায় আছ, তোমার মন না দিকে। হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর! আগমন কর, গায়ত্রগণ তোমা স্তব করিতেছেন।

৮। এই ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কর, পুরন্দর ইন্দ্র সকলে সংভজনীয়, যে ঋক্‌সমূহদ্বারা কণ্বপুত্রের যজ্ঞস্থলে বজ্রযুক্ত হইয়া গমন করিয়া ছিলেন এবং যাহাদের দ্বারা পুরী ভেদ করিয়াছিলেন, সেই ঋকে গায়ত্র গা কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে দশযোজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অশ্ব আছে, তাহারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী। সেই অশ্বে সাহায্যে শীঘ্র আগমন কর।

১০। অদ্য দুগ্ধদায়িনী, প্রসংশনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহন সমর্থ ধেনুর স্তব করি, এতদ্ভিন্ন বহুধারাযুক্ত, বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিরূপ পর্য্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি(১)।

১১। সূর্য্য যখন এতশকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগামী ও বায়ু সদৃশগমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জ্জুনপুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করিয়াছিল। শতক্রতু গন্ধর্ব্ব(২)ও অহিংসিত সূর্য্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

১২। যে ইন্দ্র সন্ধান দ্রব্য ব্যতিরেকেই গ্রীবা হইতে রুধির নিঃসরণের পূর্ব্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, ক্ষমবান্, বহুধন সেই ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আরও প্রক্ষীণ বলের ন্যায় (আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিবিযুক্ত না হই)। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! অন্যে আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না, গৃহে নিবাস করতঃ আমরা তোমার স্তব করিব।

---

(১) এই ঋকে ইন্দ্রকে ধেনু ও বৃষ্টিরূপে স্তব করা হইতেছে।

(২) "গন্ধর্ব্ব" শব্দে গবাং রশ্মীনং ধর্ত্তারং। সায়ণ।

১৪। হে বৃত্রহন্! সত্বর ও উগ্রতাশূন্য হইয়া আমরা ধীরে ধীরে তোমার স্তব করিব। হে শূর! তোমার জন্য একবার প্রভূত ধনের সহিত সুন্দর স্তোত্র অনুমোদন করিব।

১৫। ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তখনই যেন আমাদের সোম সকল তাঁহাকে হর্ষিত করিতে পারে, উহারা তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত পবিত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে ও বসতীবরী প্রভৃতি জলের-দ্বারা বর্দ্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হইয়াছে।

১৬। হে ইন্দ্র! তোমার সেবাকারী স্তোতার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীঘ্র আগমন কর; অন্য হবিষ্মানদিগের স্তোত্র তোমার নিকট গমন করুক; অধুনা আমিও তোমার সুস্তুতি কামনা করি।

১৭। তোমরা প্রস্তরদ্বারা সোম অভিষব কর, ইহাকে জলে ধৌত কর গোচর্ম্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মরুৎগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করিতেছেন।

১৮। হে ইন্দ্র! পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা বৃহৎ দীপ্ত-প্রদেশ হইতে আগমন করতঃ আমার এই বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে সুক্রতু! আমাদের উৎপন্ন লোক সকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ কর।

১৯। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্ব্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব কর। শক্র সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্দ্ধিত করেন।

২০। হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করতঃ আমি যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি ভর্ত্তা ও সিংহের ন্যায় (ভয়ঙ্কর), কে তোমার নিকট যাচ্ঞা না করে।

২১। উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্তোতাদ্বারা প্রেরিত মদকর সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে আমাদিগকে শত্রুগণের জেতা ও তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্বকারী পুত্র প্রদান করেন।

২২। ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদাতা (যজমানের) উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে

ধন প্রদান করেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয়।

২৩। হে ইন্দ্র! আগমন কর, হে দেব! তুমি বিচিত্র ধনদ্বারা হৃষ্ট হও, একত্র পীত সোমদ্বারা তোমার বিস্তীর্ণ বৃদ্ধ উদর সরোবরের ন্যায় পূর্ণ কর।

২৪। হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ ইন্দ্রকে বহন করুক। উহারা প্রভুযুক্ত ও কেশরযুক্ত।

২৫। শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতিযোগ্য সোম পানার্থে হিরণ্ময় রথে বহন করুন।

২৬। হে স্তুতিযোগ্য! শীঘ্র এই অভিষুত সোম প্রথম সোমপায়ীর ন্যায়(৩) পান কর; ইহা পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আসব মদকর ও চারু, ইহা মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয়।

২৭। যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্ম্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্ম্মদ্বারা মহান্, উগ্র এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্র আগমন করুন। তিনি যেন পৃথক না হন। আমাদের স্তোত্রাভিমুখে আগমন করুন। তিনি যেন আমাদের ত্যাগ না করেন।

২৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণের সঞ্চরণশীল নিবাসস্থান বজ্রের দ্বারা সংচূর্ণ করিয়াছিলে, তুমি দুই প্রকারের (স্তোতা ও যষ্টার) দ্বারা আহ্বানযোগ্য, তুমি দীপ্তিমান্ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলে।

২৯। সূর্য্য উদিত হইলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্ত্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্ত্তিত কর। দিবসের অবসান হইলে আমার স্তোত্র আবর্ত্তিত কর। শর্ব্বরী সময়েও আমার স্তোত্র সকল আবর্ত্তিত কর।

৩০। হে মেধ্যাতিথি! পুনঃ পুনঃ আমাকে স্তব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবানদিগের মধ্যে তোমার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

(৩) বায়ু সকল দেবতার পূর্ব্বে সোম পান করিয়া থাকেন। সায়ণ।

ধনদাতা। আমার বীর্য্যে অন্যের অশ্ব নির্ম্মিত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট।

৩১। আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আহারান্তে অশ্বদিগকে তোমার রথে যোজনা করিয়াছিলাম। আমি মনোহর ধন (দান করিতে জানি) আমি যদুবংশোৎপন্ন(৪) ও পশুমান্।

৩২। যিনি গমশীল ধন হিরণ্ময় চর্ম্মাস্তরণের সহিত আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি শব্দায়মান্ রংযুক্ত হইয়া (শত্রুদিগের) সমস্ত ধন অভিভব করুন।

৩৩। হে অগ্নি! প্লয়োগেরপুত্র আসঙ্গ দশ সহস্র (গাভী দানের) দ্বারা দাতাগণকে অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান্ (পশু সকল) সরোবর হইতে নলের ন্যায় নির্গত হইয়াছিল।

৩৪। ইহার সম্মুখভাগে স্থূল দেখা যাইতেছে, উহা অস্থিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শশ্বতীনাম্নী নারী উহা দেখিয়া বলিলেন(৫), আর্য্য! উত্তম ভোগসাধন বস্তু ধারণ করিতেছ।

---

২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ও অঙ্গিরাগোত্র প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে বসু ইন্দ্র! এই অভিযুত সোম পান কর, উদর পূর্ণ হউক, হে অকুতোভয় ইন্দ্র! তোমাকে দান করিব।

২। নেতাগণদ্বারা ধৌত, বস্ত্রদ্বারা অভিযুত ও মেষলোমে পরিপূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের ন্যায় (শোভা পাইতেছে)।

---

(৪) মূলে "যাদ্বঃ" আছে।

(৫) প্লয়োগনামক রাজারপুত্র অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রী হইয়া যান, পরে মেধাতিথির প্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করেন। সায়ণ। অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী তাঁহার ভার্য্যা। সেই শশ্বতী এই ঋকের বক্তা এবং ঋষি।

৩। হে ইন্দ্র! যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য গব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আস্বাদযুক্ত করিয়াছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র! এই একত্র পান স্থলে আগমন কর।

৪। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপান করিতে পারেন। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্ব্ব প্রকার অন্নযুক্ত।

৫। যে দূরব্যাপী সুহৃৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অপ্রীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণ দ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাঁহাকে অপ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চরু পুরোডাশাদি যাহাকে অপ্রীত করে না, (আমরা সেই ইন্দ্রকে স্তব করি)।

৬। ব্যাধ মৃগকে যেরূপ অন্বেষণ করে, সেইরূপ অন্য যে লোক গব্য (সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে) অন্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাঁহার নিকট গমন করে; (তাহারা তাঁহাকে পায় না)।

৭। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিন প্রকার সোম যজ্ঞগৃহে অভিষুত হউক।

৮। একমাত্র ঋত্বিক্‌গণের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটী কোশ সোম স্রবণ করিতেছে; তিনটী চমস পূর্ণ হইয়াছে।

৯। হে সোম! তুমি শুচি এবং বহুপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীর-দ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রিকৃত। তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কর।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার এই সোম সকল তীব্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

১১। হে ইন্দ্র! উক্ত সোম সকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরো-ডাশ ও এই সোমকে মিশ্রিত কর; যে হেতু তোমাকে ধনবান্ বলিয়া শুনিতে পাই।

১২। সুরা পীত হইলে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করিবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র! পীতসোম সকল হৃদয় মধ্যে যুদ্ধ করে। (দুগ্ধপূর্ণ) উধঃকে লোকে যেরূপ পালন করে, (তুমি সোমপূর্ণ), স্তোতাগণ সেইরূপ তোমায় পালন করে।

১৩। হে হর্য্যশ্ব! তুমি ধনবান্, তোমার স্তোতা ধনবান্ হয়। তোমার ন্যায় ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়।

১৪। ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্য্যমান উকথ্ জানিতে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হইতেছে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করিও না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করিও না, হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! তুমি স্বীয় কর্ম্মবলে আমাদিগকে ধন দান কর।

১৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা; তোমায় ইচ্ছা করি; তোমার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন; আমরা তোমায় স্তব করি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উক্থদ্বারা তোমার স্তব করিতেছে।

১৭। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি কর্ম্মবান্, তোমায় নূতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করি না, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি।

১৮। দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন, তাহার স্বপ্নাবস্থা ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা অনলস হইয়া অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত হন।

১৯। হে ইন্দ্র! অন্নের সহিত আমাদের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে আগমন কর। যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, সেইরূপ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না।

২০। দুঃসহনীয় ইন্দ্র, অদ্য আমাদের সমীপে (আগমন করুন), কুৎসিত জামাতার ন্যায় যেন সন্ধ্যা না করেন।

২১। আমরা এই বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি। তিন (লোকে) প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের হৃদয় জানি।

২২। কণ্বমান্ (ইন্দ্রের) উদ্দেশে শীঘ্র (সোম) সেক কর, অতি বলসম্পন্ন এবং প্রভূত রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জানি না।

২৩। হে অভিষবণকারী! তুমি বীর, শক্তিমান্ ও নরগণের হিতকর, ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম প্রদান কর, তিনি পান করুন।

২৪। যিনি সুখকর (স্তোতাগণকে) বিশেষরূপে জানেন, (সেই ইন্দ্র), হোত্রাদিগকে ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্ন দান করুন।

২৫। হে অভিষবণকারীগণ! তোমরা মাদয়িতব্য, বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর।

২৬। সোমপানশীল, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আগমন করুন, আমাদের দূরবর্ত্তী যেন না হন। বহুবিধ রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র (শত্রুগণকে) নিয়ত করুন।

২৭। স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা বিশ্রুত এবং সংভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনয়ন করুন।

২৮। হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত, শক্তিমান্ ইন্দ্র! এই সোম স্বাদু, তুমি আগমন কর। সোম সকল (মিশ্রণদ্রব্যে) মিশ্রিত হইয়াছে, আগমন কর, তুমি হর্ষপ্রিয়, স্তোতা তোমার অভিমুখে (স্তুতি করিতেছে)।

২৯। হে ইন্দ্র! বর্দ্ধনশীল স্তোতাগণ ও (স্তুতিসমূহ) মহৎধন ও বল লাভের জন্য তোমাকে বর্দ্ধিত করে।

৩০। হে স্তুতিদ্বারা বহনীয় ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তুতি ও উক্থ আছে, তাহা সমস্ত মিলিত হইয়াই তোমার বল বিধান করিতেছে।

৩১। ইন্দ্র বহুকর্ম্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হইতে শত্রুকর্ত্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন।

৩২। ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়াছেন, তিনি অনেক স্থানে অনেকবার আহূত, তিনি নানা প্রকার ক্রিয়াদ্বারা মহান্।

৩৩। সমস্ত প্রজাগণ যে ইন্দ্রের অধীন, অচ্যুত বল ও অভিভব যে ইন্দ্রে বর্ত্তমান, সেই ইন্দ্র, যজমানগণের অনুমোদনকারী হউন।

৩৪। ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্র বিশ্রুত, তিনি হবিষ্মান্দিগের অন্নদাতা।

৩৫। প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী (স্তোতাকে) অপক্বপ্রজ্ঞ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, সেই স্তোতাই প্রভু হইয়া বহুধন দান করেন।

৩৬। মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে গমন করেন। তিনি শূর। নেতা মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্র বধ করেন। তিনি পরিচর্য্যাকার (যজমানের) রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ।

৩৭। হে প্রিয়মেধা! সেই ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান্ যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্ফল হয় না।

৩৮। হে কণ্বগণ! তোমরা সাধু লোকের পালক, অন্নাভিলাষী, বহু-দেশগামী, বেগবান্ ও গোময়শঃ সম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব কর।

৩৯। পদচিহ্ন না থাকিলেও সখা, সুকর্ম্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভী-সকল পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হইতে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪০। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি মেষরূপে অভিগমন করতঃ এই প্রকারে স্তুতিকারী কণ্বপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

৪১। হে বিভিন্দু(১); তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করিয়াছ, পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করিয়াছ।

৪২। প্রসিদ্ধ, জলবর্দ্ধক, ভূতনির্ম্মাতা স্তোতার প্রতি অনুগ্রহশীল, (দ্যাবাপৃথিবীকে) ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করিয়াছি।

---

৩ সূক্ত।

১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ এই চারিটী ঋকের কুরুযানেরপুত্র পাকস্থাম রাজার দানের স্তুতি করা হইয়াছে, অতএব উহাই দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রোৎপন্ন মেধ্যাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান্, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোম পান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সহিত মত্ত হইবার যোগ্য; তুমি বন্ধু হইয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রবৃদ্ধ হও। তোমার বুদ্ধি আমা-দিগকে রক্ষা করুক।

---

(১) বিভিন্দুনামক রাজার নিকট বহুধন প্রাপ্ত হইয়া ঋষি তাঁহার স্তব করিতেছেন। সায়ণ।

২। আমরা হবিষ্মান্, আমরা তোমার অনুগ্রহলাভ করিব, শত্রুর জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে বহুবিধ রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখে নিয়ত কর।

৩। হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমার এই বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বান্‌গণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে।

৪। ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হইতে বল লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছেন; ইহার অবিতথ, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয়।

৫। আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। আমরা ভজমান্ হইয়া ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

৬। ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করিয়াছেন, ইন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্ত করিয়াছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হইয়াছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয়।

৭। হে ইন্দ্র! প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছে, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক্ স্তব করিতেছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকেই স্তব করিয়াছে।

৮। অভিষুত সোমপানে (সর্ব্বদেহ) ব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এই যজমানেরই বীর্য্য ও বল বর্দ্ধিত করেন; মনুষ্যগণ অদ্য পূর্ব্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সেই গুণ স্তব করিতেছে।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্য্যবান্, আমি তোমার নিকট প্রথম লাভার্থ উৎকৃষ্ট অন্ন যাচ্ঞা করিতেছি। যাহাদ্বারা কর্ম্মশূন্য লোকের নিকট হইতে হিতকর ধন প্রদান করিয়াছ ও যাহাদ্বারা প্রস্কণ্বকে রক্ষা করিয়াছ, (আমি তাহাই প্রার্থনা করি)।

১০। হে ইন্দ্র! যে বলদ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করিয়াছ, তোমার সেই বল অভীষ্টফলপ্রদ। ইন্দ্রের সেই সেই মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নহে, পৃথিবী এই মহিমা অনুগমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! শোভন বীর্য্যবিশিষ্ট যে ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, আমাদিগকে সেই ধন প্রদান কর, ভজনাভিলাষী হবিষ্মান্ যজমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান কর। হে পুরাতন! তদনন্তর স্তোতাকে দাও।

১২। হে ইন্দ্র! কর্ম্ম সংভজনকারী, যে ধনদ্বারা পুরুকুৎসের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই ধন আমাদের এই (যজমানকে) প্রদান কর। রুশম, শ্যাবক ও কৃপকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপ সকল হবির্নেতা (যজমানকে) রক্ষা কর।

১৩। সর্ব্বত্রগামী (স্তুতির) কর্ত্তা, কোন্ অভিনব মনুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ত্ব ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি দেবতা, স্তুতিকারী কোন্ লোক তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করে? কোন্ ঋষি বিপ্র তোমার (স্তুতি) বহন করে? হে ইন্দ্র! তুমি কখন স্তুতিকারীর আহ্বানানুসারে আগমন কর? কখনই বা স্তোতার নিকট আগমন কর?।

১৫। প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক্, অক্ষয় রক্ষাবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে।

১৬। কণ্বগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করতঃ স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকেই পূজা করিয়াছিল।

১৭। হে বৃত্রহা শ্রেষ্ঠ! হরিদ্বয়কে রথে যোজনা কর, হে ধনবান্! তুমি উগ্র, সোমপানার্থ আমাদের অভিমুখে দূরদেশ হইতে দর্শনীয় (মরুৎগণের সহিত) আগমন কর।

১৮। হে ইন্দ্র! কর্ম্মকর্ত্তা, মেধাবী, এই (যজমানগণ) যজ্ঞ ভজনার্থে তোমাকেই স্তুতি করিতেছে, হে মঘবন্! হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! তুমি কামুক পুরুষের ন্যায় আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! মহাধনুদ্বারা তুমি বৃত্রকে হত করিয়াছ, মায়াবী অর্ব্বুদের ও মৃগয়কে বিনাশ করিয়াছ, পর্ব্বত হইতে গোসকলকে নির্গত করিয়াছ।

২০। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অন্তরীক্ষ হইতে মহান্ ও হননশীল বৃত্রকে নির্গত করিয়াছিলে, তখন বল প্রকাশ করিয়াছিলে। অগ্নিসকল দীপ্ত হইয়াছিল, সূর্য্য দীপ্ত হইয়াছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত হইয়াছিল।

২১। ইন্দ্র ও মরুৎগণ যাহা আমাকে দিয়াছিলেন, কুরযানেরপুত্র পাকস্থামা তাহাই আমাকে দিয়াছেন। উহা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে ধাবমান্, প্রভাযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পায়।

২২। পাকস্থামা আমাকে লোহিত বর্ণ, সুন্দর বহনবিশিষ্ট, বন্ধন রজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করিয়াছেন।

২৩। দশ সংখ্যক অশ্ব উহার প্রতিনিধি হইয়া আমাকে বহন করে। অশ্বগণ এইরূপে তুগ্র্যপুত্রকে বহন করিয়াছিল।

২৪। পাকস্থামা তাহার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিস্ফুট-ভাবে বলদাতা, শত্রুদিগের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা। লোহিত বর্ণ (অশ্ব) দাতা পাকস্থামাকে স্তব করি।

---

৪ সূক্ত।

১৯, ২০, এবং ২১ ঋকের কুরঙ্গদান দেবতা; ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ ঋকের পূষা অথবা ইন্দ্র দেবতা; অবশিষ্ট ইন্দ্র দেবতা। দেবাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ(১) দেশস্থ নর-গণকর্তৃক আহূত হইয়া থাক, হে শ্রেষ্ঠ! (তথাপি) আনুর পুত্রের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হও, তুর্ব্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হও।

২। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি, রুম, রুমশ, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক; স্তোত্রবাহক, কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর।

---

(১) মূলে "প্রাক্, অপাক্ উদক্ ন্যক" আছে।

৩। গৌর মৃগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণ শূন্য (স্থান) জানিতে পারে। হে ইন্দ্র! সেইরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সহিত একত্র পান কর।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধন দানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করিয়াছ, ঐ সোম অভিষবন-ফলকদ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এই জন্য তুমি মহাবল ধারণ করিয়াছ।

৫। ইন্দ্র বীরকর্ম্মদ্বারা শত্রুগণকে অভিভব করিয়াছেন, বলদ্বারা (পরকীয়) ক্রোধ নষ্ট করিয়াছেন। হে মহান্ ইন্দ্র! সমস্ত যুদ্ধকাম শত্রু-গণকে তুমি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রায়ুধ (বীর) লাভ করে, যে নমস্কারদ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীর্য্যবান্ শত্রুনিধনকারী পুত্র লাভ করে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মহৎ কর্ম্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্ব্বশ ও যদুকে দেখিয়াছি।

৮। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বামকটি প্রদেশদ্বারা (সমস্ত ভুতজাত) আচ্ছাদন করিয়াছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধুদ্বারা সংপৃক্ত ও প্রীতিজনক (সোম-সকলের) অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, তাহার নিকট গমন কর এবং পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার সখাই অশ্ববান্, রথবান্, গোমান্ ও রূপ-বান্। সে সর্ব্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং সকলের আহ্লাদকর হইয়া সভায় গমন করে।

১০। পিপাসু ঋশ্যনামক মৃগের ন্যায় তুমি পাত্রে আনীত সোমাভিমুখে আগমন কর, অভিলাষানুরূপ পান কর। হে মঘবন্! তুমি প্রতিদিন নিম্নমুখ বৃষ্টি সিক্ত করতঃ অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ কর।

১১। হে অধ্বর্য্যু! ইন্দ্র পান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি সোমের অভিষব কর। তরুণ বয়স্ক অশ্বদ্বয় অদ্য যোজিত হইয়াছে, বৃত্রহা আগমন করিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহার সোমে তুমি তৃপ্ত হও, সে হব্যদায়ী ব্যক্তি আপনি তাহা জানিতে পারে। তোমার যোগ্য অন্ন পাত্রে সিক্ত রহিয়াছে, তুমি আগমন কর, নিকটে গমন কর ও পান কর।

১৩। হে অধ্বর্য্যুগণ! রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশে সোম অভিষব কর। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তর সকল যজমানের যাগনিষ্পাদক সোম অভিষব করতঃ শোভা পাইতেছে।

১৪। আমাদের কর্ম্মে অন্তরীক্ষবিহারী, সেচনসমর্থ হরিদ্বয়, ইন্দ্রকে আনয়ন করুন। হে ইন্দ্র! যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্বগণ তোমাকে সবন-সমূহের অভিমুখে উপনীত করুক।

১৫। আমরা সখ্যলাভার্থে বহুধনবিশিষ্ট পূষাকে বরণ করি। হে শক্র, পুরহূত, পাপ বিমোচক পূষা! আমাদিগকে আপনার বুদ্ধিদ্বারা ধন লাভ ও শত্রুনাশার্থে সমর্থ করিতে ইচ্ছা কর(২)।

১৬। হে পূষা! আমাদিগকে বাহুস্থিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর, হে পাপবিমোচনকারী! আমাদিগকে ধন দান কর। তোমার গোধন আমাদের সুলভ হউক। তুমি মর্ত্ত্যের প্রতি এই ধন প্রেরণ করিয়া থাক।

১৭। হে পূষা! তোমাকে প্রসাধিত করিতে ইচ্ছা করি, হে দীপ্তিযুক্ত! তোমায় স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। তাহার স্তোত্র ইচ্ছা করি না। যেহেতু উহা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ! স্তুতিকারী ও সামযুক্ত পজ্রকে (অভিলষিত ধন প্রদান কর)।

(২) এই স্থান হইতে চারটী ঋকের ইন্দ্র ও পূষা উভয় পক্ষেই অর্থ হয়। পূষা পক্ষে অর্থই প্রসিদ্ধ। সায়ণ। এ চারিটী ঋক যে পূষা সম্বন্ধে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে পূষার নামের উল্লেখ আছে এবং ইহাতে গোধন, গাভীদিগের তৃণ ভক্ষণ সম্বন্ধে প্রার্থনা আছে। পূষা বিশেষরূপে গোমের পালকদিগেরই দেবতা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৮। হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পূষা! কোনও কালে আমাদের গোসকল তৃণ ভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হউক। তুমি আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হও, অন্নদানার্থে মহান্‌ হও।

১৯। কুরঙ্গ নামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান্‌ রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু যজ্ঞে ও দানে(৩) মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত ধন জানিতে পারিয়াছি।

২০। কণ্বপুত্র হবিষ্মান্‌ ও স্তোতাগণের ভজনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত প্রিয়মেধ নামক (ঋষিগণের) সেবিত অত্যন্ত পবিত্র ষষ্ঠীসহস্র গোসমূহ আমি (দেবাতিথি) সকলের শেষে প্রাপ্ত হইয়াছি।

২১। আমি (ধন) প্রাপ্ত হইলে, বৃক্ষসকলও শব্দ করিয়াছিল, যে ইঁহারা প্রশংসনীয় গোলাভ করিয়াছেন, ইঁহারা অশ্বগণ লাভ করিয়াছেন।

(৩) মূলে "দিবিষ্টিষু রাতিষু" আছে। যজ্ঞ ও দানদ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়, এই বিশ্বাস ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল শেষ পাঁচটী অর্দ্ধ ঋকের দেবতা কশুনামক রাজা, কারণ তাঁহারই দানের কথা ইহাতে উক্ত হইয়াছে। কণ্বগোত্র ব্রহ্মাতিথি ঋষি।

১। দূর হইতেই নিকটে বর্ত্তমানার ন্যায় দীপ্তরূপবিশিষ্ট (উষা) যখন সমস্ত বস্তু শ্বেত বর্ণ করিয়া দেন, তখন দীপ্তিকে বহু প্রকারে বিস্তারিত করেন।

২। হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতার ন্যায়। ইচ্ছামাত্রে যোজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে তোমরা উষার সহিত মিলিত হও।

৩। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসকল দর্শন কর। দূত যেমন প্রভুর বাক্য প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি।

৪। তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট, আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন, আমরা আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি।

৫। তোমরা পূজনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদায়ীর গৃহে গমনশীল।

৬। যে হব্যদায়ী সুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, তাঁহার জন্য তোমরা উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণ ভূমিকে জলের দ্বারা সিক্ত কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট আগমন কর। এই অশ্বগণের গতি প্রশংসনীয়।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এই অশ্বের সাহায্যে দূর হইতে গমন কর।

৯। তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সম্ভোগযোগ্য ধন (প্রদান কর) এবং এই সকলের সম্ভোগার্থ পথ প্রদান কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, সুন্দর রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান কর।

১১। হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয়, হিরণ্ময়, মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয়! প্রবৃদ্ধ হইয়া সোমময় মধু পান কর।

১২। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমরা ধনবান্, আমাদিগকে সর্ব্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর।

১৩। তোমরা মনুষ্যের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীঘ্র আগমন কর। অন্যের নিকট যাইও না।

১৪। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান কর।

১৫। আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বহুনিবাসযুক্ত, সকলের ধারণক্ষম ধন আনয়ন কর।

১৬। হে নেতাদ্বয়! মনীষীগণ নানা দেশে তোমাদিগকে আহ্বান করে, হে অশ্বিদ্বয়! বাহক অশ্বের সাহায্যে আগমন কর।

১৭। হব্যযুক্ত পর্য্যাপ্ত কার্য্যকারী জনগণ বর্হি ছিন্ন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের এই স্তোম তোমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহক হইয়া তোমাদিগের নিকটবর্ত্তী হউক।

১৯। হে অশ্বিদ্বয়! যে মধুপূর্ণ চর্ম্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে মধু পান কর।

২০। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! আমাদের পশু, পুত্র ও গোগণের জন্য প্রবৃদ্ধ অন্ন সেই রথে অনায়াসে আনয়ন কর।

২১। হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদ্বয়! স্বর্গীয়, বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়াই সেচন কর।

২২। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তুগ্রপুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কখন স্তুতিদ্বারা তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছিল? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সহিত গমন করিয়াছিল।

২৩। হে নাসত্যদ্বয়! তোমার হর্ম্ম্যতলে বদ্ধ কণ্ব মুনিকে নানা প্রকার রক্ষা প্রদান করিয়াছিলে।

২৪। হে বর্দ্ধনশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যখন তোমাদিগকে আহ্বান করি; তখন সেই নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সহিত আগমন কর।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেরূপ কণ্ব, প্রিয়মেধ, উপস্তুত ও স্তুতি-কারী অত্রিকে রক্ষা করিয়াছিলে, (সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২৬। ধনের জন্য যেরূপ অংশুকে, গোসমূহের জন্য যেরূপ অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেরূপ সোভারকে রক্ষা করিয়াছিলে; (সেই রূপ আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২৭। হে বর্দ্ধনশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তব করতঃ এই পরি-মাণ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক ধন যাচ্ঞা করি।

২৮। হে অশ্বিদ্বয়! হিরণ্ময় সারথিস্থানযুক্ত, হিরণ্ময় বল্গাযুক্ত রথে অবস্থান কর।

২৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আলম্বনীয় রথের ঈষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়।

৩০। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ঐ রথে দূর দেশ হইতেও আগমন কর। আমাদের এই শোভন স্তুতির নিকট গমন কর।

৩১। হে মরণরহিত অশ্বিদ্বয়! তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী ভগ্ন করতঃ দূরদেশ হইতে অন্ন আহরণ কর।

৩২। হে অনেকের প্রিয়, নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আমাদের নিকট অন্নের সহিত আগমন কর, যশের সহিত আগমন কর ও ধনের সহিত আগমন কর।

৩৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্নিগ্ধরূপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট লইয়া যাউক।

৩৪। যে রথ অশ্বের সহিত বর্ত্তমান, স্তোতাগণকর্তৃক প্রশংসনীয়, তোমাদের সেই রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না।

৩৫। হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্র পদযুক্ত, অশ্ব-বিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে (আরোহণ করতঃ আগমন কর)।

৩৬। হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদা জাগরূক অন্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অন্ন প্রদান কর।

৩৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিনব সম্ভজনীয় ধন জান। চেদি-বংশীয় কশুরাজার যে প্রকারে শত উষ্ট্র দশসহস্র গো(১) প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও জান।

৩৮। যে কশু আমার (পরিচর্য্যার্থ) হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রজা সেই চেদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে অবস্থিতি করে।

৩৯। যে পথে এই চেদিরা গমন করিতেছে, সে পথে আর কেহ যাইতে পারেনা। ইঁহা অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি (স্তোতার জন্য) দান করে নাই।

৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, শেষ তিনটী ঋকে পরশুনামক রাজারপুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাই দেবতা। বৎস ঋষি।

১। বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্যের ন্যায় যিনি বলে মহান্, তিনি বৎসের স্তোমের দ্বারা বর্দ্ধিত হন।

২। যখন (নভোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা (ইন্দ্রকে) বহন করে, তখন বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতিদ্বারা স্তব করে)।

৩। কণ্বগণ স্তোমদ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করিয়াছেন, অতএব লোকে আয়ুধকে আত্মীয় বলিয়া থাকে।

৪। সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ ইঁহার ক্রোধের ভয়ে ইহাকে স্বয়ং প্রণাম করে।

(১) মূলে "শতং উষ্ট্রানাং সহস্রাদশ গোনাং" আছে। ঋগ্বেদে পালিত পশু-দিগের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়, তদ্ভিন্ন গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ স্থানেং পাওয়া যায়।

৫। যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্ম্মের ন্যায় সম্বর্ত্তিত করেন, তাহার সেই বল দীপ্ত হইয়াছিল।

৬। তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব্ব বীর্য্যশালী বজ্রদ্বারা ছেদ করিয়াছিলেন।

৭। আমরা স্তোতাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমান এই স্তোত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিব।

৮। গুহাতে বর্ত্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হইয়া দীপ্তি পায়, কণ্বগণ উহা উদকধারাযুক্ত (করুন)।

৯। হে ইন্দ্র! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং (অন্যের) পূর্ব্বে জ্ঞানের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হই।

১০। আমি পিতা ও সত্য (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্য্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছি।

১১। আমি কণ্বের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অলঙ্কৃত করি, উহাদ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে (এই সকলের মধ্যে) আমার (স্তোত্র) সুন্দররূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

১৩। যখন ইঁহার ক্রোধ বৃত্রকে পর্ব্বে পর্ব্বে বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি, উপক্ষপয়িতা শুষ্ণের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করিয়াছিলে। হে উগ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী বলিয়া বিদিত।

১৫। দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরীক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না।

১৬। হে ইন্দ্র! যে বৃত্র তোমার মহৎ জল স্তম্ভন করতঃ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহাকে গমনশীল (জলের) মধ্যে বধ করিয়াছিলে।

১৭। যে, এই মহতী, সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তাহাকে তমঃ সমূহদ্বারা সংবৃত করিয়াছ।

১৮। হে উগ্র ইন্দ্র! যে যতিগণ তোমাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ তোমাকে স্তব করে, (তাঁহাদের মধ্যে) আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! তোমার এই সত্যবর্দ্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে।

২০। হে ইন্দ্র! প্রসবকারিণী (গোসকল) আস্যদ্বারা তোমার (প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে জলের ন্যায় গর্ভ ধারণ করিয়াছিল।

২১। হে বলপতি ইন্দ্র! কণ্বগণ উক্থদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছে, অভিষুত সোমসমূহ তোমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

২২। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি পথপ্রদর্শক হইলে উত্তম স্তুতি ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ করা হয়।

২৩। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মহান্, গোমান্ অন্ন রক্ষা করিতে ও বীর্য্যবান্ পুত্রাদি দান করিতে ইচ্ছা কর।

২৪। হে ইন্দ্র! নহুষরাজার প্রজাগণের সম্মুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করিয়াছ (আমাদিগকেও) তাহা (প্রদান কর)।

২৫। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি ইদানীং নিকট হইতে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার কর ও আমাদিগকে সুখী কর।

২৬। হে ইন্দ্র! তুমি বলের ন্যায় আচরণ কর ও মনুষ্যগণের রাজা হও, তুমি বলদ্বারা মহান্ ও অনভিভবনীয়।

২৭। হে ইন্দ্র! তুমি বিস্তীর্ণব্যাপী। হব্যবান্ লোকসকল সোমদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়া স্তব করে।

২৮। পর্ব্বতগণের প্রান্তদেশে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করিলে মেধাবী ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

২৯। সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সেই ঊর্দ্ধলোক হইতে বিদ্বান্ ইন্দ্র নিম্নমুখে সমুদ্র দর্শন করেন।

৩০। দ্যুলোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাসপ্রদ জ্যোতিঃ (লোকে) দর্শন করে।

৩১। হে ইন্দ্র! সমস্ত কণ্বগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্দ্ধন করিতেছে, হে বলবত্তম! তোমার বীরকর্ম্মও বর্দ্ধন করিতেছে।

৩২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই সুন্দরস্তুতি সেবা কর, আমাকে ভাল করিয়া রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৩৩। হে প্রবৃদ্ধ বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থ তোমার জন্য স্তোত্র করিয়াছিলাম।

৩৪। কণ্বগণ স্তব করিতেছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের ন্যায় রমণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবার উপযুক্ত হয়।

৩৫। নদগণ যেরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, উক্থসকল ইন্দ্রকে সেইরূপ বর্দ্ধিত করিতেছে, ইন্দ্র জরারহিত, তাঁহার ক্রোধ কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

৩৬। হে ইন্দ্র! দূরদেশ হইতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন কর, অভিষুত সোম পান কর।

৩৭। হে সর্ব্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র! যে সকল লোক বর্হিঃ ছিন্ন করে, তাহারা অন্নলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করে।

৩৮। হে ইন্দ্র! চক্র যেরূপ অশ্বের অনুবর্ত্তন করে, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সেইরূপ তোমার অনুবর্ত্তন করে, অভিষুত সোম সকল তোমার অনুবর্ত্তন করে।

৩৯। হে ইন্দ্র! শর্য্যণাদেশের পুষ্করিণীতে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক আরব্ধ যজ্ঞেতৃপ্ত হও, পরিচর্য্যাকারীর স্তুতিদ্বারা আনন্দ লাভ কর।

৪০। প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান্, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দ্যুলোকের সমীপে শব্দ করেন।

৪১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বজাত ঋষি, তুমি অদ্বিতীয় বলদ্বারা সকলের অধিপতি হইয়াছ। তুমি বারম্বার ধন দান কর।

৪২। প্রশস্ত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অন্নের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক।

৪৩। কণ্বগণ উক্থদ্বারা এই পূর্ব্বকৃতা, মধুর জলের বর্দ্ধয়িত্রী যোগক্রিয়া বর্দ্ধিত করুন।

৪৪। দেবগণ বিশেষরূপে মহান্, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মনুষ্যগণ ধনাভিলাষী হইয়া রক্ষণার্থ বরণ করে।

৪৫। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণকর্ত্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোমপানার্থ তোমায় আমাদের অভিমুখে বহন করুক।

৪৬। যদুগণের মধ্যে পশুরপুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করিয়াছি।

৪৭। তাহারা পর্জ্জকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গো প্রদান করিয়াছিল।

৪৮। ইনি উন্নত হইয়া চারি (ধনভার) যুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান করতঃ এবং যদুগণকে (দাসরূপে) প্রদান করতঃ কীর্ত্তিদ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। কণ্বগোত্র বৎস ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন তোমরা পর্ব্বতসমূহে দীপ্তি পাও।

২। হে বলাভিলাষী শোভমান্ মরুৎগণ! তোমরা যখন রথকে (অশ্বদ্বারা) সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্ব্বতগণ প্রচলিত হয়।

৩। শব্দকারী পৃশ্নিতনয় (মরুৎগণ) বায়ুগণের দ্বারা (মেঘ) উদ্গত করেন এবং বৃদ্ধিকর অন্ন দান করেন।

৪। যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সহিত রথে গমন করেন, তখন তাঁহারা বৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্ব্বতগণকে কম্পিত করেন।

৫। তোমাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিন্ধুগণ বিষরণের জন্য এবং মহৎবলের জন্য নিয়ত হয়।

৬। আমরা তোমাদিগকে রাত্রিতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবাভাগে তোমাদিগকে আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি।

৭। সেই অরুণরূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, শব্দকারী (মরুৎগণ) রথযোগে দ্যুলোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন।

৮। (যে মরুৎগণ) সূর্য্যের গমনার্থে রশ্মিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁহারা তেজোদ্বারা অবস্থান করেন।

৯। হে মরুৎগণ! আমার এই বাক্য ভজনা কর। হে মহান্ (মরুৎগণ)! এই স্তোম ভজনা কর, এই আমার আহ্বান সেবা কর।

১০। পৃশ্নিগণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবন্ধ(১) ও উদ্রি(২) এই তিন সরোবর হইতে মধু দোহন করিয়াছিলেন।

১১। হে মরুৎগণ! যখন আপনার সুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে আহ্বান করি, তখন শীঘ্রই আমাদের নিকট আগমন কর।

১২। হে সুন্দরদানশীল মহাতেজস্বী রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা গৃহে আনন্দ সময়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হও।

১৩। হে মরুৎগণ! স্বর্গ হইতে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাসপ্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনাইয়া দাও।

১৪। হে শুভ্র মরুৎগণ! তোমরা যখন পর্ব্বতের উপরিভাগে তোমাদের যান লইয়া যাও, তখন অভিষুত সোমের বলে প্রমত্ত হও।

১৫। স্তোতা স্তুতিদ্বারা অহিংসনীয় মরুৎগণের নিকট তাঁহাদের সুখ ভিক্ষা করেন।

১৬। মরুৎগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন করতঃ জলবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টিদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে।

---

(১) জল। সায়ণ।
(২) মেঘ। সায়ণ।

১৭। পৃশ্নিপুত্রগণ শব্দ করতঃ ঊর্দ্ধে গমন করেন, রথদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন, বায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং স্তোমদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন।

১৮। যাহাদ্বারা তুর্ব্বসু ও যদুকে রক্ষা করিয়াছ, যাহাদ্বারা ধনকাম কণ্বকেও রক্ষা করিয়াছ, আমরা ধনের জন্য তাহারই ধ্যান করিতেছি।

১৯। হে উত্তম দানশীল মরুৎগণ! ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর এই অন্ন কণ্বগোত্রোৎপন্নের স্তোত্রের সহিত বর্দ্ধিত কর।

২০। হে মরুৎগণ! তোমরা দানশীল, তোমাদের জন্য বর্হিঃ ছিন্ন হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে কোথায় মত্ত হইতেছ? কোন স্তোতা তোমাদের পরিচর্য্যা করিতেছেন?।

২১। হে বৃক্তবর্হিঃ (মরুৎগণ)! তোমরা যে (অন্য কর্ত্তৃক) পূর্ব্বকৃত স্তোত্রদ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত করিতেছ তাহা নহে।

২২। সেই (মরুৎগণ) ওষধির সহিত অনেক জল মিলাইয়াছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করিয়াছিলেন, সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিপর্ব্বে বজ্র ধারণ করিয়াছিলেন।

২৩। রাজাশূন্য রুদ্ধি ও বলকারক মরুৎগণ পর্ব্বতের ন্যায় বৃত্রকে পর্ব্বে পর্ব্বে বিনাশ করিয়াছিলেন।

২৪। মরুৎগণ, যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ক্রতুও রক্ষা করিয়াছিলেন, বৃত্রবধার্থ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

২৫। আয়ুধহস্ত, দীপ্তিমান্ শুভ্র মরুৎগণ শোভার্থে মস্তকে হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ প্রকাশিত করেন।

২৬। হে মরুৎগণ! তোমরা কামনা করিয়া অভীষ্টবর্ষী (রথের) মধ্যস্থলে দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলে। দ্যুলোকবর্ত্তী জনসমূহের ন্যায় ভূতসকল কম্পান্বিত হইয়াছিল।

২৭। দেবগণ আমাদিগের যজ্ঞদানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন।

২৮। এই মরুৎগণের রথ, যখন বিন্দু চিহ্নিত, শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে, তখন শোভমান মরুৎগণ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয়।

২৯। নেতাগণ শোভন সোমবিশিষ্ট, যজ্ঞ গৃহোপেত, ঋজীকা দেশ সম্বন্ধীয় শর্য্যণা নামক (সরোবরে) রথচক্র নিম্নমুখ করিয়া গমন করেন।

৩০। হে মরুৎগণ! কখন তোমরা এই প্রকারে আহ্বানকারী যাচমান্ বিপ্রের নিকট সুখ হেতুভূত (ধনের) সহিত গমন করিবে?।

৩১। তোমরা স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া থাক, তোমরা যে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, সে কখন? তোমাদের সখ্য কে প্রার্থনা করিয়াছিল?।

৩২। হে কণ্বগণ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাশীবিশিষ্ট মরুংগণের সহিত স্তব কর।

৩৩। আমি বর্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মরুংগণকে নবতর সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্ত্তিত করি।

৩৪। গিরিসকল পীড্যমান ও বাধাপ্রাপ্ত হইলেও স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। পর্ব্বত সকলও নিয়মিত হয়।

৩৫। বহু দুরব্যাপী, গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন করতঃ মরুৎগণকে আনয়ন করে। তাঁহারা স্তুতিকারীকে অন্ন দান করেন।

৩৬। অগ্নি তেজোবলে স্তুতিযোগ্য সূর্য্যের ন্যায় সকলের মুখ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মরুৎগণ দীপ্তিবলে নানা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

---

৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সধ্বংসাখ্য ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দর্শনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্ময়, তোমরা সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন কর, সোমময় মধু পান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিত্ত; তোমরা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! দোষবর্জ্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরীক্ষ হইতে মনুষ্য লোকাভিমুখে আগমন কর ও কণ্বদিগের যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর।

৪। কণ্বের পুত্র এই যজ্ঞে তোমাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করিতেছেন, অতএব হে অশ্বিদ্বয়! অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তোমরা দ্যুলোক হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! সোমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এই যজ্ঞে আগমন কর। হে কবি ও নেতাদ্বয়! তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্ম্মপ্রযুক্ত স্তোতার বুদ্ধি প্রদান কর।

৬। হে নেতাদ্বয়! পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যখন তোমাদিগকে রক্ষার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আগমন করিয়াছিলে। অতএব আমার এই সুস্তুতির নিকট আগমন কর।

৭। হে স্বর্গবিৎ (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ হইতে আমাদের নিকট আগমন কর; হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা বুদ্ধির সহিত আগমন কর; হে আহ্বান শ্রবণকারী-দ্বয়! তোমরা স্তোত্রের সহিত আগমন কর।

৮। আমি ভিন্ন অন্য কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতে পারে? কণ্বের পুত্র বৎসঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিতেছে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে; হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা আমাদের সুখপ্রদ হও।

১০। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যোষিৎ তোমাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হও।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! (তোমরা যে স্থানে আছ), বহুতর রূপযুক্ত রথে (আরোহণ করতঃ) সেই স্থান হইতে আগমন কর। কবির পুত্র কবিবৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

১২। হে বহুমদবিশিষ্ট, বহুধনযুক্ত, ধনপ্রদ (জগৎ) বাহক অশ্বিদ্বয়! আমার এই স্তোত্র প্রশংসা কর।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের জন্য অলজ্জাকর সমস্ত ধন দান কর, আমাদিগকে প্রজোৎপাদনরূপ কর্ম্মবান্ কর, নিন্দকদিগের বশীভূত করিও না।

১৪। হে নাসত্যদ্বয়! দুরদেশেই থাক, অথবা নিকটেই থাক, যে স্থান হইতেই হউক, সহস্ররূপবিশিষ্ট রথে আগমন কর।

১৫। হে নাসত্যদ্বয়! যে বৎস ঋষি-স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট, ঘৃতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান কর।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উহার জন্য ঘৃতধারাযুক্ত বলকর (অন্ন) প্রদান কর। হে দানাধিপতিদ্বয়! ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন।

১৭। হে শত্রুভক্ষক বহুভোজী নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের এই স্তুতিক্রমে আগমন কর, আমাদিগকে সুশ্রীকর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর।

১৮। প্রিয় মেঘনামক ঋষিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে তোমাদিগকে সমস্ত রক্ষার সহিত আহ্বান করিয়াছে। তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও।

১৯। হে সুখপ্রদ, আরোগ্যপ্রদ, স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! যে বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহার অভিমুখে আগমন কর।

২০। যে উপায়দ্বারা কণ্বকে, মেধাতিথিকে, যাহাদ্বারা বশকে ও দশব্রজকে, যাহাদ্বারা গোশর্য্যকে রক্ষা করিয়াছ, হে নেতৃদ্বয়! তাহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

২১। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! যাহাদ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহারই দ্বারা আমাদিগকে অন্নলাভার্থে উত্তমরূপে রক্ষা কর।

২২। হে বহুত্রাতা, শত্রুনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! দোষশূন্য স্তোম ও বাক্য সকল তোমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুলরূপে অভীপ্সিত হও।

২৩। অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ(১) গুহায় বর্ত্তমান (থাকিয়া পরে) আবির্ভূত হইতেছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এই পদের সাহায্যে জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

---

৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। শশকর্ণ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বৎসের রক্ষার্থ নিশ্চয়ই গমন করিয়াছ, ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, উহাঁর শত্রুগণকে দূর করিয়া দাও।

২। হে অশ্বিদ্বয়! যে ধন অন্তরীক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্ত্তমান ও যাহা পঞ্চ শ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই ধন প্রদান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে বিপ্রগণ তোমাদের কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে, (তোমরা তাহাদের জান)। অতএব কণ্বপুত্রের কর্ম্ম অবগত হও।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের সম্বন্ধীয় ঘর্ম্ম(১) স্তোত্রদ্বারা পরিষিক্ত হইতেছে, হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যে সোমদ্বারা তোমরা বৃত্রকে জানিতে পারিয়াছিলে, সে মধুমান্ সোম এই।

৫। হে বহুকর্ম্মা অশ্বিদ্বয়! জলে, বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যাহা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর।

৬। হে দেব নাসত্যদ্বয়! তোমরা জগৎ পোষণ করিয়াছ ও সকলকে আরোগ্য করিয়াছ, বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে পাইতেছে না। তোমরা হবিষ্মানের নিকট গমন কর।

৭। ঋষি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র অবশ্য জানিয়াছিল, অতিশয় মধুর সোম ও ঘর্ম্ম অথর্ব্ব (অগ্নিতে) প্রক্ষেপ করিয়াছে।

---

(১) অর্থাৎ রথের তিন চক্র। সায়ণ।

---

(১) ঘর্ম্ম শব্দে প্রবর্গ, অথবা হবির আধারভূত মহাবীর। সায়ণ।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ কর, আমার এই স্তোত্রসকল সূর্য্যের ন্যায় তোমাদের অভিমুখে গমন করিতেছে।

৯। হে নাসত্যদ্বয়! অদ্য উক্থদ্বারা যে প্রকারে তোমাদিগকে আনয়ন করিতেছি, যে প্রকারে বাণীদ্বারা আনয়ন করিতেছি, সেই প্রকারেই কণ্বপুত্রের স্তোত্র অবগত হও।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! কক্ষিবান্ ঋষি যে রূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যে রূপে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমাঃ যে রূপে বেণেরপুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেই রূপেই আমি স্তব করিতেছি, আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা গৃহপালক হইয়া আগমন কর। তোমরা অতিশয় পালক, জগৎপালক ও শরীরপালক হও; পুত্রপৌত্রের গৃহে আগমন কর।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! যদি তোমরা ইন্দ্রের সহিত এক রথে গমন কর, যদি বায়ুর সহিত এক স্থানবাসী হও, যদি অদিতির পুত্র ঋভুগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হও, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান কর, তবে আগমন কর।

১৩। যখন আমি সংগ্রামার্থে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি, (তখন তাঁহারা আগমন করুন)। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসা করণে অশ্বিগণের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! এই হব্য সকল তোমাদের জন্য বিহিত হইয়াছে, তোমরা অবশ্য আগমন কর। এই সোম তুর্ব্বশ ও যদুতে বর্ত্তমান। ইহা তোমাদের জন্য (সংস্কৃত) ও কণ্বপুত্রগণকে প্রদত্ত।

১৫। হে নাসত্যদ্বয়! দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদ্বয়! তাহার সহিত বিমদের ন্যায় বৎসকে গৃহ প্রদান কর।

১৬। অশ্বি সম্বন্ধীয়, দ্যুতিমান্ স্তোত্রের সহিত আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি। হে দ্যুতিমতি উষা! আমার স্তুতিপ্রযুক্ত তমঃ নিবারণ কর ও মর্ত্ত্যসমূহকে ধন দান কর।

১৭। হে উষা! হে দেবি! হে সুনৃতে! হে মহতী! অশ্বিদ্বয়কে প্রবুদ্ধ কর, প্রবুদ্ধ কর। হে দেবগণের আহ্বাতা! অনবরত প্রবোধিত কর, উহাঁদের আনন্দের জন্য বৃহৎ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮। হে উষা! যখন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্য্যের সহিত সমান শোভা পাও। সেই সময় অশ্বিদ্বয়ের এই রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে।

১৯। যখন পীতবর্ণ সোমলতাকে গাভীর উধঃ প্রদেশের ন্যায় দোহন করে, যখন দেবাভিলাষীগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিদ্বয়! তখন রক্ষা কর।

২০। হে প্রচেতাদ্বয়! তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মনুষ্যদিগের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে রক্ষা কর।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পিতৃভূত দ্যুলোকের ক্রোড়ে যদি কর্ম্মের সহিত উপবেশন করিয়া থাক, যদিবা প্রশংসনীয় হইয়া সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট আগমন কর।

---

১০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেই লোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে থাক, যদি অন্তরীক্ষে নির্ম্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হইতে আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে রূপে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপে কণ্বের যজ্ঞ অবগত হও। বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়কে আমি আহ্বান করি।

৩। অশ্বিদ্বয় সুকর্ম্মা এবং গ্রহণার্থ প্রাদুর্ভূত, আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। ইহাদের সহিত সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য।

৪। যজ্ঞ সকল যাহাদিগের উপর প্রভু হন, স্তুতিশূন্যদিগের মধ্যেও যাঁহাদের স্তোতা আছে, তাঁহারা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেতা, তাঁহারা স্বধার সহিত সোমময় মধু পান করেন।

৫। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ইদানীং তোমরা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি কর, অথবা পূর্ব্বদিকেই অবস্থিতি কর, যদি বা দ্রুহ্যু, অনু, তুর্ব্বশু বা যদুর সন্নিহিত হও, আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, আমাদের নিকট আগমন কর।

৬। হে বহুভোজী অশ্বিদ্বয়! যদি অন্তরীক্ষে গমন কর, যদি দ্যাবা-পৃথিবী অভিমুখে গমন কর, যদি তেজোবলে রথে উপবেশন কর, সকল স্থান হইতেই আগমন কর।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হে অগ্নিদেব! তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে কর্ম্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য।

২। হে শত্রুপরাজয়কারী! তুমি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, তুমি অধ্বর-সমূহের নেতা।

৩। হে জাতবেদা! তুমি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক কর। হে অগ্নি! তুমি দেবদ্বেষী অরাতিগণকে পৃথক কর।

৪। হে জাতবেদা! অন্তিকস্থিত হইলেও রিপুর যজ্ঞ তুমি কখনই কামনা কর না।

৫। আমরা বিপ্র, তুমি মরণরহিত ও জাতবেদা। আমরা তোমার বিস্তৃত নাম অবগত হইব।

৬। আমরা বিপ্র ও মর্ত্ত্য। আমরা বিপ্র ও দেব অগ্নিকে(১) হব্যদ্বারা প্রীত করিবার জন্য আমাদের রক্ষার্থ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি।

---

(১) মূলে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" আছে। অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি। বিপ্র শব্দের এখন যে অর্থ, ঋগ্বেদ রচনার সময় সে অর্থ ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া একটী "জাতি" ছিল না, অগ্নি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন না।

৭। হে অগ্নি! বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান হইতেও তোমার মন আকর্ষণ করে। তাঁহার স্তুতি তোমার প্রতি অভিলাষবতী।

৮। তুমি বহুদেশে সমানরূপে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে তুমি ঈশ্বর। যুদ্ধে তোমাকে আমরা আহ্বান করি।

৯। আমরা অন্নেচ্ছু হইয়া যুদ্ধে রক্ষার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত।

১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। তুমি সনাতন হোতা ও স্তুতিযোগ্য। তুমি যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে ব্যাপ্ত কর, আমাদিগকেও সৌভাগ্য প্রদান কর।

Reg. No. 3164J—2,000—11-8-86.

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

ষষ্ঠ অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম মণ্ডলের ১২শ সূক্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত এবং নবম মণ্ডলের ৪৩টী সূক্ত আছে।

অষ্টম মণ্ডলে প্রসিদ্ধ বালখিল্য সূক্তগুলি আছে। কেহ কেহ সে গুলি ঋগ্বেদের অন্তর্গত মনে করেন না। সায়ণাচার্য্য সে গুলির ব্যাখ্যা দেন নাই। পাঠক যথা স্থানে সেই একাদশটী সূক্ত সম্বন্ধে টীকা পাইবেন।

ঋগ্বেদের প্রথম অংশ অপেক্ষা ঋগ্বেদের শেষ অংশে ঋত্বিক্‌গণের ক্ষমতা ও লাভের বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে সকল লোকেরই যজ্ঞ সম্পাদন করিবার অধিকার ছিল, কিন্তু রাজা বা ধনাঢ্যগণ ঋত্বিক্‌গণকে ডাকাইয়া আড়ম্বরপূর্ব্বক যজ্ঞ করিতে ভাল বাসিতেন। ক্রমে যজ্ঞের আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, সুতরাং ঋত্বিক্‌গণের লাভও বাড়িতে লাগিল, তাহার পরিচয় অষ্টম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

নবম মণ্ডল আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল সোমরসের স্তুতি। তদ্দ্বারা তৎকালের লোকের সোমপ্রিয়তা প্রকাশিত হইতেছে।

ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্য্যগণ সিন্ধু নদী ও সিন্ধুর পঞ্চ শাখা ও গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তীরে বাস করিতেন। বোধ হয় ঐ নদী সকলের তীরে পাঁচটী বা সাতটী প্রধান অধিনিবেশ বা জনপদ ছিল, তাহারই অধিবাসীদিগকে সর্ব্বদা "পঞ্চজন" বা "সপ্তমানুষ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদিগের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে এই অষ্টকে অনেক উল্লেখ আছে, তাহা যথা স্থানে টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

S. S. "NUDDEA,"
Port Said, Egypt, 11th May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ	৮	১৯	২
	৮	৪৮	১
	৮	৭৯	১
যজ্ঞের আড়ম্বর বৃদ্ধি ও ঋত্বিক্‌গণের ক্ষমতা ও লাভের বৃদ্ধি।	৮	২১	১
	৮	৪৬	১, ২ ও ৫
	৮	৬৮	২, ৩ ও ৪
দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ	৮	১০০	১
সপ্তমরুৎ	৮	২৮	২
ত্রিষষ্টিমরুৎ	৮	৯৬	৩
বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য	৮	৭৭	২
সোমের স্তুতি (সমস্ত নবম মণ্ডল)	৯	১	১
৩৩ জন দেবতা	৮	২৮	১
	৮	৩০	১
	৮	৩৫	১
	৮	৩৯	১
	৮	৫৭	১
অসুর	৮	১৯	১
বালখিল্য সূক্ত (৮। ৪৯ হইতে ৮। ৫৯ পর্য্যন্ত)	৮	৪৯	১
মনু	৮	১৯	২
	৮	২৩	১
	৮	২৭	১
	৮	৩০	১ ও ২
	৮	৫২	১
কৃষ্ণনামক ঋষি	৮	৮৬	১
অত্রির কন্যা	৮	৯১	১
দম্পতির একত্র যজ্ঞসম্পাদন ও সংসারসুখলাভ	৮	৩১	১
"স্ত্রীর মন দুঃশাস্য," ইন্দ্রের উক্তি	৮	৩৩	২
ঋগ্বেদের মন্ত্রের পৌরাণিক অর্থ	৮	৯৫	১
	৮	৯৭	২

আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
পঞ্চজন	৮	৩২	৩
সপ্তমানুষ	৮	৩৯	১
কৃষিকার্য্য	৮	২২	১
পালিত পশু গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেষ, বহনকারী কুক্কুর ইত্যাদি।	৮	৩৩	১
	৮	৪৬	২ ও ৩
	৮	৫৫	১
	৮	৫৬	১
	৮	৬৮	৪
দাস (Slaves)?	৮	৪৬	৪
	৮	৫৬	১
দাসী বা কন্যা	৮	৪৬	৫
স্বর্ণকার	৮	৪৭	১
মহিষ ও বরাহ খাদ্যপশু	৮	১২	১
	৮	৭৭	৩
সংবৃতা স্ত্রী, বস্ত্রাবৃতা বধূ	৮	১৭	১
	৮	২৬	১
অনার্য্যদিগের উল্লেখ	৮	১৪	২
	৮	২৪	২
	৮	৪০	২
	৮	৫০	১
	৮	৫১	১
	৮	৭০	১
	৮	৯৬	৪
	৮	৯৭	১
	৯	৪১	১
কৃষ্ণনামক অনার্য্য যোদ্ধা	৮	৯৬	৫
সপ্তনদী, শেতয়াবরী নদী, শর্য্যণাবতী নদী, সুসোমা (সিন্ধুনদী), অসিক্নী (চিনাব-নদী), পরুষ্ণী (রাবী নদী), আর্জ্জিকীয়া (বেয়া নদী)।	৮	২০	২
	৮	২৪	২
	৮	২৬	২
	৮	৬৪	১
	৮	৭৪	১
	৮	৯৬	১

ঋগ্বেদ সংহিতা।

ষষ্ঠ অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় পর্ব্বত ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অত্যন্ত সোমপায়ী, হে বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি হৃষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাক। তুমি যেরূপ (মদ) যুক্ত হইয়া রাক্ষসগণকে নিহত করিতেছ, তুমি সেইরূপ (মদযুক্ত হইলে) আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

২। যেরূপ (মদ) যুক্ত হইয়া তুমি অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন অধ্রিগুকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা (সূর্য্যকে) রক্ষা করিয়াছ, যেরূপ মদযুক্ত হইয়া তুমি সমুদ্রকে রক্ষা করিয়াছ, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৩। যে মত্ততা বশতঃ তুমি রথের ন্যায় প্রভূত বৃষ্টিজল সিন্ধুর অভিমুখে প্রেরণ কর, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৪। হে বজ্রবান্! যে স্তোমদ্বারা (স্তুত হইয়া) তুমি তৎক্ষণাৎ বলদ্বারা (আমাদের অভিলাষ) পূর্ণ কর, অভীষ্টদানের জন্য ঘৃতের ন্যায় পবিত্র সেই স্তোম (গ্রহণ কর)।

৫। হে স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র! এই (স্তোম) গ্রহণ কর, (উহা) সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। তুমি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের অভিলষিত দান করিয়া থাক।

৬। ইন্দ্রদেব দূরদেশ হইতে আমাদের সখ্যের জন্য (ধন) দান করিয়াছেন এবং দ্যুলোক হইতে বৃষ্টির ন্যায় (ধন) বিস্তার করতঃ (অভিলষিত) দান করেন।

৭। যখন ইন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে বর্দ্ধিত করেন, তখন তাঁহার পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র (অভিলষিত) দান করে।

৮। হে প্রবৃদ্ধ এবং সাধুগণের পতি! যখন তুমি সহস্রসংখ্যক মহিষ(১) বধ করিলে, তাহার পরেই তোমার বীর্য্য প্রভূতরূপে বর্দ্ধিত হইল।

৯। অগ্নি যেরূপ বন দগ্ধ করেন, সেইরূপ ইন্দ্র সূর্য্যের রশ্মিসমূহদ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দগ্ধ করেন, অনভিভবনশীল (ইন্দ্র) প্রবর্দ্ধিত হন।

১০। তোমার এই স্তুতি গমন করিতেছে; উহা বসন্তাদি কালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্ম্মবিশিষ্ট, অত্যন্ত অভিনব, পূজাকারী এবং বহুলরূপে প্রীতিকর।

১১। ইন্দ্র দেবাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করিতেছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের (গুণসমূহের) ইয়ত্তা করিতেছেন।

১২। স্তোতার প্রতি ধনদাতা ইন্দ্র গুণকীর্ত্তনকারী, সোমাভিষবকারীর বাক্যের ন্যায় ধনদানার্থ প্রবৃদ্ধশরীর হইতেছেন। ঐ বাক্য ইন্দ্রের (গুণসমূহের) ইয়ত্তা করিতেছে।

১৩। স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁহার মুখে ঘৃতের ন্যায় যজ্ঞের হব্য সেক করিব।

১৪। অদিতি স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার্থ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করিতেছেন।

১৫। যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থে এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। হে দেব ইন্দ্র! সম্প্রতি বিবিধ কর্ম্মবান্ হরিদ্বয় যজ্ঞে যাহা আছে, (তাহার উদ্দেশে তোমায় বহন করিতেছে)।

---

(১) সায়ণ মহিষ অর্থে মহান্ বৃত্রাদি অসুর করিয়াছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইন্দ্র অনেক মহিষ ভক্ষণ করেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

১৬। হে ইন্দ্র! বিষ্ণু, অথবা আপ্তত্রিত, অথবা মরুৎগণ (আগত হইলে), যে সোম (পান করিয়া) প্রমত্ত হও, সেই সোমের সহিত আগমন কর।

১৭। হে শক্র! দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হও, আমাদের সোম অভিষুত হইলে তাহাতে প্রীত হও।

১৮। হে সৎপতি! তুমি সোমাভিষবকারী যজমানের বর্দ্ধয়িতা; তুমি যাহার উক্থমন্ত্রে প্রীত হও, তাহার সোমে প্রীত হও।

১৯। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের রক্ষার্থ যে ইন্দ্রদেবকে স্তব করিতেছি, সেই ইন্দ্রকে আমার (স্তুতিগণ) শীঘ্র ভজনার্থ ও যজ্ঞার্থ ব্যাপ্ত করুক।

২০। হব্য, স্তুতি ও সোমদ্বারা যজ্ঞে প্রাপনীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা সোম-পানকারী ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং ব্যাপ্ত করিতেছেন।

২১। ইন্দ্রের ধনদান প্রভূত, ইন্দ্রের কীর্ত্তি বহুতর; উহা হব্যদায়ী যজমানের জন্য সমস্ত ধন ব্যাপ্ত করিতেছেন।

২২। দেবগণ বৃত্রের হননার্থ ইন্দ্রকে ধারণ করিয়াছিলেন; স্তুতিসকল সম্যক্‌ বলার্থ ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে।

২৩। আমরা মহিমায় মহান্‌ ও আহ্বানশ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা এবং অর্চ্চনামন্ত্রদ্বারা সম্যক্‌ বললাভার্থ পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি।

২৪। দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ যে বজ্রবান্‌ ইন্দ্রকে পৃথক করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের বল হইতে বললাভার্থ জগৎ দীপ্ত হয়।

২৫। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে দেবগণ যখন তোমাকে সম্মুখে ধারণ করিয়া-ছিল, তখনই কমণীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করিয়াছিল।

২৬। হে বজ্রী! জলাবরণকারী বৃত্রকে যখন বলদ্বারা হনন করিয়া-ছিলে, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় তোমায় বহন করিয়াছিল।

২৭। তোমার বিষ্ণু যখন বলদ্বারা তিনপদ বিহরণ করিয়াছিল, তখন তোমার কমনীয় অশ্বদ্বয় তোমায় বহন করিয়াছিল।

২৮। হে ইন্দ্র! তোমার কমনীয় হরিদ্বয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তাহার পরই তোমাকর্ত্তৃক সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয়।

২৯। হে ইন্দ্র! তোমার মরুৎরূপ প্রজাগণ যখন সমস্ত ভূতজাতকে নিয়মিত করে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত কর।

৩০। যখন এই নির্ম্মল জ্যোতিঃ সূর্য্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করিয়াছে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করিয়াছ।

৩১। হে ইন্দ্র! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ মেধাবী এই প্রীতিকরী সুস্তুতিকে পরিচর্য্যার সহিত যজ্ঞে তোমার নিকট লইয়া যাইতেছে।

৩২। যজ্ঞে এই ইন্দ্রের তেজঃ প্রীত হইলে, সমবেত স্তোতাগণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে, তখন নাভিস্বরূপ যজ্ঞের অভিষব স্থানে (ধন প্রদান কর)।

৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্য্যযুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্বযুক্ত (ধন) আমাদিগকে প্রদান কর। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার ন্যায় (যজ্ঞে স্তব করিয়াছিলাম)।

---

১৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নারদ ঋষি।

১। সোম অভিষুত হইলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্ত্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রই বৃদ্ধিকর বললাভার্থ মহান্ হইয়াছেন।

২। ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেব সদনে (যজমানের) বর্দ্ধয়িতা, তিনি কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন; অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জললাভার্থ জয় করেন।

৩। বলবান্ ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র! সুখ অভিলষিত হইলে, তুমি আমাদের বর্দ্ধনার্থ সখা হও।

৪। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র। তোমার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী যজমানের প্রদত্ত আহুতি গমন করিতেছে। তুমি মত্ত হইয়া উহার যজ্ঞে বিরাজ কর।

৫। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবকারীগণ, যে ধন তোমার নিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সেই ধন আমায় দান কর। আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

৬। হে ইন্দ্র! বিশেষদর্শী স্তোতা যখন তোমার উদ্দেশে শত্রুর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় (সকল গুণ) তোমায় আরোহণ করে।

৭। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর। যখনই সোমদ্বারা প্রমত্ত হও, তখনই সুকার্য্যকার যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর।

৮। ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের ন্যায় বিহার করিতেছে; স্বর্গপতি ইন্দ্র এই স্তুতিদ্বারা পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন।

৯। বশী এক ইন্দ্রই মনুষ্যসমূহের পালয়িতা বলিয়া উক্ত হন। তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সহিত সোমাভিষবে প্রমত্ত হও।

১০। হে স্তোতা বিপশ্চিৎ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর; উহাঁর শত্রু-পরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্মানের গৃহে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, তুমি স্নিগ্ধরূপ, শীঘ্রগামী অশ্বের সহিত যজ্ঞে আগমন কর। যে হেতু উহাতেই তোমার সুখ।

১২। হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র! আমরা স্তুতি করিতেছি, আমা-দিগকে ধন প্রদান কর। স্তোতাগণকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১৩। হে ইন্দ্র! সূর্য্য উদিত হইলে তোমাকে আহ্বান করি, দিবসের মধ্যভাগে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি প্রীত হইয়া গমনশীল অশ্বের সহিত আগমন কর।

১৪। হে ইন্দ্র! শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র গমন কর, গব্যমিশ্রিত অভি-যুত সোমে প্রীত হও। অনন্তর আমি যেরূপ জানিতেছি, সেইরূপ পূর্ব্ব-কৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর।

১৫। হে শক্র! হে বৃত্রহন্! যদি দূরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক, যদি বা অন্তরীক্ষে থাক, সকল স্থান হইতে সোম পান করতঃ রক্ষাকারী হও।

১৬। আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুক, অভিষুত সোমসমূহ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুক, হব্যযুক্ত মনুষ্যগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হইয়াছে।

১৭। মেধাবী রক্ষাভিলাষীগণ সেই ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহ-দ্বারা বর্দ্ধিত করে, পৃথিবী (স্থিত সমস্তলোক) শাখার ন্যায় বর্দ্ধিত করে।

১৮। দেবগণ ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের স্তুতিসমূহ সর্ব্বদা বর্দ্ধয়িতা সেই ইন্দ্রকেই বর্দ্ধিত করুক।

১৯। (হে ইন্দ্র)! তোমার স্তোতা অনুকূলকর্ম্মা হইয়া কালে কালে উক্থসমূহ উচ্চারণ করে; তুমি অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলিয়া স্তুত হও।

২০। যাঁহাদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সেই রুদ্রের অপত্য (মরুৎগণ) চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন।

২১। (হে ইন্দ্র)! যদি তুমি আমায় সখ্য প্রদান কর ও এই (সোমরূপ) অন্ন পান কর; তাহা হইলে আমরা সমস্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিতে পারিব।

২২। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! কখন্ তোমার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হইবে? কখন্ আমাদিগকে গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত (ধন) দান করিবে?।

২৩। হে জরারহিত (ইন্দ্র)! সুস্তুত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ (আমাদের নিকট আনয়ন করুক; তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি।

২৪। মহান্ ও বহুকর্ত্তৃক স্তুত সেই ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি। তিনি প্রীতিকর কুশোপরি উপবেশন করুন, অনন্তর দ্বিবিধ (হব্য স্বীকার করুন)।

২৫। হে বহুকর্ত্তৃক স্তুত (ইন্দ্র)! তুমি ঋষিগণকর্ত্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্য্য-দ্বারা (আমাদিগকে) বর্দ্ধিত কর এবং আমাদের অভিমুখে প্রবৃদ্ধ অন্ন দান কর।

২৬। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি এই প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক হইয়া থাক; আমি যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপ্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ করি।

২৭। হে ইন্দ্র! প্রসিদ্ধ ও হর্ষান্বিত ও বিস্তীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত করতঃ এই যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর।

২৮। তোমার যে রুদ্রপুত্র (মরুৎগণ আছেন) তাঁহারা শ্রেয়নীয়, (এই যজ্ঞে) আগমন করুন; আর মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যাভিমুখে আগমন করুন।

২৯। ইন্দ্রের এই হিংসক (মরুৎপ্রভৃতি প্রজাগণ) দ্যুলোকে যে স্থানে (আছে), তাহা সেবা করেন এবং যাহাতে আমরা (ধন) লাভ করিতে পারি, এরূপ যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্নিহিত থাকেন।

৩০। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর, এই ইন্দ্র দ্রষ্টব্য ফলার্থে যজ্ঞ আনুপূর্ব্বরূপে পরিদর্শন করিয়া নিষ্পন্ন করেন।

৩১। হে ইন্দ্র! তোমার এই রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

৩২। (অভিষব) প্রস্তর অভীষ্টবর্ষী, মত্ততা অভীষ্টবর্ষী, এই অভিষুত সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ (তোমার নিকট) গমন করিতেছে উহা অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

৩৩। হে বজ্রবান্! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি (হব্য) সেচক, আমি নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। যে হেতু তুমি তোমার উদ্দেশে (কৃত) স্তুতি গ্রহণ কর; অতএব তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

---

১৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি নামক ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়।

হে শক্তিমান্! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোতাকে দান করিতে ইচ্ছা করিব এবং (প্রার্থিত ধন) দান করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্দ্ধক (স্তুতিরূপ) ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হইয়া ধন দান করিতে ইচ্ছা কর, তখন তোমার ধনের নিবারক দেবতা নাই, মনুষ্যও নাই।

৫। যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, যে হেতু তিনি দ্যুলোকে মেঘকে শয়িত করতঃ পৃথিবীকে (বৃষ্টি দানে) বিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বর্দ্ধমান এবং (শত্রুগণের) সমস্ত ধনের জেতা, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করিব।

৭। সোমজনিত মত্ততা হইলে ইন্দ্র দীপ্তিমান অন্তরীক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যে হেতু তিনি বলকে ভেদ করিয়াছেন।

৮। তিনি গুহা মধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করতঃ অঙ্গিরাগণকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করিয়াছিলেন।

৯। ইন্দ্র দ্যুলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করিয়াছেন; দৃঢ় (নক্ষত্র সকলকে) কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না।

১০। হে ইন্দ্র! সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় তোমার স্তোত্র সকল শীঘ্র গমন করে, তোমার প্রমত্ততা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনীয়, তুমি উক্থদ্বারা বর্দ্ধনীয়, তুমি স্তোতাগণের কল্যাণকর।

১২। কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয়, সোমপানার্থ শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জলের ফেনাদ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলে ও সমস্ত শত্রুগণকে জয়(১) করিয়াছিলে।

(১) পূর্ব্বকালে ইন্দ্র অসুরগণকে জয় করিয়া নমুচিকে ধরিতে পারেন নাই। নমুচি তাঁহাকে ধরিয়াছিল। সে ইন্দ্রকে ধরিয়া বলিল "আমি তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি, যদি তুমি দিনে অথবা রাত্রে শুষ্ক অথবা আর্দ্র আয়ুধদ্বারা আমায় না বিনাশ কর" সুতরাং ইন্দ্র তাহাকে সন্ধ্যাকালে ফেনাদ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন। সায়ণ। কিন্তু এ উপাখ্যান পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি মায়াদ্বারা সর্ব্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছু দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি সোম পান করতঃ উৎকৃষ্টতর হইয়া সোমাভিষবহীন জনসংঘদিগের পরস্পর বিরোধীকরতঃ(২) বিনাশ কর।

---

১৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোসূক্তী এবং অশ্বসূক্তী ঋষি।

১। অনেকের আহুত, অনেকের স্তুত, সেই ইন্দ্রকে স্তব কর, বাক্যদ্বারা মহান্ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা কর।

২। দুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন, শীঘ্রগমনকারী মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্য্যদ্বারা ধারণ করেন।

৩। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! তুমি শোভা পাইতেছ, তুমি জেতব্য এবং শ্রবণযোগ্য (ধন) নিয়ত করিবার জন্য একাকী বৃত্রগণকে বধ করিতেছ।

৪। হে বজ্রবান্! তোমার হর্ষের প্রশংসা করি, উহা অভিলাষপ্রদ, সংগ্রামে শত্রুদিগের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয়।

৫। হে ইন্দ্র! যে হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্য্যাদি দান করিয়াছিলে, সেই হর্ষে হৃষ্ট হইয়া তুমি প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের কর্ত্তা হইয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় অদ্যও উকৃথ মন্ত্রোচ্চারণকারীগণ তোমার সেই বলের প্রশংসা করে। তুমি ও পর্জ্জন্য যাহাদের স্বামী প্রতি দিবস সেই জল জয় কর।

৭। হে ইন্দ্র! স্তুতি তোমার সেই বৃহৎ বীর্য্য, তোমার সেই বল কর্ম্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার বল বর্দ্ধিত করিতেছে, পৃথিবী তোমার যশ বর্দ্ধিত করিতেছে, অন্তরীক্ষ ও মেঘ তোমায় প্রীত করে।

---

(২) সোমাভিষববিহীন লোক বোধ হয় যজ্ঞবিরোধী অনার্য্যগণ।

৯। হে ইন্দ্র! মহান্, নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করিতেছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হইতেছে।

১০। তুমি বর্ষক এবং দেবজন মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা, তুমি সুন্দর পুত্রাদির সহিত সমস্ত ধন ধারণ কর।

১১। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! তুমি একাকী মহান্ শত্রুসমূহকে বিনাশ কর। কেহ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না।

১২। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তোমাকে স্তোত্রদ্বারা রক্ষার্থে নানা প্রকারে স্তুতি করে, সেই যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্তৃক আহূত হইয়া শত্রুবল জয় কর।

১৩। (হে স্তোতা)! আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্য্যাপ্ত ও পরি-ব্যাপ্ত রূপকে স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ কর্ম্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের জন্য স্তুতি কর।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি।

১। মনুষ্যগণের মধ্যে সম্রাট ইন্দ্রকে স্তব কর। তিনি স্তুতিদ্বারা স্তুত্য, নেতা, শত্রুদিগের অভিভবিতা ও সর্ব্বাপেক্ষা দাতা।

২। জলের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রে যে রূপ শোভা পায়, উক্থ সকল সেই-রূপ ইন্দ্রে শোভাপায়, সমস্ত শ্রবণীয় তাঁহাতে শোভা পায়।

৩। উত্তম স্তুতিদ্বারা ধনলাভার্থ সেই ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতেছি। তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভাপান, সংগ্রামে মহৎকার্য্য করেন এবং তিনি বলবান্।

৪। যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিস্তীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরগণের যুদ্ধে হর্ষযুক্ত।

৫। ধনপ্রাপ্ত হইলে সেই ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনের জন্য আহ্বান কর। ইন্দ্র যাহাদের তাহারা জয়লাভ করে।

৬। সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয়; মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর করেন। এই ইন্দ্রই ধনের কর্ত্তা হন।

৭। ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোকের কর্ত্তৃক আহূত, তিনি মহৎকার্য্যের দ্বারা মহান্।

৮। তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুগণের অবসাদকর, তিনি বহুকর্ম্মা, তিনি এক হইয়াও শত্রুগণের অভিভবিতা।

৯। চর্ষণিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অর্চ্চনামন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে।

১০। তিনি প্রশস্য ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিঃ প্রকাশক, আয়ুধদ্বারা শত্রুগণের অভিভবকর।

১১। তিনি পূরয়িতা এবং বহুকর্ত্তৃক আহূত; তিনি আমাদিগকে সমস্ত শত্রুগণ হইতে নৌকাদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে পার করুন।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বলের দ্বারা ধন প্রদান কর, আমাদিগকে পথ প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিমুখে সুখ প্রদান কর।

---

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আগমন কর, তোমার জন্য (সোম) অভিষুত হইয়াছে, এই সোম পান কর, আমাদের এই কুশোপরি উপবেশন কর।

২। হে ইন্দ্র! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনয়ন করুক, তুমি (যজ্ঞে) আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।

৩। আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রদ্বারা তোমায় আহ্বান করিতেছি; আমরা সোমযুক্ত এবং অভিষুত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোমপায়িকে আহ্বান করিতেছি।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা অভিষুত সোমযুক্ত, আমাদের অভিমুখে আগমন কর, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হও, হে শিপ্রযুক্ত! তুমি অন্ন ভক্ষণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার কুক্ষিদ্বয়ে সোম সেক করিতেছি, সোমক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করুক; মধুর সোম জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি সুদাতা, এই মাধুর্য্যবান্ সোম তোমার শরীরের জন্য স্বাদু হউক, ইহা তোমার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হউক।

৭। হে লোকপতি ইন্দ্র! স্ত্রীর ন্যায় সংবৃত এই সোম তোমার নিকট গমন করুক(১)।

৮। বিস্তীর্ণ কন্দরবিশিষ্ট, স্থূল উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র (সোম-রূপ) অন্নজনিত হর্ষ উদয় হইলে শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের স্বামী হইয়া আমাদের অগ্রে গমন কর; হে বৃত্রহা! তুমি শত্রুগণকে বধ কর।

১০। হে ইন্দ্র! যাহার দ্বারা তুমি সোমাভিষবকারীকে ধন দাও, তোমার সেই অঙ্কুশ দীর্ঘ হউক।

১১। হে ইন্দ্র! এই সোম তোমার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ, (কুশে) বিশেষরূপে শোভিত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ সোমের অভিমুখে আগমন কর। নিকটে গমন কর ও পান কর।

১২। হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! তোমার সুখের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, হে আখণ্ডল! উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহূত হইয়াছ।

১৩। হে শৃঙ্গবৃষার পুত্র ইন্দ্র(২)! তোমরা যে উৎকৃষ্ট রক্ষক, কুণ্ড পার্য্য(৩), (যজ্ঞ) আছে তাহাতে (ঋষিগণ) মন দিয়াছিলেন।

---

(১) স্ত্রী যেরূপ সংবৃত হইয়া স্বামীর নিকট আসিয়া তাহার সুখ বর্দ্ধন করে, এই সোম তোমায় সেইরূপ করুক, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম।

(২) শৃঙ্গবৃষা এক জন ঋষির ন্যায়, ইন্দ্র তাহাকে পিতা বলিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) যে যজ্ঞে কুণ্ডে সোম পান করা যায়, তাহার নাম কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ। সায়ণ।

১৪। হে বাস্তোষ্পতি! স্থূণা দৃঢ় হউক, আমরা সোম সম্পাদক, আমাদের স্কন্ধে রক্ষা সমর্থক বল হউক, ক্ষরণশীল, বহু পুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিদিগের মিত্র হউন।

১৫। সর্পের ন্যায় সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হইয়াও বহুতর শত্রুকে অভিভূত করেন। (স্তোতা) ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে।

১৮ সূক্ত।

অষ্টম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা; নবম ঋকের অগ্নি, সূর্য্য, ও বায়ু দেবতা; অবশিষ্টের আদিত্য দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি।

১। এই সকল আদিত্যগণের নিকট মনুষ্য অপূর্ব্ব সুখ যাচ্ঞা করে।

২। এই আদিত্যগণের পথ শত্রুকর্ত্তৃক অপ্রতিগত ও অহিংসিত, অতএব সেই পালনশীল মার্গ সুখবর্দ্ধক।

৩। আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচ্ঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদিগকে সেই সুখ প্রদান করুন।

৪। হে দেবী, বহুলোকের প্রিয় অদিতি! তুমি প্রতিপালন করিলে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তুমি প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সহিত সুন্দরভাবে আগমন কর।

৫। অদিতির সেই পুত্রগণ দ্বেষ্টাগণকে পৃথক্ করিতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্ম্মকর্ত্তা রক্ষকগণ পাপ হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে জানেন।

৬। অদিতি আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন, অদ্বয়া অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন, সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৭। স্তুতিযোগ্য অদিতি রক্ষার সহিত দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন; সেই অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।

৮। প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের হইতে পাপ পৃথক্ করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।

৯। অগ্নি নানা অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য্য সুখপ্রদ হইয়া তাপদান করুন, বায়ু তাপশূন্য হইয়া বাহিত হউন ও শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।

১০। হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত কর, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর, দুর্ম্মতি দূরীভূত কর। আদিত্যগণ আমাদিগকে পাপ হইতে পৃথক করুন।

১১। হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, দুর্ম্মতিকে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, হে সর্ব্বজ্ঞগণ! শত্রুদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর।

১২। হে সুদানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোতাকেও পাপ হইতে মুক্ত করে, আমাদিগকে সেই কল্যাণ প্রদান কর।

১৩। যে কোন মনুষ্য আমাদিগকে রাক্ষসভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্য্যের দ্বারাই হিংসিত হউক; সে ব্যক্তি অপগত হউক।

১৪। যে দুষ্কৃতিশালী মনুষ্য আমাদিগের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধন প্রাপ্ত হউক।

১৫। হে বাসপ্রদ আদিত্য দেবগণ! তোমার পক্ববুদ্ধি স্তোতার নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও।

১৬। আমরা মেঘসম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজনা করিতেছি। হে দ্যাবাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হইতে দূর দেশে প্রেরণ কর।

১৭। হে বসু আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদিগকে সমস্ত দুরিত হইতে পার কর।

১৮। হে আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর তেজোবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ুঃ প্রেরণ কর।

১৯। হে আদিত্যগণ! আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্ত্তমান, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাদেরই হইব।

২০। মরুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট বৃহৎ শীতাদি নিবারক গৃহ মঙ্গলার্থ যাচ্ঞা করি।

২১। হে মিত্র! হে অর্য্যমা! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! তোমরা সকলে হিংসারহিত পুত্রাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এই তিনের নিবারক গৃহ প্রদান কর।

২২। হে আদিত্যগণ! যে মনুষ্যগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাহাদের জীবনার্থ আয়ুঃ উত্তমরূপে বর্দ্ধিত কর।

---

১৯ সূক্ত।

ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশের ত্রসদস্যু রাজার দান দেবতা; ৩৪ ও ৩৫ ঋকের আদিত্য দেবতা; অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সোভরি ঋষি।

১। হে স্তোতা! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি (হব্য) স্বর্গে লইয়া যান; ঋত্বিকৃগণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন।

২। হে মেধাবী সোভরি! বিভূত দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান্ সোমসাধ্য এই যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্ত্তা; আমরা তোমার ভজনা করি।

৪। অন্নের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য করিয়া এবং জলদেবতাগণের সুখার্থ যজ্ঞ করুন!

৫। যে মনুষ্য সমিধদ্বারা অগ্নির পরিচর্য্যা করে, যে আহুতিদ্বারা ও বেদদ্বারা (পরিচর্য্যা করে), যে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হইয়া নমস্কারদ্বারা (পরিচর্য্যা করে)।

৬। তাহারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান্ হয়, তাহারই যশঃ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্ত্যকৃত পাপ তাহার নিকট যাইতে পারে না।

৭। হে বলের পুত্র! হে অন্নপতি! তোমার (অঙ্গভূত) অগ্নি সমূহের দ্বারা উত্তমাগ্নিযুক্ত হইব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদিগকে কামনা কর।

৮। প্রশংসাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোতাগণের হিতকর, রথের ন্যায় ফলপ্রাপক। হে অগ্নি! তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি ধনের রাজা।

৯। হে সুভগ অগ্নি! যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত হউক, সে প্রশংসনীয় হউক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হউক।

১০। হে অগ্নি! যাহার যজ্ঞের জন্য তুমি ঊর্দ্ধ হইয়া থাক, সে নিবাস-শীল বীরযুক্ত হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা (জয়) ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় উহক, সে মেধাবী ও বীরগণের সহিত মিলিত হয়।

১১। বিশ্বের বরণীয়, রূপবান্ অগ্নি যাহার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন, তাহার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয়।

১২। হে বলের পুত্র বসু অগ্নি! মেধাবী অথবা স্তোতার হব্য দানে ত্বরাবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্ত্ত্যগণের উপরি ব্যাপ্ত কর।

১৩। যে হব্য দান ও নমস্কারের দ্বারা শোভন বলযুক্ত অগ্নির পরি-চর্য্যা করে, অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামি তেজোবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্য্যা-করে, (সে সমৃদ্ধ হয়)।

১৪। যে মনুষ্য এই অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্য্যা করে, সে কর্ম্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হইয়া দ্যোত-মান অন্নদ্বারা জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে।

১৫। হে অগ্নি! যে ধন গৃহে রাক্ষসাদিকে অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সেই ধন আহরণ কর।

১৬। যে অগ্নির তেজের দ্বারা বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যাহার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্তোত্রজ্ঞ হইয়া এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, হে অগ্নি! তোমার সেই তেজের পরিচর্য্যা করি।

১৭। হে মেধাবী দ্যুতিমান্ অগ্নি! যে মেধাবীগণ মনুষ্যদিগের সাক্ষিস্বরূপ, সুন্দরকর্ম্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তাহারাই উৎকৃষ্ট ধ্যানযুক্ত হয়।

১৮। হে সুভগ! তাহারাই তোমার জন্য বেদী প্রস্তুত করে, আহুতি প্রদান করে, দ্যুতিমান্ দিনে অভিমতার্থ উদ্যোগ করে, তাহারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তাহারাই তোমাতে অভিলাষ প্রাপ্ত হয়।

১৯। আহুত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হউন। হে সুভগ অগ্নি! তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হউক, যজ্ঞে কল্যাণকর হউক, স্তুতি কল্যাণকর হউক।

২০। হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদিগের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা তোমার ভজনা করিব।

২১। আমরা স্তুতিদ্বারা মনুকর্ত্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা করি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞকারী, হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হন।

২২। তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান্ অগ্নির উদ্দেশে, হে স্তোতা! অন্নবিষয়ে গান কর। অগ্নি সুনৃত বাক্যদ্বারা স্তুত ও ঘৃতদ্বারা আহূত হইয়া (স্তোতাকে) শোভনবীর্য্য দান করেণ

২৩। ঘৃতের দ্বারা আহূত অগ্নি যখন ঊর্দ্ধে এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন অসুর(১) (সূর্য্যের) ন্যায় আপনার রূপ প্রকাশ করেন।

(১) ষষ্ঠ অষ্টকে অসুর শব্দ আট বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

৮ মণ্ডলের	১৯	সূক্তের	২৩	ঋকে	সূর্য্য	সম্বন্ধে।
,,	২০	,,	১৭	,,	মেঘ বা বল	,,
,,	২৫	,,	৪	,,	মিত্র ও বরুণ	,,
,,	২৭	,,	২০	,,	দেবগণ	,,
,,	৪২	,,	১	,,	বরুণ	,,
,,	৯০	,,	৬	,,	ইন্দ্র	,,
,,	৯৬	,,	৯	,,	বলবান্ শত্রু	,,
,,	৯৭	,,	১	,,	,, ,,	,,

অতএব শেষের দুইটী স্থান ভিন্ন আর সকল স্থানেই অসুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪। যে মনুকর্ত্তৃক আহিত দ্যোতমান্ অগ্নি সুগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান্, মরণরহিত সেই অগ্নি ধনের পরিচর্য্যা করেন।

২৫। হে বলের পুত্র আহূত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! আমি(২) মর্ত্ত্য, আমি যেন তুমি হইতে পারি।

২৬। হে বসু! তোমাকে মিথ্যাপবাদের জন্য তিরস্কার করিব না, হে (সত্য)! তোমায় পাপের জন্য তিরস্কার করিব না। আমার স্তোতা (অনভিমত বচনদ্বারা) তোমার প্রতি আক্রোশ করিবে না। দুর্বুদ্ধি-শক্ত যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপ বুদ্ধিদ্বারা (আমাদের বাধা দিতে না পারে)।

২৭। পুত্র পিতার উদ্দেশে যেরূপ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগণের উদ্দেশে সেইরূপ আমাদের হব্য প্রেরণ করেন।

২৮। হে বসু! তোমার নিকটবর্ত্তী রক্ষাদ্বারা, আমি মর্ত্ত্য, আমি যেন সর্ব্বদা প্রীতি সেবা করিতে পারি।

২৯। হে অগ্নি! তোমার পরিচর্য্যাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, তোমায় হব্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, হে বসু! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধি, তোমাকেই আমার রক্ষক বলিয়া বলে। হে অগ্নি! দানার্থ হৃষ্ট হও।

৩০। হে অগ্নি! তুমি যাহার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষাদ্বারা সে প্রবর্দ্ধিত হয়।

৩১। হে সোমসিক্ত, স্রবণবান্, নীড়বান্, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি! তোমার জন্য সোম গৃহীত হইতেছে; তুমি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও।

৩২। সৌভরিগণ রক্ষার্থ অগ্নির নিকট গমন করিতেছে, তিনি সহস্র তেজোবিশিষ্ট, সম্রাট্ এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আগমন করেন।

---

(২) মূলে "ত্বং অগ্নে মর্ত্ত্যঃ ত্বংস্যাং অহং" আছে। মর্ত্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় হইবার অভিলাষ করিতেছেন। ২১ ও ২৪ ঋক হইতে প্রকাশ হইতেছে, যে মনু অগ্নি পূজার একজন অনুষ্ঠান কর্ত্তা।

৩৩। হে অগ্নি! অন্য অগ্নি সকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে মনুষ্যগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করতঃ অন্য স্তোতার ন্যায় দ্যোতমান্ অন্ন প্রাপ্ত হইব।

৩৪। হে দ্রোহরহিত, উত্তম দানবিশিষ্ট আদিত্যগণ! সমস্ত হবিষ্মানগণের মধ্যে যাহাকে পারে লইয়া যাও (সেই ফল লাভ করে)।

৩৫। হে শোভমান্, শত্রুগণের অভিভবিতা আদিত্যগণ! তোমরা মনুষ্যদিগের বিনাশকর শত্রুবর্গকে (অভিভূত কর)। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্য্যমা! সেই আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হইব।

৩৬। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে ৫০ জন বধূ প্রদান করিয়াছেন; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য্য এবং সৎপতি।

৩৭। সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণদিগের নেতা, পূজনীয় ধনদানার্হ ২১০ সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যু অন্ন ও ধন দান করিয়াছিলেন (৩)।

---

২০ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি।

১। হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ! তোমরা আগমন কর, হিংসা করিও না, তোমরা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতকেও কম্পিত কর; আমাদিগের অন্যত্র থাকিও না।

২। হে দীপ্তনিবাসযুক্ত রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! সুন্দর দীপ্তিযুক্ত দৃঢ় নেমিযুক্ত রথে আগমন কর। হে সকলের স্পৃহনীয়গণ! তোমরা সোভরিকে কামনা করতঃ অন্নের সহিত অদ্য আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

৩। কর্ম্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় (জলের) সেক্তা রুদ্রপুত্র মরুৎগণের উগ্র বল জানি।

---

(৩) "প্রষিয়োঃ ও বষিয়োঃ" পদের অর্থ বুঝা গেল না।

৪। হে সুন্দর আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ! তোমরা যখন কম্পিত কর, তখন দ্বীপ সকল পতিত হয়; স্থাবর পদার্থ দুঃখ প্রাপ্ত হয়; দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, গমনশীল জল প্রগত হয়।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা গমন করিলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয়।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের দলের গমনার্থ দ্যুলোক বৃহৎ অন্তরীক্ষ ত্যাগ করতঃ ঊর্দ্ধগত হইয়াছেন। বহুবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীরে ধারণ করিতেছেন।

৭। দীপ্ত বলবান্, বর্ষণরূপ ও অকুটিলরূপ নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করিতেছে।

৮। সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হইতেছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভাব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হউন।

৯। হে সোমবর্ষী অধ্বর্য্যুগণ! বৃষ্টিপ্রদ মরুৎগণের বলার্থ হব্য আহরণ কর। ঐ বলদ্বারা তাঁহারা সেক্তা ও প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত হয়েন।

১০। নেতা মরুৎগণ সেচনসমর্থ, অশ্বযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদরূপযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদ, নাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়াসে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আগমন করুন।

১১। মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরূপই। দীপ্যমান সুবর্ণময় হার শোভা পাইতেছে। বাহুর উপরি ভাগে আয়ুধ সকল অত্যন্ত দ্যুতিলাভ করিতেছে।

১২। উগ্র বৃষ্টিপ্রদ, উগ্রবাহুযুক্ত মরুৎগণ আপনার শরীরে যত্ন করেন না। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথে ধনু সকল ও আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হইয়াছে, অতএব সৈনামুখে তোমাদেরই জয় হয়।

১৩। উদকের ন্যায় সর্ব্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হইয়াই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের ন্যায় ভোগার্থ পর্য্যাপ্ত হয়।

১৪। তাহাদিগকে বন্দনা কর, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। আমরা আর্য্য স্বামীর হীন সেবকের ন্যায় কম্পোৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক, তাঁহাদের দান মহত্ত্বযুক্ত।

১৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের রক্ষা লাভ করিয়া স্তোতা অতীত দিবসসমূহে সুভগ হইয়াছে, যে স্তোতা, সে অবশ্য (তোমাদেরই) হয়।

১৬। হে নেতাগণ! তোমরা হব্যভক্ষণার্থে যে হবিষ্মান্ ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন কর, হে কম্পোৎপদনা! মরুৎগণে দ্যুতিমান্ অন্ন এবং অন্ন সম্ভোগদ্বারা তোমাদের দেয় সুখ তাহাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

১৭। রুদ্রের পুত্র অসুরের বিধাতা(১), নিত্য তরুণ মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া যাহাতে আমাদের কামনা করেন, এই স্তোত্র সেইরূপ হউক।

১৮। যে সুন্দর দানবিশিষ্ট (যজমান) মরুৎগণকে পূজা করে, যাহারা সেক্তাগণকে হব্যদ্বারা পূজা করে, আমরা এই উভয় প্রকারের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে আগমন করতঃ মিলিত হও।

১৯। হে সোভরি! নিত্যতরুণ, অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে, কৃষকগণ যেরূপ, বলীবর্দ্দের স্তব করে, সেইরূপ স্তব কর।

২০। সমস্ত যুদ্ধে (যোদ্ধাগণ) আহ্বান করিলে মরুৎগণ অভিভবকর হয়। আহ্বানযোগ্য মল্লের ন্যায় সম্প্রতি আহ্লাদকর, বৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাক্যদ্বারা বন্দনা করি।

২১। হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গোসমূহ একজাতি বলিয়া সমান বন্ধুযুক্ত হইয়া চারিদিকে পরস্পর লেহন করিতেছে।

২২। হে নৃত্যকারী, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মরুৎগণ! মনুষ্যও তোমাদের সখ্য উদ্দেশে গমন করিতেছে। অতএব আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। সর্ব্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্ব্বদাই আছে।

২৩। হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা রুগণ! মরুৎ সম্বন্ধি ঔষধ আনয়ন কর।

---

(১) সায়ণাচার্য্য এই স্থলে অসুর শব্দে মেঘ অর্থ করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থ বোধ হয় বল বা বলবান্।

২৪। হে মরুৎগণ! যাহাদ্বারা সমুদ্রকে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা (যজমানের শত্রুকে) হিংসা কর, যাহাদ্বারা তৃষ্ণজকে কূপ প্রদান করিয়াছিলে, হে সুখোৎপাদক শত্রুরহিতগণ! সেই কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন কর।

২৫। হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ! সিন্ধুনদে, অসিক্লীতে(২), সমুদ্রে ও পর্ব্বতে যে ঔষধ আছে।

২৬। তোমরা সেই সকল ঔষধ জানিয়া আমাদের শরীরার্থ আনয়ন কর। তদ্দ্বারা আমাদের চিকিৎসা কর। হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে যাহাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেইরূপে বাধা প্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ কর।

(২) অর্থ কৃষ্ণবর্ণা নদী। আধুনিক চিনাব (Chenab) নদী। ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২১ সূক্ত।

শেষ দুইটী ঋকের চিত্র রাজার দান দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি।

১। হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র। আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানা রূপধারী।

২। হে ইন্দ্র! যজ্ঞ রক্ষার্থ তোমার নিকট যাইতেছি। এই ইন্দ্র শত্রুদিগের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করিতেছি।

৩। হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্ব্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র! আগমন কর। এই সকল সোম তোমারই, তুমি পান কর।

৪। আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমান্। তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা করিব। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমার যে তেজ আছে। সেই সমস্ত তেজের সহিত সোম পানার্থ আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিষণ্ণ হইয়া আমরা তোমারই স্তব করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্র! এই স্তোত্রের সহিত তোমার অভিমুখে তোমারই স্তব করিব। তুমি কেন বারম্বার চিন্তা করিতেছ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদিগের কর্ম্ম তোমারই নিকটে আছে।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষা লাভ করিয়া আমরা নূতনই হইব। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! পূর্ব্বে জানিতাম না, যে তুমি মহান্। সম্প্রতি জানিয়াছি।

৮। হে শূর ইন্দ্র! আমরা তোমার সখিত্ব জানিয়াছি, তোমার ভোজ্য জানিয়াছি। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমার সখ্য ও ধন যাচ্ঞা করিতেছি। হে বাসপ্রদ, সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! গোযুক্ত সমস্ত অন্নে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

৯। হে সখাগণ! যে ইন্দ্র পূর্ব্বকালে এই প্রশস্ত ধন আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের রক্ষার্থ তাঁহাকেই স্তব করিতেছি।

১০। হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে, যে কেহ আনন্দিত হয়, সেই স্তব করে। মঘবা ইন্দ্র তাঁহার স্তোতা বলিয়া আমাদিগকে শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ আনয়ন করিয়া দিন।

১১। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমাকে সহায় লাভ করিয়া গোবিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধে অতি ক্রোধান্বিত শত্রুকে নিরাকৃত করিব।

১২। হে পুরুহূত ইন্দ্র! আমাদিগের হিংসাকারীগণকে যুদ্ধে জয় করিব। পাপবুদ্ধি লোককে পরাভূত করিব। মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিব। কর্ম্ম বর্দ্ধিত করিব। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম্ম সকল রক্ষা কর।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা (লাভ করিয়া থাক)।

১৪। হে ইন্দ্র! ধনবান্ মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি তোমার হিংসা করে। যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর, তখনই সে পিতার ন্যায় তোমায় আহ্বান করে।

১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার মত দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হইয়া সোমাভিষবশূন্য যেন না হই। সোম অভিষুত হইলে একত্রে উপবেশন করিব।

১৬। হে গোপ্রদ ইন্দ্র! আমরা তোমার। আমরা যেন ধন শূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। তুমি স্বামী, তুমি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন কর। তোমার দান কেহই হিংসা করিতে পারে না।

১৭। আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমার এই ধন দিয়াছেন? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র! তুমিই দিয়াছ(১)।

১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধনদানদ্বারা তাহাদিগকে প্রীত করেন।

---

২২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও রুদ্রবর্ত্মা, তোমরা সূর্য্যার জন্য যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, অদ্য রক্ষার্থে সেই দর্শনীয় রথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে সোভরি! কল্যাণকর স্তুতিদ্বারা এই রথকে প্রসন্ন কর। ইহা প্রাচীনগণের পোষক, সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও সকলের স্পৃহনীয়। ইহা সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও উপদ্রবরহিত।

৩। শত্রুদিগের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর গৃহগামী, হে অশ্বিদ্বয়! এই কর্ম্ম রক্ষার্থে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে আমাদের অভিমুখ করিব।

৪। তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র তোমাদের সহিত গমন করে। তোমরা সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাক। হে জলপতিদ্বয়! তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথে তিনটী বন্ধুর আছে, উহার বলগা সুবর্ণনির্ম্মিত। উহা প্রসিদ্ধ হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্ব্বোক্ত রথে আগমন কর।

---

(১) চিত্র নামক রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সোভরি তাঁহার যজ্ঞে বহুধন লাভ করতঃ এই দুইটী ঋকের দ্বারা তাহার দানের স্তুতি করিয়াছিলেন। সায়ণ।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন দ্যুলোকস্থিতজল মনুকে প্রদান করতঃ তোমরা লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ(১)। হে জলপতি অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি।

৭। হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যজ্ঞের পথে আমাদের নিকটে আগমন কর। হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয়; এই পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষিকে প্রভূত ধনদানদ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলে।

৮। হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য প্রস্তরদ্বারা এই সোম অভিষুত হইয়াছে, সোমপানার্থ আগমন কর, হব্যদায়ীর গৃহে পান কর।

৯। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! যাহাদ্বারা পক্‌থকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অধ্রিগুকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত রক্ষার সহিত শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট আগমন কর। আর আতুরের চিকিৎসা কর।

১১। আমরা মেধাবী ও স্বকার্য্যে ত্বরাবান্‌, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্বকার্য্যে ত্বরাবান্‌। তোমাদিগকে দিবসের এই কালে স্তুতি দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

১২। হে বর্দ্ধনশীল অশ্বিদ্বয়! সেই সমস্ত রক্ষার সহিত নানারূপবিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এই আহ্বানের অভিমুখে আগমন কর, তোমরা হব্যাভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, তোমার যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ কর। যাহাদ্বারা কৃশকে বর্দ্ধিত কর, তাহার সহিত আগমন কর।

১৩। দিবসের এই কালে সেই অশ্বিদ্বয়কে যে অভিবাদন করতঃ তাঁহাদিগকে স্তব করিতেছি, তাহাদের নিকটেই স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করিতেছি।

(১) অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিয়া মনুষ্যগণকে কৃষি কার্য্য শিক্ষা করাইয়াছ।

১৪। তাঁহারা জলপতি ও রুদ্রবর্ত্মা। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহই তাহাদিগকে আহ্বান করিব। হে অন্নধন রুদ্রদ্বয়! মনুষ্যশত্রুর হস্তে আমাদিগকে প্রদান করিও না।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! লোকের সহিত মিলিত হওয়াই তোমাদের স্বভাব। আমি সুখের যোগ্য, প্রাতঃকালে আমার জন্য সুখ আনয়ন কর। আমি সোভরি, আমি পিতার ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিব।

১৬। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, অভিলাষপ্রদ, শত্রুগণের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদ্বয়! শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষণার্থ নিকটবর্ত্তী হও।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সোম পান করিয়া থাক। তোমরা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্যবিশিষ্ট করিয়া আগমন কর।

১৮। যাহার দান সুন্দর, যাহার বীর্য্য সুন্দর, যাহার সুন্দররূপ সকলের বরণীয়, বলবান্ ব্যক্তি যাহা অভিভব করিতে পারে না, সেই ধন আমরা ধারণ করিতেছি। হে অন্নধন অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আগমন হইলে সমস্ত ধন লাভ করিব।

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা ঋষি।

১। অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই অগ্নিকে স্তুতি কর। যাঁহার দীপ্তি কেহ গ্রহণ করিতে পারে না; যাঁহার ধূম সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হয়, সেই অগ্নির পূজা কর।

২। হে সর্ব্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি! মাৎসর্য্যশূন্য যজমানের জন্য রথাদিদাতা অগ্নিকে বাক্যদ্বারা স্তব কর।

৩। শত্রুদিগের বাধাপ্রদ এবং ঋকসমূহের দ্বারা অর্চ্চনীয় অগ্নি যাহাদিগের অন্ন ও (সোম) রস জ্ঞানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহারা ধন লাভ করে।

৪। অত্যন্ত দীপ্তিমান, সন্তাপপ্রদ, দণ্ডবিশিষ্ট, সুন্দর দীপ্তিশালী ও যজমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গত হইল।

৫। হে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি! সম্মুখভাগে বৃহৎ দীপ্তিদ্বারা সুশোভিত হইয়া এবং স্তূয়মান হইয়া, তুমি দ্যুতিমতী শিখার সহিত উদ্গত হও।

৬। হে অগ্নি! দেবগণকে হব্যের পর হব্য প্রদান করতঃ সুন্দর স্তোত্রের সহিত গমন কর। যেহেতু তুমি হব্যবাহী দূত।

৭। মনুষ্যদিগের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে এই বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিতেছি। তোমাদের জন্যই তাঁহাকে স্তব করিতেছি।

৮। অদ্ভুত প্রজাবিশিষ্ট, বন্ধুসদৃশ এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থ্যপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

৯। হে যজ্ঞাভিলাষীগণ! এই যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবান্ অগ্নিকে হব্য-যুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যদ্বারা সেবা কর।

১০। আমাদের সুনিয়মবদ্ধ যজ্ঞ সকল অঙ্গীরা অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী।

১১। হে জরারহিত অগ্নি! তোমার দীপ্যমান বৃহৎ রশ্মি সকল অভীষ্টবর্ষী হইয়া অশ্বের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছে।

১২। হে বলপতি! তুমি আমাদের উদ্দেশে উত্তম বীর্য্যযুক্ত ধন দান কর। আমাদের পুত্র ও পৌত্রে (যে ধন আছে তাহা) যুদ্ধ কালে রক্ষা কর।

১৩। মনুষ্যগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হইয়া যখনই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত হন; তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন।

১৪। হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজোদ্বারা দগ্ধ কর।

১৫। যে হব্যদায়ী ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যশত্রু মায়াদ্বারাও তাঁহাকে বশ করিতে পারে না।

১৬। আপনাকে ধনবর্ষী করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্যশ্ব নামক ঋষি তোমাকে প্রীত করিয়াছিলেন। যেহেতু তুমি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের জন্য তাঁহাকে সন্দীপিত করি।

১৭। তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, উশনা মনুর গৃহে তোমাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছিলেন(১)।

১৮। হে অগ্নি! বিশ্বদেবগণ মিলিত হইয়া তোমাকেই দূত করিয়াছিলেন। হে দেব অগ্নি! তুমি প্রধান, তুমি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞার্হ হইয়াছিলে।

১৯। অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবর্ত্মা ও তেজোবিশিষ্ট এই অগ্নিকে বীর-মনুষ্য দূত করিয়াছে।

২০। আমরা স্রুক্ গ্রহণ করতঃ সুন্দর দীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজোবিশিষ্ট মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

২১। যে মনুষ্য হব্যদায়ীগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে, সে প্রচুর পুষ্টিকর বীরবিশিষ্ট অন্নলাভ করে।

২২। দেবগণের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকট হব্যযুক্ত স্রুক্ নমস্কারপূর্ব্বক আগমন করিতেছে।

২৩। আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের ন্যায় স্তুতিদ্বারা প্রশস্যতম, পূজ্যতম ও শুভ্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্য্যা করিতেছি।

২৪। হে ব্যশ্বপুত্র ঋষি! তুমি স্থূল যূপের ন্যায় গৃহভব, মহান্ অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা অর্চ্চনা কর।

২৫। মেধাবীগণ মনুষ্যগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন অগ্নিকে রক্ষার্থ স্তব করিতেছে।

২৬। হে অগ্নি! সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে তুমি কুশোপরি উপবিষ্ট হও। তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি মনুষ্য প্রদত্ত হব্য স্বীকার কর।

২৭। হে অগ্নি! বরণীয় বহু (ধন) আমাদিগকে দান কর। বহু-লোকের স্পৃহনীয়, সুন্দর বীর্য্যবিশিষ্ট পুত্র পৌত্রাদি সহিত কীর্ত্তিযুক্ত ধন আমাদিগকে দান কর।

(১) সায়ণ উশনাকে ঋষি ও মনুকে রাজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২৮। তুমি বরণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা। যাহারা সুন্দর সাম গান করে, তাহাদের উদ্দেশে সর্ব্বদা ধনাদি প্রেরণ কর।

২৯। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদিগকে প্রদান কর।

৩০। হে অগ্নি! তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান্, সম্যক্ শোভমান্ ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আনয়ন কর।

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা; শেষ তিনটী ঋকের সুষাম রাজার পুত্র বরুর দানের স্তুতি আছে, অতএব উহাই দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি।

১। হে মিত্রভুত ঋত্বিক্‌গণ! বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিব। তোমাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নেতা, সর্ব্বাপেক্ষা শত্রুধর্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বলদ্বারা বিখ্যাত, বৃত্রকে হনন করতঃ বৃত্রহা হইয়াছ, তুমি শূর, তুমি ধনদ্বারা ধনবান্ ব্যক্তিদিগেরও অধিক দান করিয়া থাক।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান হইয়া নানাবিধ বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদিগকে প্রদান কর। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি নির্গমন কালেই শত্রুগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমদের জন্য ধন প্রকাশ কর। হে শত্রুনাশক! তুমি স্তূয়মান হইয়া সাহঙ্কার মনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

৫। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! প্রতিযোদ্ধাগণ গোসমূহের অন্বেষণ বিষয়ে তোমার দক্ষিণ হস্ত নিবারণ করে না, বাম হস্তও নিবারণ করে না, প্রতিরোধকারীগণও করে না।

৬। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র। স্তুতিবাক্যদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইব, এইরূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠ প্রাপ্ত হয়। তুমি স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ কর, তাহার মানস পূর্ণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুনাশ করিয়াছ, হে উগ্র, বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ! বিশ্বমনা নামক ঋষির সমস্ত কর্ম্মে উপস্থিত হও।

৮। হে বৃত্রহা! হে শূর! হে পুরুহূত ইন্দ্র! নূতন স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ, এই ধন আমরা লাভ করিব।

৯। হে সকলের নর্ত্তয়িতা ইন্দ্র। তোমার বল শত্রুগণ অভিভব করিতে পারে না। হে পুরুহূত! তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর, তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না।

১০। হে অতিশয় পূজনীয়, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র! মহাফললাভার্থ উদর সিক্ত কর। হে মঘবা! তুমি দৃঢ় শত্রুপুর সকল ধনলাভার্থ নষ্ট কর।

১১। হে বজ্রবান্ মঘবা ইন্দ্র! আমরা পূর্ব্বে তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করিয়াছিলাম। তোমার ধন ও রক্ষা আমাদিগকে প্রদান কর।

১২। হে নর্ত্তয়িতা, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! অন্ন, দ্যুতিমান্, যশ ও বললাভার্থ তোমা ভিন্ন আর কাহারও কাছে যাইব না।

১৩। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেই সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি আপনার মহত্ত্ব ও অন্নের সহিত ধনাদি প্রেরণ করেন।

১৪। হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী ব্যশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ কর।

১৫। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান্, সামর্থ্যবান্, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেহ জন্মে নাই।

১৬। হে অধ্বর্য্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্ব্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এই বীর ও বর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে।

১৭। হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র! তোমার পূর্ব্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা অথবা ধন আছে বলিয়া অতিক্রম করিতে পারে না।

১৮। আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

১৯। হে মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, স্তুতি-যোগ্য নেতা ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। এই ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুসেনা অভিভব করেন।

২০। হে ঋত্বিক্‌গণ! যে ইন্দ্র স্তুতি রোধ করেন না, স্তোত্র অভি-লাষ করেন, সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে ঘৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বল।

২১। যে ইন্দ্রের বীরকর্ম্ম অপরিমিত, যাঁহার ধন শত্রুগণ পাইতে পারে না এবং যাঁহার দান জ্যোতির ন্যায় সমস্ত স্তোতাগণকে ব্যাপ্ত করে।

২২। সেই অহিংসনীয়, বলবান্, স্তোতাগণকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে ব্যশ্ব ঋষির ন্যায় স্তব কর। স্বামী ইন্দ্র হব্যদায়ীকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন(১)।

২৩। হে বৈয়শ্ব মনুষ্যগণের দশম(১), অতএব নূতন সুবিদ্বান্, সর্ব্বদা নমস্কারযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি কর।

২৪। আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজমানগণকে জানিতে পারে, হে বজ্রহস্ত! নিঋতিগণকে কিরূপে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা সেইরূপে তুমিই জান।

২৫। অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র! কর্ম্মকারী যজমানের জন্য আমাদিগকে তোমার আশ্রয় দান কর। কুৎস নামক ঋষির জন্য দুই প্রকারে শত্রুগণকে বধ করিয়াছ। আমাদিগকে সেই রক্ষা প্রদান কর।

২৬। হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি স্তোতব্য, তোমারই নিকট গচ্ছিত রাখিবার জন্য ধন যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি আমাদের সমস্ত শত্রু-সেনার অভিভবকারী হও।

---

(১) মনুষ্যগণের দেহে নয়টী প্রাণ আছে, ইন্দ্র তাহাদের দশম প্রাণ। সায়ণ। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না।

২৭। যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে (আর্য্যদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন! দাসের বধার্থ অস্ত্র অবনত কর(২)।

২৮। হে বরুরাজা! সুষামরাজার উদ্দেশে পূর্ব্বকালে যেরূপ যাচকগণকে ধন দিয়াছিলে, সেইরূপ এক্ষণে ব্যশ্বকে প্রদান কর। হে সৌভাগ্যশালিনী অন্নবতী (ঊষা)! তুমিও ধন দান কর।

২৯। হে মনুষ্যগণের হিতকর সোমবান্! যজমানের দক্ষিণা সোমবিশিষ্ট ব্যশ্বপুত্রের নিকট আগমন করুক। শতসহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট স্থূল ধন আমাদের নিকট আগমন করুক।

৩০। হে ঊষাদেবী! যাহারা (কোথায়) এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা তোমার অগ্রবর্ত্তী। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কোথায়" তাহা হইলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ, শত্রুনিবারক এই (বরুরাজা) গোমতীতীরে অবস্থান করিতেছে, (বলিও)।

২৫ সূক্ত।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশের বিশ্বদেবগণ দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি।

১। হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয়! তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ, তোমাদিগকে লোকে (পূজা করে)। (হে ব্যশ্ব)! সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ কর।

২। সুন্দর কর্ম্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান্, বহুকাল হইতে শোভনজন্মা, (অদিতির) তনয় এবং ধৃতব্রত।

৩। মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্ব্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অসুর্য্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।

(২) এই ঋকে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে,। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখ এবং দাস অর্থাৎ অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে।

৪। মহান্, সম্রাট্, অসুর, সত্যবান্ দেব মিত্র ও বরুণ বৃহৎ যজ্ঞ প্রকাশিত করেন।

৫। মহান্ বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, সুকর্ম্মা ও প্রভূত ধনদাতা মিত্র ও বরুণ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন।

৬। (হে মিত্র ও বরুণ)! তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর; জলবতী বৃষ্টি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক।

৭। (হে মিত্র ও বরুণ)! তোমরা সত্যবান্, সম্রাট্ এবং হব্যপ্রিয়, তোমরা বৃহৎ দেবগণকে (গো) যূথের ন্যায় (হৃষ্ট করিবার জন্য) অভিদর্শন কর।

৮। সত্যবান্, সুকর্ম্মা মিত্র ও বরুণ সম্যক্রূপে প্রদীপ্ত হইবার জন্য উপবেশন করুন; ধৃতব্রত, বলবান্ মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন।

৯। চক্ষে (দর্শন করিবার) পূর্ব্বেও পথবিৎ, (সকলের) প্রেরক, চিরন্তন মিত্র ও বরুণ অহ্ঃসহ তেজোবলে শোভিত হউন।

১০। অদিতিদেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান্ মরুৎগণ রক্ষা করুন।

১১। হে শোভনদানবিশিষ্ট (মরুৎগণ)! তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগের নৌকা রক্ষা কর, আমরা তোমাদের পালনের সহিত মিলিত হইব।

১২। আমরা অহিংসিত হইয়া হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে (স্তুতি করিব)। হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু! তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য স্তুতি শ্রবণ কর।

১৩। আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করি; মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা এই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন।

১৪। পর্জ্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন, মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভীষ্টবর্ষী দেবগণ মিলিত হইয়া রক্ষা করুন।

১৫। তাঁহারাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জল যেমন বৃক্ষ উন্মূলিত করে, সেইরূপ তাঁহারা শীঘ্রগামী হইয়া যে কোন শত্রুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহাকে নাশ করে।

১৬। লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এই প্রকারে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাঁহারই ব্রত পালন করিব।

১৭। পরে সাম্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হইব, অতি-শয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ব্রতও লাভ করিব।

১৮। যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তসমূহ রশ্মিদ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় উহাদিগকে পূর্ণ করেন।

১৯। সুন্দর বীর্য্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্যুতিমান্ আদিত্যের গৃহে আপ-নার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন, পরে অগ্নির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোক-কর্তৃক আহূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

২০। (হে স্তোতা)! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বরুণ পশু-যুক্ত অন্নের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ।

২১। আমি দিবারাত্রি (মিত্র ও বরুণের) সেই তেজঃ এবং দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তুতি করি, হে বরুণ! সর্ব্বদা দাতার অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর।

২২। তৈক্ষগোত্রে জাত, সুষামার পুত্র (দানে প্রবৃত্ত হইলে) ঋজু-গামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (সুষামার পুত্রের) যান শত্রুদিগের জীবনাদি হরণ করে।

২৩। হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুদিগের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে মনুষ্যগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্রবৃত্ত হউক।

২৪। নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করতঃ যেন সুন্দর রজ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করিতে পারি।

২৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা; কেবল ২০ হইতে পাঁচটী ঋকের বায়ু দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব, অথবা বিশ্বমনা ঋষি।

১। হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল কেহ হিংসা করিতে পারে না, স্তোতাগণের মধ্যে তোমাদের একত্র শীঘ্র গমনার্থ রথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে নাসত্য অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুষাম-রাজার উদ্দেশে মহাধন দানার্থ যেরূপ আসিতে, সেইরূপ রক্ষার সহিত আগমন কর। হে বরুণ! (তুমি এই কথা বল)।

৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্, বহু অন্নাভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি প্রভাত হইলে, আমরা তোমাদিগকে হব্যদ্বারা আহ্বান করিব।

৪। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্ব্বাপেক্ষা বহনশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ রথ আগমন করুক, তোমরা শীঘ্র স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য্য প্রদানার্থ তাহার স্তোম সকল দর্শন কর।

৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কর্ম্মকারী শত্রুগণ সম্মুখে আছে জানিও, তোমরা রুদ্র, তোমরা দ্বেষকারী শত্রুগণকে ক্লেশ প্রদান কর।

৬। হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক, উন্মাদকর কান্তিবিশিষ্ট জল-পতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বে অনবরত সমস্ত যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! বিশ্বপোষক ধনের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, তোমরা মঘবা, সুবীর এবং অপরাভবনীয়।

৮। হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সেব্যমান হইয়া আমার যজ্ঞে অদ্য দেবগণের সহিত আগমন কর।

৯। আপনাদিগের জন্য ধনদান লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা ব্যশ্বের ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, হে মেধাবীদ্বয়! অনুগ্রহ করিয়া এইখানে আগমন কর।

১০। হে ঋষি! অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর, তোমার আহ্বান বহুবার শ্রবণ করতঃ অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্ত্তী শত্রুগণকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন।

১১। হে নেতাদ্বয়! বৈয়শ্বের আহ্বান শ্রবণ কর, আমার আহ্বান-অবগত হও। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা সর্ব্বদা মিলিত।

১২। হে স্তুতিযোগ্য, অভিলাষপ্রদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতৃগণকে যাহা প্রদান কর ও উহাদের জন্য যাহা আনয়ন কর, তাহা প্রত্যহ আমাকে প্রদান কর।

১৩। বধূ যেমন বস্ত্রে আবৃতা(১), সেইরূপ যে ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা আবৃত হয়, তাহার পরিচর্য্যা করতঃ অশ্বিদ্বয় তাহার মঙ্গল করেন।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করিতে জানি। আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমরা আমার গৃহে আগমন কর।

১৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে আগমন কর, তোমরা স্তুতি বাক্যদ্বারা সর্ব্ব-দ্রোহী শর যেমন সেইরূপ যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া দাও।

১৬। হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়! স্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম তোমা-দিগের নিকট গমন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করুক ও তোমাদের প্রীতিকর হউক।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! যদি স্বর্গে, বা এই অর্ণবে প্রমত্ত হও, যদি বা তোমাদের প্রতি অভিলাষবান্ যজমানগণের গৃহে প্রমত্ত হও, তাহা হইলে হে অমরদ্বয়! আমাদের এই স্তোত্র শ্রবণ কর।

১৮। নদীগণের মধ্যে শ্বেতয়াবরী নামে(২) সুবর্ণ পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতিদ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে।

১৯। হে সুন্দর গমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! সুন্দর কীর্ত্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্টিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত কর।

---

(১) লজ্জাশীলাবধূ বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করিতেন।

(২) বিশ্বমনা ঋষি শ্বেতায়বরী নদীর তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

২০। হে বায়ু! তুমি রথ বহনসমর্থ অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর। হে বাসপ্রদ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়েকে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু! পরে আমাদের মদকর সোম পান কর এবং সবনত্রয়ে আগমন কর।

২১। হে যজ্ঞপতি, ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু! তোমার পালন যেন লাভ করিতে পারি।

২২। আমরা ত্বষ্টার জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাজ্ঞা করি, সোম অভিষব করতঃ মনুষ্যগণ ধনবান্ হয়।

২৩। হে বায়ু! তুমি স্বর্গের মঙ্গল লইয়া যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান্, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত কর।

২৪। হে বায়ু! তুমি অত্যন্ত সুন্দররূপবিশিষ্ট, তোমার সর্ব্বাঙ্গ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে তোমাকে সোমাভিষব প্রস্তরের ন্যায় আহ্বান করিতেছি।

২৫। হে বায়ুদেব! তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে হৃষ্ট হইয়া আমাদের অন্ন, জল ও কর্ম্ম প্রদান কর।

---

২৭ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বিবস্বানের পুত্র মনু ঋষি।

১। এই যজ্ঞে উকৃথ উচ্চারণ কালে অগ্নি সোমাভিষব প্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হইয়াছিলেন। মরুৎগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভার্থ ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গমন করি।

২। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট আগমন কর, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট আগমন কর, দিনরাত্রি সোমাভিষব প্রস্তরের নিকট আগমন কর, হে বাসপ্রদ, সর্ব্বধনবান্ বিশ্বদেবগণ! আমাদের কর্ম্মের রক্ষক হও।

৩। পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দররূপে গমন করুক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বরুণ বিস্তৃত তেজোবিশিষ্ট মরুৎগণের সহিত গমন করুন।

৪। সমস্ত ধনসম্পন্ন, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মনুর সমৃদ্ধিকর হউন। হে সর্ব্বধনসম্পন্ন দেবগণ! অহিংসিত পালনের সহিত আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান কর।

৫। সমান প্রীতিযুক্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া বাক্য এবং ঋকের সহিত অদ্য আমাদের নিকট আগমন করুন। হে মরুৎগণ! হে মহতী-দেবী অদিতি! আমাদের এই গৃহে উপবেশন কর।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে, তাহাদিগকে (এই যজ্ঞে) প্রেরণ কর। হে মিত্র! হব্যের জন্য আগমন কর। ইন্দ্র, বরুণ এবং যুদ্ধে ত্বরাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশে উপবেশন করুন।

৭। হে বরুণ! আমরা মনুর ন্যায়(১) সোম অভিষব করিয়া ও অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া, ঘন ঘন হব্য স্থাপন করতঃ ও বর্হি চ্ছেদন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৮। হে মরুৎগণ! হে বিষ্ণু! হে অশ্বিদ্বয়! হে পূষা! আমার স্তুতির সহিত যজ্ঞে আগমন কর, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রও আগমন করুন। ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁহাকে বৃত্রহা বলিয়া স্তব করে।

৯। হে দ্রোহরহিত দেবগণ! আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। হে বাসপ্রদ দেবগণ! দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হইতে কেহ যেন কখন বরণীয় গৃহের হিংসা করিতে না পারে।

১০। হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে, প্রথম অভ্যুদয়ার্থ এবং নূতন ধনার্থ শীঘ্র আমাদিগকে প্রস্তুত কর।

১১। হে সর্ব্বধনবান্ দেবগণ! আমি অন্নাভিলাষী। এখনই তোমাদের রমণীয় ধন লাভার্থ তোমাদের স্তুতি এই মাত্র করিতেছি।

১২। হে সুন্দর স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ! তোমাদের মধ্যে ঊর্দ্ধগামী বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হন, তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষী সকল আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

---

(১) সূক্তের প্রারম্ভে বিবস্বানের পুত্র মনুকেই এই সূক্তের ঋষি বলা হইয়াছে, কিন্তু (মনু) নিজে বক্তা হইলে "মনুর ন্যায় সোম অভিষব করিয়া" ইত্যাদি বলিতেন না। মনুবংশীয়গণ বোধ হয় সূক্তের রচয়িতা।

১৩। আমরা দ্যুতিমান্, স্তুতিদ্বারা স্তব করিয়া তোমাদের মধ্যে দীপ্যমান দেবতাকে কর্ম্মরক্ষার্থ আহ্বান করিব, অভিলষিত লাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে আহ্বান করিব, অন্নলাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে লাভ করিব।

১৪। সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হউন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হউন।

১৫। হে দ্রোহরহিত তেজোময় দেবগণ! স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে বরুণ! হে মিত্র! যে তোমাদের পরিচর্য্যা করে, হিংসা সেই মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না।

১৬। হে দেবগণ! যে বরণীয় ধনের জন্য তোমাদিগকে হব্য দান করে, সেই ব্যক্তি গৃহ বৰ্দ্ধিত করে, অন্ন বৰ্দ্ধিত করে, সে যজ্ঞদ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়।

১৭। সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে পথ অতিক্রম করে, অর্য্যমা, মিত্র ও বরুণ মিলিত এবং সমান দানযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্রাণ করে।

১৮। হে দেবগণ! অগম্য এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম কর। এই অশনি কাহারও হিংসা করিতে না পারিয়া যেন বিনষ্ট হয়।

১৯। হে বলপ্রিয় দেবগণ! সূর্য্য উদিত হইলে অদ্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করিয়াছ, হে সর্ব্বধনবান্ দেবগণ! সুর্য্য গমন করিলে ধারণ করিয়াছ, প্রবোধকালে ধারণ করিয়াছ এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করিয়াছ।

২০। হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্ব্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! আমরা তোমাদের সেই কল্যাণকর গৃহে তোমাদিগকে পূজা করিব।

২১। হে সর্ব্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে এবং মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে হব্যদায়ী প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ মনুর উদ্দেশে যে কমনীয় ধন ধারণ করিয়াছে।

২২। হে দীপ্তমান্ দেবগণ! তোমাদের পুত্রের ন্যায় আমরা সেই বহুলোকের ভোগযোগ্য ধনপ্রাপ্ত হইব। হে আদিত্যগণ! হবিঃ হোম করতঃ এই ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করিব।

---

২৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু ঋষি।

১। ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন(১); তাঁহারা আমাদিগকে জানুন এবং দুই প্রকার ধন প্রদান করুন।

২। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা সুন্দর হব্য প্রদানকারীর সহিত মিলিত হইয়া গমনশীল পত্নীগণের সহিত বষট্কারের দ্বারা আহুত হইয়াছেন।

৩। তাঁহারা সমস্ত অনুচরগণের সহিত সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগে, উত্তরে এবং নিম্নে আমাদের পালক হউন।

৪। দেবগণ যেরূপ কামনা করেন, সেইরূপই হয়। দেবগণের কামনা কেহ হিংসা করিতে পারে না। অদাতা মর্ত্তও পারে না।

৫। সপ্ত মরুৎগণের সপ্তপ্রকার ঋষ্টি (আয়ুধ) আছে, সপ্তপ্রকার আভরণ আছে, সপ্তপ্রকার দীপ্তি আছে(২)।

---

২৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ, অথবা বৈবস্বত মনু ঋষি

১। বভ্রুবর্ণ, সর্ব্বত্রগামী, রাত্রিসমূহের নেতা, যুবা ও একাকী সোমদেব হিরণ্ময় আভরণ প্রকাশ করেন।

২। দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত হয়েন।

---

(১) ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ।

(২) সপ্ত মরুতের উল্লেখ।

৩। দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্ত্তমান (ত্বষ্টা) লৌহময় কুঠা হস্তে ধারণ করিতেছেন।

৪। (ইন্দ্র) একাকী হস্তনিহিত বজ্র ধারণ করিতেছেন, বৃত্র সকল মা করিতেছেন।

৫। সুখকর, ঔষধবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধার করিতেছেন।

৬। এক জন (পূষা) পথ রক্ষা করেন, তিনি তস্করের ন্যায় ধ সকল অবগত আছেন।

৭। একজন (বিষ্ণু) বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদ ক্ষে করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হয়েন।

৮। দুইজন (অশ্বিদ্বয়) এক স্ত্রীর সহিত প্রবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যা বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন।

৯, ১০। পরস্পর উপমেয়ভূত দুই জন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তি শালী ও ঘৃতরূপ হব্যবিশিষ্ট। তাঁহারা দ্যুলোকের স্থান নির্ম্মাণ করেন স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যকে দী করেন।

---

৩০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।

১। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নাই, কেহ কুমার না তোমরা সকলেই মহান্।

২। হে শত্রুভক্ষক, মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ(১ তোমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছ।

৩। তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, তোমরা রক্ষা কর, তোম আমাদিগকে মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ! পিতা মনু হইতে আগত, প হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিও না(২), দূরবর্ত্তী মার্গ হইতেও ভ্রষ্ট করিও ন

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ। এই খানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে "ম বা "মনুষ্" অর্থে মনুষ্য করিলে সুন্দর অর্থ হয়।

(২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে এ কথা কি রূপে বলিবেন?।

৪। হে দেবগণ ও হে যজ্ঞভব অগ্নি! তোমরা সকলে আছ, তোমর সকলে এই খানে অবস্থিত হও, পরে সর্ব্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্ব সকলকে আমাদিগকে দান কর।

---

৩১ সূক্ত।

প্রথম চারিটী ঋকের যজ্ঞ দেবতা; পরে যজ্ঞ প্রশংসা দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।

১। যে যজমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্দ্রের স্তোত্র পুনঃ পুনঃ কামনা করে।

২। যে (যজমান) ইন্দ্রকে পুরোডাষ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শক্র তাহাকে নিশ্চয়ই পাপ হইতে রক্ষা করেন,।

৩। দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান্ রথ তাহারই হয়, সে তদ্দ্বারা শত্রুকৃত (বাধা) নষ্ট করতঃ সমৃদ্ধ হয়।

৪। পুত্রাদিযুক্ত ও বিনাশরহিত ধেনুসহিত অন্ন উহার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায়।

৫। হে দেবগণ! যে দম্পতি(১) একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্যদ্বারা সোমমিশ্রিত করে।

৬। তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না।

৭। তাহারা দেবগণকে (দিব বলিয়া) অপলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নদ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করে।

৮। তাহারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

৯। প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাঁহারা অমরত্বের জন্য

---

(১) মূলে "দম্পতি" আছে। স্ত্রীপুরুষে একত্র সোমাভিষবদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনকরণ ও সংসার সুখ লাভ করণের কথা ৫ হইতে ৯ ঋকে পাওয়া যায়।

(অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ) লোমশ ও উঃ সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।

১০। আমরা পর্ব্বতের ও নদীগণের প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করিতেছি, দেবগণের সহিত মিলিত বিষ্ণুর (প্রদেয়) সুখ প্রার্থনা করিতেছি।

১১। দাতা ভজনীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা, শুভাগমন করিতেছেন, তিনি আগত হইলে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হউক।

১২। (শক্রগণকর্ত্তৃক) অধৃষ্য দ্যোতমান্ পূষার সমস্ত (স্তোতাগণ) ভক্তিদ্বারা পর্য্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হইতেছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাপশূন্য হইতেছেন।

১৩। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা যেরূপ রক্ষক, যজ্ঞের পথ সকলও সেইরূপ সুগম হউক।

১৪। হে দেবগণ! তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমান্ অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্য্যাকারী মনুষ্য বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞসাধক (অগ্নিকে স্তব করিতেছে)।

১৫। দেবাভিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেরূপ কোন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারায় পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে।

১৬। হে যজমান! তুমি বিনষ্ট হইবে না, হে সোমাভিষবকারী! বিনষ্ট হইবে না, হে দেবাভিলাষী! বিনষ্ট হইবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে।

১৭। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেহ কর্ম্মদ্বারা তাহাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, সে কখনও (স্বস্থান) হইতে পৃথক হয় না, পুত্রাদি হইতে পৃথক হয় না।

১৮। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। তাহার সুন্দর বীর্য্যবান্ পুত্র হয়, অশ্বসমূহযুক্ত ধনও তাহারই হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ঋষি।

১। হে কণ্বগণ! তোমরা ইন্দ্রের গাথাদ্বারা তাঁহার মত্ততা জন্মিলে ঋজীষ সোমের কার্য্যসমূহ কীর্ত্তন কর।

২। উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করতঃ সৃবিন্দ, অনর্শনি, পিপ্রু দাস ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন।

৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ মেঘের আবরকস্থান বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম্ম সম্পাদন কর।

৪। মেঘের নিকট যেরূপ জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ ইন্দ্র তোমা-দিগের স্তুতি শ্রবণ করুন ও তোমাদিগকে রক্ষা করুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তিনি (শক্রগণের) দমনকারী ও শোভন হনুবিশিষ্ট।

৫। হে শূর! তুমি হৃষ্ট হইয়া স্তোতাগণের জন্য শক্রনগরীর ন্যায় গো ও অশ্ব নিবাসের দ্বার অপাবৃত কর।

৬। হে ইন্দ্র! যদি আমার অভিষুত সোমে অথবা স্তোত্রে অনুরক্ত হও, যদি অন্ন দান কর, তাহা হইলে দূরদেশ হইতে অন্নের সহিত নিকটে আগমন কর।

৭। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, হে সোমপায়ী! তুমি আমাদিগকে প্রীত কর।

৮। হে মঘবা! তুমি প্রীত হইয়া আমাদিগকে অক্ষয় অন্ন দান কর, তোমার ধন প্রভূত।

৯। তুমি আমাদিগকে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত কর; আমরা যেন অন্নবিশিষ্ট হই।

১০। ইন্দ্র (লোকগণকে) রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রস্তুত করেন এবং পালন করিবার জন্য সুকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি মহৎ উক্থবিশিষ্ট, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি।

১১। যিনি যুদ্ধে বহুকর্ম্মবিশিষ্ট হন, তৎপরে এই (শত্রু বধ) করেন এবং যিনি বৃত্রহন্তা, স্তোতাগণের জন্য যাঁহার অনেক ধন আছে।

১২। সেই শক্র আমাদিগকে শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের ছিদ্রসমূহ পরিপূর্ণ করেন।

১৩। যিনি ধনপালক, মহান্, সুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখা; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১৪। তিনি আগমনশীল, মহান্, সংগ্রামে অচল, অন্ন জয়কারী এবং বলপূর্ব্বক বহুধনের ঈশ্বর।

১৫। উহাঁর সৎকার্য্যের কেহই নিয়ামক নাই, উনি দান করেন না, ইহা কেহই বলে না।

১৬। সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাগণের ঋণ(১) থাকে না। সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি সোম পান করিতে পারে না।

১৭। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর।

১৮। স্তুতিযোগ্য বলবান্ ইন্দ্র (শত্রুগণ কর্তৃক) অপরিবৃত হইয়া শত ও সহস্র (শত্রু) বিদীর্ণ করিয়াছেন; তিনি যজ্ঞকারীর বর্দ্ধক।

১৯। হে আহ্বানযোগ্য! তুমি মনুষ্যগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষুত (সোম) পান কর।

২০। হে ইন্দ্র! ধেনু বিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংসৃষ্ট তোমার এই (সোম) পান কর।

(১) তৎকালে ঋষিগণ ও ঋত্বিকগণও ঋণগ্রস্ত হইয়া ব্যাকুল হইতেন, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

২১। হে ইন্দ্র! ক্রোধপূর্ব্বক অভিষবকারীকে ও অনুপযুক্ত স্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আইস। তুমি (আমাদের) দত্ত এই অভিষুত সোম পান কর।

২২। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিন (দিকে) আগমন কর(২), তুমি পঞ্চজনকে(৩) অতিক্রম করিয়া আগমন কর।

২৩। সূর্য্য যেরূপ রশ্মি দান করেন, তুমি সেইরূপ (ধন) দান কর, জল যেরূপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেইরূপ আমার স্তুতি তোমার সহিত মিলিত হউক।

২৪। হে অধ্বর্য্যগণ! সুন্দর হনুবিশিষ্ট বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, সোমপানার্থে আহ্বান কর।

২৫। তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করিয়াছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহে পক্ব (দুগ্ধ) প্রদান করিয়াছেন।

২৬। দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করিয়াছেন।

২৭। তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং প্রসহনশাল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রসাদলব্ধ স্তোত্র গান কর।

২৮। সোমরূপ অন্নের মত্ততা হইলে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম্ম বিজ্ঞাপিত করেন।

২৯। সেই একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে হিতকর অন্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন করুক।

৩০। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! প্রিয়মেধকর্ত্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম পানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক।

(২) অগ্র, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব। সায়ণ।

(৩) গন্ধর্ব্বগণ পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ। সায়ণ। পঞ্চজন বা পঞ্চকৃষ্টি শব্দের সায়ণ যে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত অর্থ দিয়াছেন, তাহা আমি টীকায় প্রদর্শিত করিয়াছি। আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, সিন্ধু নদীর শাখা-সমূহের কূলে পঞ্চ প্রদেশ খণ্ডের নিবাসীদিগকেই ঋগ্বেদের পঞ্চজন বলা হইয়াছে। "Five Nations."—*Max Müller.* এই মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে বৃত্রহা! আমরা সোম অভিষব করিয়াছি, (নিম্নাভিমুখে) জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিমুখে (গমন করিব), পবিত্র (সোম) প্রস্তুত হইলে স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে।

২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিষুত সোম নির্গত হইলে উক্থবিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করিতেছে। ইন্দ্র কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করতঃ (যজ্ঞ) স্থানে আগমন করিবেন?।

৩। হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্বগণকে সহস্রসংখ্যক অন্ন দান কর। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপবিশিষ্ট ও গোমান্ (অন্ন) যাচ্ঞা করিতেছি।

৪। হে মেধ্যাতিথি! সোম পান কর। যিনি অশ্বদ্বয়কে (রথে) যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁহার রথ হিরণ্ময়, সোমজনিত মত্ততা হইলে পর সেই ইন্দ্রের স্তুতি কর।

৫। যাঁহার বামহস্ত সুন্দর, দক্ষিণহস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সুক্রতু যিনি সহস্রকর্ত্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যিনি (যজ্ঞে) স্থির, সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি।

৬। যিনি ধর্ষক, যিনি (শত্রুগণকর্ত্তৃক) অপরিবৃত, যুদ্ধে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বনবান্, সোমপায়ী এবং বহুস্তুত (সেই ইন্দ্র) স্বকার্য্যে সমর্থ (যজমানের) (দুগ্ধপ্রদ) গাভীস্বরূপ।

৭। যিনি সুন্দর হনুবিশিষ্ট, সোমদ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্ব্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাভিষব হইলে (ঋত্বিক্‌গণের) সহিত সোমপায়ী সেই ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা অন্ন দান করে?।

৮। (শত্রুগণের) অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে(১), সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। (হে ইন্দ্র)! তোমাকে কেহ নিয়মিত

(১) দানযুক্ত মত্তহস্তীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়।

করিতে পারে না, তুমি সোমাভিমুখে আগমন কর। তুমি বীর্য্য প্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাক।

৯। ইন্দ্র উগ্র হইলে (শক্ররা) তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান্ ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন, (অন্যত্র) গমন করেন না, কেবল (তথায়) আগমন করেন।

১০। হে উগ্র! তুমি সত্যই এইরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষী-গণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের (শক্রকর্ত্তৃক) অপরিবৃত। তুমি অভীষ্ট-বর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ।

১১। হে মঘবা! তোমার অশ্বরজ্জু অভীষ্টবর্ষী; হিরণ্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্ট-বর্ষী।

১২। হে অভীষ্টবর্ষী! তোমার অভিষবণকারী অভীষ্টবর্ষী হইয়া অভিষব করুন; হে ঋজুগামী! (ধন) দান কর, হে ইন্দ্র! অশ্বাভিমুখে স্থিত বর্ষিতা তোমার জন্য জলে সোম ধারণ করিয়াছেন।

১৩। হে বলবান্ ইন্দ্র! সোমরূপ মধুপানার্থে আগমন কর। সুকর্ম্মা ধনবান্ এই ইন্দ্র আমাদের নিকটে (আগমন না করিয়া) স্তুতি, স্তোত্র এবং উক্থ শ্রবণ করেন।

১৪। হে বৃত্রহা শতক্রতু! তুমি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে যোজিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার করিয়া তোমাকে আমাদের যজ্ঞে আনয়ন করুন।

১৫। হে মহামহ! অদ্য আমাদের নিকটবর্ত্তী স্তোম ধারণ কর। হে দীপ্তসোমপা ইন্দ্র! তোমার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হউক।

১৬। যে বীর ইন্দ্র আমাদিগের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না।

১৭। ইন্দ্রই তাহা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু(২)।

১৮। সোমাভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন (ইন্দ্রের) রথ বহন করে। এই প্রকারে অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্রের রথ) অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়।

১৯। (হে প্রয়োগি)! তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ কর, ঊর্দ্ধদেশ নিরীক্ষণ করিও না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর, তোমার কশ ও প্লকপ্রদেশ যেন দেখিতে না পাওয়া যায়। যেহেতু তুমি স্তোতা হইয়াও স্ত্রী হইয়াছ(২)।

---

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নীপাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সহিত কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

২। এই যজ্ঞে সোমবান্ অভিষবপ্রস্তর শব্দ করতঃ ধ্বনির সহিত তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৩। বৃক যেরূপ মেষীকে কম্পিত করে, সেইরূপ এই যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৪। কণ্বগণ রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য তোমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

---

(২) মেধ্যাতিথির ধন প্রদাতা প্রায়োগি পুরুষ হইয়াও স্ত্রী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই ঋকে উক্ত হইয়াছে। সায়ণ।

৫। বর্ষক (বায়ুকে) যেরূপ প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেইরূপ আমি তোমাকে অভিযুত সোম প্রদান করিব। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৬। হে স্বর্গের পুরন্ধি! তুমি আমাদের নিকট আগমন কর। হে সমস্ত জগতের ধারক! তুমি আমাদের রক্ষার্থে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৭। হে মহামতি, সহস্ররক্ষাবান্, বহুধন ইন্দ্র! আমাদের নিকট আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৮। দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যগণকর্তৃক গৃহে নিহিত হোতা (অগ্নি) তোমাকে বহন করুন্। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৯। শ্যেনপক্ষী যেরূপ তাহার পক্ষদ্বয় বহন করে, সেইরূপ মদস্রাবী অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করুক। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১০। হে স্বামী! তুমি সর্ব্বতোভাবে আগমন কর, তোমার পানার্থ সোম স্বাহা করিতেছি। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১১। উক্থ পাঠ হইলে তুমি এই যজ্ঞে আমাদের সমীপে আগমন কর এবং আমাদিগকে প্রীত কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্ত-হব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১২। হে পুষ্টঅশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! পুষ্ট এবং সমান রূপবিশিষ্ট (অশ্ব-গণের) সহিত আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৩। তুমি পর্ব্বত হইতে আগমন কর, অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৪। হে শূর! তুমি আমাদিগের জন্য সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৫। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সহস্র, অযুত ও শত (অভিলষিত) দানকর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৬। আমরা ধনের দ্বারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান্ অশ্বপশু গ্রহণ করি।

১৭। ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগবান্, আরোচমান, অল্প অল্প স্যন্দমান (অশ্বগণ) সূর্য্যের ন্যায় শোভা পায়।

১৮। পারাবত যখন এই সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম।

---

৩৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রিগোত্রীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর।

২। হে বলবান্ অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত প্রজ্ঞা, ভূতজাত, দ্যুলোক, পৃথিবী ও পর্ব্বতের সহিত একত্রে এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এই যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্যক দেবগণের সহিত(১) মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সহিত একত্রে এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর।

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

৪। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! তোমরা যজ্ঞ সেবা কর, আমার আহ্বান জ্ঞাত হও, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর।

৫। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! যুবা পুরুষ যেরূপ কন্যার (আহ্বান) সেবা করে, সেইরূপ তোমরা এই যজ্ঞে স্তোম সেবা কর। এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর।

৬। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তুতি সেবা কর, যজ্ঞ সেবা কর, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর।

৭। যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, সেইরূপ তোমরা অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও। মহিষদ্বয়ের ন্যায় (উহা) অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! হংসদ্বয়ের ন্যায় এবং পথিকদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পান কর, তৃপ্ত হও, আগমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা জয় লাভ কর, প্রশংসা কর, রক্ষা কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রু বিনাশ কর, মিত্রযুক্ত হইয়া গমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্ম্মবান্ এবং মরুৎগণ-যুক্ত। তোমরা স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং ঊষা ও সূর্য্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে আগমন কর।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অঙ্গিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সহিত স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং ঊষা, সূর্য্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে গমন কর।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ঋভু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণেযুক্ত হইয়া স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং ঊষা, সূর্য্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে গমন কর।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোত্র জয় কর এবং কর্ম্ম জয় কর। রাক্ষস-গণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। ঊষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম (পান কর)।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বল জয় কর ও মনুষ্যগণকে জয় কর। রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। ঊষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম (পান কর)।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! ধেনু জয় কর এবং লোকসকল জয় কর, রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। ঊষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম (পান কর)।

১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রুগণের গর্ব্ব খর্ব্বকারী। তোমরা যেরূপ অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিতে, সেইরূপ সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের মুখ্য স্তুতি শ্রবণ কর। ঊষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২০। হে অশ্বিদ্বয়! শ্যাবাশ্বের সুন্দর স্তুতি আভরণের ন্যায় গ্রহণ কর। ঊষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বরজ্জুর ন্যায় শ্যাবাশ্বের যজ্ঞাভিমুখে গমন কর। ঊষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে আনয়ন কর, সোমরূপ মধু পান কর, যজ্ঞে আগমন কর, (সোমের) অভিমুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

২৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এই প্রস্থিত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর, (সোমের) অভিমুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

২৪। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিষুত স্বাহাকৃত সোমে তৃপ্তিলাভ কর, যজ্ঞে আগমন কর, সোমের অভিমুখে আগমন কর, আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে শতক্রতু! যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে, তুমি তাহার রক্ষক হও। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

২। হে মঘবা! স্তোতাকে রক্ষা কর, তোমাকে (সোমপানের দ্বারা) রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগন) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৩। তুমি দেবগণকে অন্নের দ্বারা রক্ষা কর, তোমাকে বলের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৪। তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মরুৎ-গণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৫। তুমি অশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৬। হে অত্রিমান্! অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্দ্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষাদ্বারা এই স্তোত্র রক্ষা কর, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

২। হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র! শত্রুসেনাগণকে অভিভূত করিয়া সমস্ত রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৩। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! এই ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হইয়া ও সমস্ত রক্ষাযুক্ত হইয়া শোভা পাও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৪। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমিই সমানরূপে অবস্থিত এই লোকদ্বয় পৃথক করিয়া থাক। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া (জগতের) মঙ্গল ও প্রয়োগের ঈশ্বর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৬। হে শচীপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া বলের জন্য রক্ষা কর, তোমাকে কেহ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ স্তুতিকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমূদয় বর্দ্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক। যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, বৃত্রহন্তা এবং অপরাজিত। তোমরা আমাকে অবগত হও।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশে প্রস্তর-দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমরা আমাকে অবগত হও।

৪। হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা নেতা, তোমরা যাহার দ্বারা হব্য বহন কর, সেই এই সবন সেবা কর, আগমন কর।

৬। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এই সুস্তুতি সেবা কর, আগমন কর।

৭। হে ধনজেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা প্রাতঃকালে মিলিত দেবগণের সহিত সোমপানার্থে আগমন কর।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিক্‌গণের আহ্বান সোমপানার্থে শ্রবণ কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! প্রাজ্ঞগণ যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, সেইরূপে আমি রক্ষার্থ ও সোমপানার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি।

১০। যাঁহাদের উদ্দেশে সাম গান করা হয়, আমি সেই স্তুতিমান্ ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি।

---

৩৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নাভাক ঋষি।

১। ঋক্‌মন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞার্থে স্তুতিদ্বারা অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি (অগ্নি), (স্বর্গ ও পৃথিবী), এই উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্য্যে বিচরণ করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

২। হে অগ্নি! নূতন স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অঙ্গে এই (শত্রুর) হিংসা দগ্ধ কর, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দগ্ধ কর। সমস্ত অভিগমনশীল মূঢ় শত্রুগণ এখান হইতে চলিয়া যাউক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। হে অগ্নি! তোমার মুখে সুখকর ঘৃতের ন্যায় স্তোত্র হোম করি। দেবগণের মধ্যে তুমি (আমাদের স্তুতি) অবগত হও, তুমি পুরাতন, সুখকর এবং দেবগণের দূত! অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যাহা যাহা যাচ্ঞা করে, অগ্নি সেই সেই অন্ন প্রদান করেন। তিনি অন্নের দ্বারা আহূত হইয়া যজমানের শান্তিকর ও বিষয়োপভোগজনিত সুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেবগণের আহ্বানে (থাকেন)। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৫। সেই অগ্নি অভিভবকর নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা জ্ঞাত হন। তিনি সমস্ত (দেবগণের) হোতা, পশুগণে পরিবৃত এবং তিনি শত্রুর অভিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। অগ্নি দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মনুষ্যগণের গুহ্য বিষয় জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি নূতন হব্যদ্বারা সুন্দররূপে আহূত হইয়া (ধনের) দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৭। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার্হ, প্রজাগণের মধ্যে বাস করেন। ভূমি যেরূপ বিশ্বপোষণ করেন, সেইরূপ তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। যে অগ্নি সপ্তমনুষ্য(১) বিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থানবিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। কবি অগ্নি, তিন বন্ধনবিশিষ্ট স্থানে বাস করেন। সেই অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলঙ্কৃত হইয়া এই যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের(২) যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। হে পূর্ব্বভাবী অগ্নি! তুমি এক হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যেও ধনের ঈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্বরূপ, গমনশীল জল উহার চতুর্দ্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

(১) মূলে "সপ্তমানুষঃ" আছে। অর্থ বোধ হয় সপ্ত সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশের নিবাসীগণ। পরের কথাগুলি হইতে এই অর্থই আরও প্রতীয়মান হইতেছে।
(২) ৩৩ দেবের উল্লেখ।

৪০ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। নাভাক ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রু অভিভব করতঃ আমাদের ধন দান কর। অগ্নি যেরূপ বায়ুদ্বারা বনকে অভিভব করেন, আমরা সেইরূপ সেই ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবল অভিভব করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করিব না; সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ নেতাগণের নেতা ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করিব। তিনি অশ্বে (আরোহণ) করতঃ কখন অন্নলাভার্থ আগমন করেন, কখন যজ্ঞলাভার্থ আগমন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদ্বয়! কবিগণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরাই বন্ধুতাভিলাষী যজমানের কৃতকর্ম্ম ব্যাপ্ত কর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যজ্ঞ এবং বাক্যদ্বারা নাভাকের ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চ্চনা কর(১), এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্ত্তমান, ইঁহারই ক্রোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্যুলোক ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৫। নাভাকের ন্যায় ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করিতেছেন। ইঁহারা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজোবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। হে ইন্দ্র! প্রাচীন লোকে যেরূপ লতার শাখা চ্ছেদ করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদিগকে চ্ছেদ কর। দাসের বল বিনাশ কর, আমরা ইন্দ্রের অনুগ্রহে এই দাসকর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ করিয়া লইব(২)। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

(১) নাভাক এই সূক্তের ঋষি হইলে স্বয়ং এই কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

(২) দাস অর্থে অনার্য্য বর্ব্বরজাতি।

৭। এই যে সকল লোক ধনদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মনুষ্যের সাহায্যে শত্রুগণকে অভিভূত করিব এবং শত্রুগণের স্তুতি ভজনা করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হইতে দীপ্তির দ্বারা স্বর্গের উপরে গমন করেন, তাঁহাদেরই হব্য বহন করতঃ যজমানগণ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছে। তাঁহারাই প্রসিদ্ধ সিন্ধুসমূহকে বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, বজ্রবান্ প্রেরক ইন্দ্র! তুমি প্রীতি প্রদান কর, তুমি বীর, তুমি ধন দান কর, তোমার অনেক উপমান বস্তু আছে, তোমার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে। ঐ প্রশস্তি সকল আমাদের কর্ম্ম সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। হে স্তোতাগণ! দীপ্ত ধনভাক্, ঋকুমন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তম স্তুতিদ্বারা সংস্কৃত কর। আরও যে ইন্দ্র শুষ্ণের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনিই স্বর্গীয়জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১১। হে স্তোতাগণ! উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক্ যাগযোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত কর। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিমুখে গমন করেন, তিনি শুষ্ণের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয়জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১২। আমি পিতার ন্যায়, মান্ধাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা ত্রিধাতু আশ্রয়দ্বারা(৩) আমাদিগকে পালন করুন, আমরা ধনের স্বামী হইব।

---

(৩) মূলে "ত্রিধাতুনা শর্ম্মণা" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ ত্রিপর্ব্ব গৃহ করিয়াছেন।

৪১ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। নাভাক ঋষি।

১। হে স্তোতা! প্রভূত ধন লাভার্থ এই বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান মরুৎগণের উদ্দেশে স্তব কর। বরুণ কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যগণের পশু সকলকে গোসমূহের ন্যায় রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন(১)।

২। আমি সেই বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করিতেছি, পিতৃগণের স্তোমদ্বারা স্তব করিতেছি, নাভাক ঋষির স্তুতিদ্বারা স্তব করি। তিনি নদীসমূহের নিকটে উদ্গাত হন, তাঁহার সপ্তস্বসা, তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। সেই বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি উর্দ্ধে গমন করতঃ মায়াদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁহার কর্ম্মাভিলাষী প্রজাগণ তিন ঊষা বর্দ্ধিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যে বরুণ পৃথিবীর উপরে দিক্‌সকল ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্ম্মাণকারী। প্রাচীন পদ(২) এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এ উভয়েই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হইয়া আমাদের গোসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৫। যিনি ভুবনসমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্য নাম জানেন, সেই বরুণ কবি হইয়া অনেক কবির কর্ম্মস্বরূপ দ্যুলোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। সমস্ত কবি কর্ম্ম (চক্রের) নাভির ন্যায় যে বরুণকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্য্যা কর। গোষ্ঠে যেরূপ গো গমন করে, সেইরূপ আমাদের পরিভবার্থ যুদ্ধের জন্য শত্রুগণ অশ্ব যোজনা করিতেছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

(১) ৩৯, ৪০ ও ৪১ সূক্তের প্রায় প্রত্যেক ঋকের শেষে "নভন্তাং অন্যকে সমে" শব্দগুলি আছে। ৪১ সূক্তেও সায়ণ ইন্দ্র ও অগ্নি সম্বন্ধে এই শব্দগুলির অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ৪১ সূক্তে অগ্নি বা ইন্দ্রের উল্লেখ আদৌ নাই।

(২) স্বর্গ। সায়ণ।

৭। বরুণ এই দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি শত্রুগণের সমস্ত ব্যাপ্ত নগর বিনাশ করেন, তাহার রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। সেই সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হইয়া শীঘ্র আদিত্যের ন্যায় স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিক্‌সমূহে প্রজাদিগকে দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান্ পদদ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। অন্তরীক্ষ অধিবাসী যে বরুণের শ্বেতবর্ণ বিচক্ষণ তেজত্রয় তিন ভুবনে প্রথিত হয়, সেই বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাহার কর্ম্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্ম্মিত হইয়াছে। আদিত্য যেরূপ দ্যুলোক ধারণ করেন, সেইরূপ তিনি অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

৪২ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের বরুণ; অবশিষ্টের অশ্বিদ্বয় দেবতা। অর্চ্চনানা, অথবা নাভাক ঋষি।

১। সর্ব্বজ্ঞানী অসুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করিয়াছেন, সমস্ত ভুবনের সম্রাটরূপে আসীন হইয়াছেন। বরুণের এই সকল কর্ম্ম অনেক।

২। এই রূপে বৃহৎ বরুণের বন্দনা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাজ্ঞ বরুণকে নমস্কার কর। তিনি আমাদিগকে ত্রিপর্ব্ববিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন, আমরা তাহার ক্রোড়ে বর্ত্তমান। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৩। হে দেববরুণ! এই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ কর। যাহাদ্বারা সমস্ত দুরিত অতিক্রম করিতে পারি, তাদৃশ সুখে পারযোগ্য নৌকাতে অধিরোহণ করিব।

৪। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্রগণ এবং অভিষবপ্রস্তরসমূহ সোম পানার্থে স্বস্ব কার্য্যের দ্বারা তোমাদের অভিমুখে গমন করে। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রুগণ হিংসা করুন(১)।

৫। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্র অত্রি যেরূপ স্তুতিদ্বারা সোম-পানার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, (সেইরূপ আমি আহ্বান করি)। অশ্বি-দ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। হে নাসত্যদ্বয়! মেধাবীগণ যেরূপ তোমাদিগকে সোমপানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি রক্ষার্থে আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

৪৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি।

১। আমাদের এই স্তোতাগণ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করিতেছেন। অগ্নি মেধাবী ও বিধাতা। তিনি কখন যজমানের হিংসা করেন না।

২। হে জাতবেদা সর্ব্বদর্শী অগ্নি! তুমি দান করিয়া থাক, অতএব তোমার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করিতেছি।

৩। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান্, পশুগণের ন্যায় দন্তদ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করিতেছেন।

৪। হরণশীল ও বায়ুপ্রেরিত ও ধুম চিহ্নিত অগ্নি সকল অন্তরীক্ষে পৃথক পৃথক গমন করিতেছে।

৫। পৃথক পৃথক সমিদ্ধ এই অগ্নিসমূহ ঊষার প্রজ্ঞাপকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল।

৬। যখন অগ্নি পৃথিবীতে (শুষ্ক কাষ্ঠ) আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির গমন কালে পাংশু সকল কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যায়।

---

(১) সায়ন এই ৪ ঋকে "বরুণ সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করুন" এই অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৫ ও ৬ ঋকে "অশ্বিদ্বয় শত্রুগণকে হিংসা করুন" এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৭। অগ্নি ওষধি সকলকে অন্নস্বরূপ মনে করত: ভক্ষণ করিয়া প্রকাশিত হয়েন না, তরুণ ওষধির প্রতি ধাবমান হন।

৮। অগ্নি জিহ্বাদ্বারা (বনস্পতিগণকে) অত্যন্ত অবনত করিয়া তেজোবলে প্রজ্বলিত হইয়া বনে শোভা পাইতেছেন।

৯। হে অগ্নি! জলের মধ্যে তোমার প্রবেশের স্থান আছে, তুমি ওষধিগণকে অবরোধ কর, আবার তাহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর।

১০। হে অগ্নি! ঘৃতদ্বারা আহুত জুহুর মুখ তুমি লেহন কর, তোমার শিখা শোভা পাইতেছে।

১১। যাঁহার হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁহার অন্ন অভিলষণীয়, সেই সোমপৃষ্ঠ অভীষ্ট বিধাতা অগ্নির স্তোত্রদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি! তোমাকে আমরা নমস্কারপূর্ব্বক ও সমিধ্ প্রদানপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিতেছি।

১৩। হে শুচি, আহুত অগ্নি! আমরা তোমাকে ভৃগুর ন্যায় এবং মনুর ন্যায় আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে অগ্নি! তুমি বিপ্র, সাধু, এবং সখা। তুমি বিপ্র, সাধু ও সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হইতেছ।

১৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১৬। হে ভ্রাতঃ অগ্নি! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত! হে রোহিতনামক অশ্বযুক্ত! হে শুদ্ধকর্ম্মা! আমার স্তোত্র সেবা কর।

১৭। হে অগ্নি! আমার স্তুতি সকল তোমার নিকট গমন করিতেছে। এইরূপে গো সকল উৎসুক ও শব্দায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে গমন করে।

১৮। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রজাগণ অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তোমার প্রতি আসক্ত হয়।

১৯। মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবীগণ অন্নলাভার্থ অগ্নিকে প্রীত করে।

২০। হে অগ্নি! তুমি বলবান্, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ। যে স্তোতাগণ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করেন, তাহারা তোমার স্তব করিতেছে।

২১। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

২২। যে অগ্নি ঘৃতদ্বারা আহুত হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করেন, সেই অগ্নিকে স্তব কর।

২৩। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা, তুমি শত্রু হিংসা কর এবং আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

২৪। মনুষ্যগণের ঈশ্বর, মহান্, কর্ম্মসমূহের অধ্যক্ষ এই অগ্নিকে স্তুতি করি তিনি শ্রবণ করুন।

২৫। সর্ব্বত্রগামী, বলযুক্ত বলবান্, মনুষ্যের ন্যায় হিতকর অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় বলবান্ করিব।

২৬। হে অগ্নি! তুমি হিংসকগণকে হিংসা করিয়া সর্ব্বদা রাক্ষসগণকে দহন করিয়া তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত হও।

২৭। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে মনুর ন্যায় দীপ্ত করে, তুমি মনুর ন্যায় অবগত হও।

২৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহবান করি।

২৯। এই সকল লোক এবং প্রজাগণ তোমারই ভক্ষণার্থ পৃথক্ পৃথক অন্ন প্রেরণ করিতেছে।

৩০। হে অগ্নি! তোমারই অনুগ্রহে আমরা সুকর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া প্রত্যহ সর্ব্বদর্শী হইয়া সমস্ত দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইব।

৩১। অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞে শয়নকারী ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত, আমরা হর্ষযুক্ত মনে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি।

৩২। হে অগ্নি! তুমি বিভাবসু, তুমি উদিত সূর্য্যের ন্যায় রশ্মির দ্বারা বল বিস্তার করতঃ অন্ধকার নাশ করিতেছ।

৩৩। হে বলবান্ অগ্নি! তোমার যে দানযোগ্য বরণীয় ধন আছে, তাহা ক্ষীণ হয় না, আমরা তাহাই তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৪৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! অতিথি অগ্নিকে হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা কর, হব্যদ্বারা জাগরিত কর এবং উহাতে আহুতি প্রক্ষেপ কর।

২। হে অগ্নি! আমার স্তোত্র সেবা কর, এই মনোহর স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদের সূক্ত কামনা কর।

৩। দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করি ও তাঁহার স্তব করি। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।

৪। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বালিত হইলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল শিখা সকল প্রকাশ পায়।

৫। হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি! আমার ঘৃতদায়িনী স্রুক্‌ সকল তোমার নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য সেবা কর।

৬। অগ্নি হর্ষযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক্‌, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু, তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি শ্রবণ করুন।

৭। অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্য্যকারী এবং যজ্ঞে আশ্রিত। তাঁহাকে স্তব করি।

৮। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! ক্রমান্বয়ে এই সকল হব্য সেবা কর এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

৯। হে ভজনশীল, উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হইয়াই দেবগণকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

১০। অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ। তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করি।

১১। হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব, বা হিংসাকারী! আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর।

১২। কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রদ্বারা আপনার শরীর শোভিত করিয়া বিপ্রের সহিত বর্দ্ধিত হইতেছেন।

১৩। বলের পুত্র ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসাশূন্য যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সহিত যজ্ঞে আসীন হও।

১৫। যে মনুষ্য গৃহে অগ্নিকে ধন লাভার্থ পরিচর্য্যা করেন, অগ্নি তাঁহাকেই ধন প্রদান করেন।

১৬। দেবগণের মস্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদ্‌স্বরূপ, পৃথিবীর পতি এই অগ্নি, জলের বীর্য্যস্বরূপ (ভুতসমূহকে) প্রীত করিতেছেন।

১৭। হে অগ্নি! তোমার নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।

১৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই।

১৯। হে অগ্নি! মণীষীগণ তোমার (স্তুতি করেন), কর্ম্মদ্বারা তোমায় প্রীত করেন, আমাদের স্তুতি তোমায় বর্দ্ধিত করুক।

২০। হে অগ্নি! তুমি হিংসাশূন্য, বলবান্, দেবগণের দূত ও স্তুর-কারী। আমরা সর্ব্বদা তোমার সখ্য প্রার্থনা করি।

২১। অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্ম্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি, তিনি শুচি ও আহূত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

২২। হে অগ্নি! আমার কর্ম্ম ও স্তুতি সর্ব্বদা তোমায় বর্দ্ধিত করুক, আমরা যে বন্ধুর কার্য্য করিতেছি, তাহা অবগত হও।

২৩। হে অগ্নি! আমি যাহাই হই, তুমিই তুমি, আমিই আমি, তোমার আশীর্ব্বাদ সত্য হউক।

২৪। হে অগ্নি! তুমি বাসপ্রদ, বসুপতি এবং বিভাবসু, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

২৫। হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল নদী-গণ যেরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে গমন করিতেছে।

২৬। অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্ব্বভক্ষক ও বহুকর্ম্মা, তাঁহাকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করিতেছি।

২৭। যজ্ঞের নেতা, তীক্ষ্ণবিশিষ্ট, বলবান্ অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমদ্বারা স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি।

২৮। হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোতা তোমাতে আসক্ত হউক, হে অগ্নি! তাহাকে সুখী কর।

২৯। হে অগ্নি! তুমি ধীর, হব্যদানার্থ উপবিষ্ট মেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্ব্বদা জাগরুক হইয়া অন্তরীক্ষে ক্রীড়া করিতেছ।

৩০। হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হইতে আমাদিগের কর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দাও।

৪৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি।

১। যে ঋষিগণ সম্যক্‌ভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন, যুবা ইন্দ্র যাঁহাদের সখা, তাহারা পরস্পর মিলিত করিয়া কুশ বিস্তীর্ণ করিতেছেন।

২। এই ঋষিগণের সমধি্ বৃহৎ, ইহাদিগের স্তোত্র প্রচুর এবং স্বরু, স্থূল, যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।

৩। কোন অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিজবলে বলবান্ হইয়া শত্রুগণকে অবনত করিলেন? যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।

৪। বৃত্রহা জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা উগ্র বলিয়া বিখ্যাত?

৫। বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার (শত্রুত্ব) আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্ব্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে।

৬। আরও হে মঘবান্! তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর, স্তোতা তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তাহা প্রদান কর, তুমি যাহাকে দৃঢ় কর, সেই দৃঢ় হয়।

৭। যুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভাভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি রথীগণের মধ্যে প্রধান রথী হন।

৮। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সমস্ত প্রজা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি প্রবৃদ্ধ হও, আমাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্নযুক্ত হও।

৯। হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র! আমাদের অভীষ্ট প্রদানার্থ সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা যেন তোমার শক্রগণের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু তুমি যখন বহুগোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম বলিয়া তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই।

১১। হে বজ্রবান্! আমরা মন্দ মন্দ গমন করতঃ অশ্ববান্, বহুধনবান্, বিচক্ষণ ও উপদ্রবরহিত হইব।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার স্তোতাগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শক্রর মথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের ন্যায় উপদ্রবশূন্য বলিয়া জানি।

১৪। হে কবি! হে ধৃষ্ণু! তুমি বণিক্, তোমার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাচ্ঞা করিতেছি। তখন সোম সকল তোমায় প্রমত্ত করুক, তুমি ককুদস্বরূপ।

১৫। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য ধনবান্ হইয়া দান করে না এবং তুমি ধনদাতা, তোমার অসূয়া করে, তাহার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

১৬। হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করিয়া পশুকে দেখে, সেইরূপ আমার এই সখা সকল সোমাভিষব করতঃ তোমায় দেখিতেছে।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষার্থ দূর হইতে আহ্বান করিতেছি।

১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর ও আপনার বল দুর্দ্ধর্ষ কর, আমাদের হৃদয়ঙ্গম বন্ধু হও।

১৯। হে ইন্দ্র! আমরা যখন (দারিদ্র্য) দ্বারা ব্যথিত হইয়া তোমার নিকট গমন করিব ও তোমায় স্তব করিব, তখন আমাদিগকে গো দান করিবার জন্যই জাগরিত হও।

২০। হে বলপতি! আমরা ক্ষীণ হইয়া দণ্ডের ন্যায় তোমায় লাভ করিব, যজ্ঞে তোমায় কামনা করিব।

২১। বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

২২। হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, সেই অভিষুত সোম-পানার্থ তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান কর।

২৩। হে ইন্দ্র! মূঢ়লোক রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমাকে যেন হিংসা না করে এবং তোমায় যেন উপহাস না করে, স্তুতিদ্বেষীকে কখন ভজনা করিও না।

২৪। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে মহাধনলাভার্থ মনুষ্যগণ গব্যমিশ্রিত সোম পানে মত্ত হউক, তুমি ও গৌরমৃগ যেরূপ সরোবর হইতে পান করে, সেই-রূপ পান কর।

২৫। হে ইন্দ্র! হে বৃত্রহা! দূরদেশে যে নূতন এবং পুরাতন ধন প্রেরণ করিয়াছ, সভাস্থলে তাহার কথা কহ।

২৬। হে ইন্দ্র! তুমি কদ্রু ঋষির অভিষুত সোম পান করিয়াছ এবং সহস্রবাহুর শত্রুনাশ করিয়াছ, এই সময় ইন্দ্রের বীর্য্য অত্যন্ত দীপ্ত হইয়াছিল।

২৭। তুর্ব্বশ ও যদুর প্রসিদ্ধ কর্ম্ম সত্য জানিয়া তাহাদের জন্য সংগ্রামে অহ্নবায্যকে ইন্দ্র ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

২৮। হে স্তোতাগণ! তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দ্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি।

২৯। জলবর্দ্ধী, মহান্ ইন্দ্রকে ধনদানার্থ সোম অভিষুত হইলে উক্থ উচ্চারণ কালে (স্তব করি)।

৩০। যে ইন্দ্র জল নির্গমনের দ্বারস্বরূপ, বিস্তীর্ণ মেঘকে ত্রিশোকের জন্য ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি জলের গমনার্থ পথ করিয়াছিলেন।

৩১। হে ইন্দ্র! তুমি হর্ষযুক্ত হইয়া যাহা ধারণ কর, যাহার পূজা কর এবং যাহা দান কর, (আমাদের জন্য) তাহা কর নাই কেন? সুখী কর।

৩২। হে ইন্দ্র! তোমার মত কর্ম্ম অল্প করিলেও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। হে ইন্দ্র! তোমার মন আমার প্রতি গমন করুক।

৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি যাহার দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর, সেই কীর্ত্তি-সকল ও সেই স্তুতিসকল তোমারই যেন হয়।

৩৪। হে ইন্দ্র! এক অপরাধে আমাদিগকে বধ করিও না, দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদিগকে বধ করিও না।

৩৫। হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় উগ্র, শত্রুদিগের প্রহারকারী, দর্শনীয়, হিংসাসহ্যকারী দেব হইতে আমি নির্ভয় হই।

৩৬। হে প্রভূত ধনবান্ ইন্দ্র! তোমার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তাঁহার পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তোমার মন আমাদের হইতে যেন না ফিরিয়া যায়।

৩৭। হে মনুষ্যগণ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সখাকে বলিতে পারে? আমি কাহাকে হনন করিব? কেবা আমার নিকট হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিবে?।

৩৮। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে এবার নামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না করিয়া (সেই সোম) ধূর্ত্তের ন্যায় (তোমার নিকট আগমন করে)। দেবগণ অধোমুখ হইয়া বহির্গত হন।

৩৯। সুন্দর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করি, যেহেতু তুমি স্তোতাদিগকে এই ধন দান করিয়াছ।

৪০। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর, হিংসা কর, সংগ্রাম পরিহার কর, স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।

৪১। হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।

৪২। হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া সকল লোকে জানে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

৪৬ সূক্ত।

২১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত পৃথুশ্রবার পুত্র কনীতের দানস্তুতি দেবতা; ২৫ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত এবং ৩২ ঋকটীর বায়ু দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। অশ্বপুত্র বশ ঋষি।

১। হে বহুধনবান্, কর্ম্মপূরক ইন্দ্র! তোমার সদৃশ লোকেরই আমরা আত্মীয়, তুমি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা।

২। হে ইন্দ্র! তোমায় নিশ্চয়ই অন্নদাতা বলিয়া জানি। ধনদাতা বলিয়া জানি।

৩। হে অপরিমিত রক্ষাযুক্ত শতক্রতু! তোমার মহিমা স্তোতাগণ স্তুতিদ্বারা স্তুতি করে।

৪। দ্রোহরহিত মরুৎগণ যাহাকে রক্ষা করেন, অর্য্যমা ও মিত্র যাহাকে রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যই সুযোগ্য হয়।

৫। আদিত্যের অনুগৃহীত যজমান গোবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, সুন্দর বীর্য্যবিশিষ্ট পুত্র লাভ করিয়া সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহনীয় ধনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৬। বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করি।

৭। সর্ব্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত (মরুৎ সেনা) ইন্দ্রেরই। গমনশীল হরিগণ আনন্দার্থ বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিযুত সোমের নিকট আনয়ন করুন।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার যে হর্ষ বরনীয়, যাহাদ্বারা শত্রুদিগকে অতিশয় বধ কর, যাহাদ্বারা শত্রুর নিকট হইতে ধন গ্রহণ কর, সংগ্রামে যাহাকে পার হওয়া যায় না।

৯। হে সকলের বরণীয় ইন্দ্র! যুদ্ধে দুস্তর শত্রুগণের পারগ এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত, হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার সেই হর্ষের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, আমরা গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করিব।

১০। হে মহাধনবান্ ইন্দ্র! আমাদের গোলাভের ইচ্ছা হইলে, কিম্বা অশ্বলাভের ইচ্ছা হইলে, কিম্বা রথ লাভের ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বকালের ন্যায় দান কর।

১১। হে শূর ইন্দ্র! সত্যই আমি তোমার ধনের ইয়ত্তা জানি না, হে মঘবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমাদিগকে শীঘ্র ধন দান কর, অন্নের দ্বারা আমাদের কর্ম্ম রক্ষা কর।

১২। যে ইন্দ্র দর্শনীয়, ঋত্বিকগণ যাহার সখা, যিনি বহুলোকের স্তুত, তিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, সমস্ত মনুষ্যগণ হব্য গ্রহণ করতঃ সর্ব্বকালে সেই বলবান্ ইন্দ্রকে আহ্বান করে।

১৩। সেই বহু ধনবান্, মঘবান্, বিত্রহা ইন্দ্র সংগ্রামে আমাদের রক্ষক এবং অগ্রবর্ত্তী হউন।

১৪। হে স্তোতাগণ! তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হইলে, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সামর্থবান্ শত্রুগণের অবনতি-কর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়, সেইরূপে মহতী স্তুতি-দ্বারা স্তব কর।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমার শরীরের জন্য এখনই ধনের দাতা হও। সংগ্রামে অন্নবান্ ধনের দাতা হও। হে পুরুহূত! পুত্রদিগকে ধন দান কর।

১৬। সমস্ত ধনের ঈশ্বর এবং বাধাপ্রদ, যুদ্ধকম্পনাকারী শত্রুর অভিভবকর (ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে)। তিনি শীঘ্র ধন দান করিবেন।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি মহান্, আমি তোমার আগমন ইচ্ছা করি, তুমি গমনশীল, সংপূর্ণগামী ও সেচক, তোমায় যজ্ঞ ও স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তুমি মরুৎগণের নেতা, সকল মনুষ্যের ঈশ্বর, নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা তোমার গুণ গান করি।

১৮। যাহারা মেঘের পতনশীল জলের সহিত গমন করে, সেই প্রভুত-ধ্বনিযুক্ত মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিব এবং সেই যজ্ঞে মহাধ্বনিযুক্ত মরুৎগণ যে সুখ দিতে পারেন, তাহা প্রাপ্ত হইব।

১৯। তুমি দুর্ম্মতিগণের বিনাশক, (তোমার নিকট যাচ্ঞা করি), হে অত্যন্ত বলবান্ ইন্দ্র! আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ কর। তোমার বুদ্ধি সর্ব্বদা ধনপ্রেরণতৎপর। হে দেব! উৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর।

২০। হে দাতা, উগ্র, বিচিত্র, প্রিয়সত্যভাষী, শত্রু পরাভবকারী, সকলের স্বামী ইন্দ্র! শত্রু পরাভব কর, ভোগযোগ্য প্রবৃদ্ধ ধন যুদ্ধে আমাদিগকে প্রদান কর।

২১। যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ(১) কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার নিকট প্রাতঃকালে ধন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যে দেবশূন্য মনুষ্য পূর্ণধন গ্রহণ করিয়াছে, সে আগমন করুক।

২২। আমি ষষ্টিসহস্র অযুত অশ্ব লাভ করিয়াছি। বিংশতিশত উষ্ট্র লাভ করিয়াছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করিয়াছি। তিন স্থানে শুভ্রবর্ণযুক্ত দশসহস্র গো লাভ করিয়াছি(২)।

২৩। দশটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথ নেমি প্রবর্ত্তিত করিতেছে। তাহারা অত্যন্ত বেগবান্, বলবান্ মন্থনকারী।

২৪। উৎকৃষ্ট ধনযুক্ত কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার দান এই—তিনি হিরণ্ময় রথ দিয়াছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

২৫। হে বায়ু! তুমি মহাধনার্থ এবং পূজনীয় বলার্থ আমাদের নিকট আগমন কর। তুমি প্রভুত ধন দাতা, তোমার স্তুতি করিতেছি, তুমি মহা ধনদাতা, এখনই তোমার স্তুতি করি।

---

(১) পৃথুশ্রবা অশ্বের পুত্র বশকে যে ধন প্রদান করিয়াছিলেন, এই চারিটী শ্লোকে তাহারই প্রশংসা করা হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যার পুত্র হইলে সেই পুত্রকে কে "কানীত" (কন্যাপুত্র) বলে।

(২) এ ঋকে যে অশ্ব ও উষ্ট্র ও কৃষ্ণবর্ণ বড়বা ও শুভ্রবর্ণযুক্ত গোর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেক বাড়ান, তাহার সন্দেহ নাই। এত পশু কোনও এক জনেরথাকাও অসম্ভব এবং কেহ কাহাকে দান করা ও অসম্ভব।

২৬। হে সোমপায়ী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্ত্তা বায়ু! যিনি অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর সাহায্যে গমন করেন, তিনিই তোমায় সোমপ্রদানার্থ সোমযুক্ত হইয়াছেন ও অভিষবকারীগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

২৭। যে (পৃথুশ্রবা) আপনি আমাকে এই বিচিত্র ধন দান করিব মনে করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আপনার কার্য্যাধ্যক্ষ অরত্ব, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্বকে আজ্ঞা করিলেন।

২৮। হে বায়ু! যিনি উচথ্য ও বপু নামক রাজা অপেক্ষাও অধিক বলবান্, সেই ঘৃতবৎ শুদ্ধ রাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুক্কুর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এই(৩), ইহা তোমারই অনুগ্রহ।

২৯। এক্ষণে ধনাদির প্রেরক সেই রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের ন্যায় ষষ্টিসহস্র সংখ্যক প্রিয় গাভীও লাভ করিলাম।

৩০। গাভীসমূহ যেন যূথে গমন করে, সেইরূপ বলীবর্দ্দ সকল আমার নিকট আগমন করিতেছে। বলীবর্দ্দ সকল আমার নিকট আগমন করিতেছে।

৩১। উষ্ট্রগণ যখন বনাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য ডাকাইয়া আনিলেন। শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনিলেন।

৩২। আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বল্বথ নামক দাসের নিকট শত (গো ও অশ্ব) গ্রহণ করিলাম(৪), হে বায়ু! এই লোক সকল তোমার, ইহারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক ও দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আনন্দিত হন।

---

(৩) অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে দ্রব্য প্রেরণ করার প্রথা এখনও আছে, কিন্তু কুক্কুর কি কখনও দ্রব্য বহন করিত? গাভী ও বলীবর্দ্দের উল্লেখ পরের ঋকে দেখ।

(৪) "Professor Roth conjectures that the correct reading is *Satam Dásán,* I received a hundred slaves."—Muir's *Sanscrit Texts,* vol. V, p. 461.

৩৩। এক্ষণে তাহারা স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পূজনীয় (রাজদত্ত) কন্যা-কে(৫) অশ্বের পুত্র বশের অভিমুখে আনয়ন করিতেছেন।

৪৭ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। আপ্ত্যত্রিত ঋষি।

১। হে মিত্র! হে বরুণ! হব্যদায়ীকে তোমরা যে রক্ষা কর, তাহা মহৎ, তোমরা যে যজমানকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা কর, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

২। হে আদিত্যগণ! তোমরা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করিতে হয়, তাহা জান। পক্ষীগণ যেমন (আপনাদের শিশুদের উপরে) পক্ষ বিস্তার করে, সেইরূপ আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৩। পক্ষীগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তাহা আমা-দিগকে প্রদান কর। হে সর্ব্বধনবান্ আদিত্যগণ! সমস্ত গৃহের উপযুক্ত ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৪। প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যাহার উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তাহার জন্য ইহারা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হন। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

---

(৫) মূলে "যোষনা" আছে। বহুপশুর সহিত স্বর্ণাভরণবিশিষ্টা কন্যা বা দাসী ও রাজাদ্বারা দান করা হইয়াছিল। এই অষ্টম মণ্ডলে অনেক স্থানে রাজা-দিগের প্রভূত দানের উল্লেখ আছে, ঋগ্বেদের প্রথম অংশে এরূপ দেখা যায় নাই। তাৎকালিক সমাজে সকলেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিল, কেবল ধনবান্‌গণ ঋত্বিক্ ডাকাইয়া আড়ম্বরের সহিত বড় বড় যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে এই-রূপ ধনবান্ ও রাজাদিগের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, যজ্ঞের আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, ঋত্বিক্‌গণের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল এবং লাভও বাড়িতে লাগিল, তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি।

৫। রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আমরা পাপ পরিত্যাগ করিব, আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিত্যদত্ত রক্ষা লাভ করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৬। মনুষ্যগণ ক্লেশ দ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়, হে দেবগণ! তোমরা শীঘ্র গমনশীল, তোমরা যে যজমানকে প্রাপ্ত হও, সে অল্প ধন লাভ করে। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৭। হে আদিত্যগণ! যাহার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান কর, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও ক্রোধ তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না, অপরিহার্য্য দুঃখও তাহার নিকট গমন করে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৮। হে আদিত্যগণ! আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকিব, যোদ্ধাগণ এইরূপে বর্ম্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। তোমরা আমাদিগকে মহা-অনিষ্ট ও অল্পঅনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৯। অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। তিনি ধনবান্, মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রপ থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১০। হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদিগকে শরণীয়, ভজনীয়, রোগরহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১১। হে আদিত্যগণ! চর সকল যেমন কুল হইতে দর্শন করে, সেইরূপ তোমরা উপর হইতে নিম্নমুখে আমাদিগকে দর্শন কর। অশ্বকে যেমন ভাল ঘাটে লইয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগক ভাল পথে লইয়া চল। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১২। হে আদিত্যগণ! এই জগতে আমাদের হিংসক বলবান্ ব্যক্তির সুখ যেন না হয়! গোসমূহের সুখ হউক, ধেনুসমূহের সুখ হউক, অন্নাভি-

লাষী বীরের সুখ হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৩। হে আদিত্যদেবগণ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হইয়াছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত রহিয়াছে, আমি আপ্ত্যত্রিত, আমার যেন তাহার কোনটীই না হয়। উহাদিগকে দূরে স্থাপন কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৪। হে স্বর্গের দুহিতা (উষা)! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হইয়াছে। হে বিভাবরী! আপ্ত্যত্রিতের জন্য তাহা দূর করিয়া দাও। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৫। হে স্বর্গের দুহিতা! আভরণকারীর অথবা মাল্যকারীর(১) যে দুঃস্বপ্ন আছে, আপ্ত্যত্রিতের নিকট হইতে তাহা দূর হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৬। হে উষাদেবী! স্বপ্নে অন্নকর্ম্ম এবং ভাগ পাইলে আপ্ত্যত্রিত হইতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৭। যে প্রকারে (যজ্ঞার্থ) পশুর হৃদয়াদি এবং তাহার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করিতে হয়, সেইরূপ আপ্ত্যত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূর করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৮। আমরা অদ্য জয় করিব, আমরা অদ্য সুখ লাভ করিব, আমরা অদ্য অপাপ হইব। হে উষাদেবী! যে হেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হইতে ভীত হইয়াছি, অতএব সেই ভয় অপগত হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

(১) মূলে "নিষ্কং . . ক্রণবতে স্রজং বা" অর্থাৎ স্বর্ণকার বা মালাকার।

৪৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। আমি সুন্দর প্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দর কর্ম্ম-বিশিষ্ট। আমি যেন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অন্নের আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারি। বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্ত্যগণ এই অন্ন মনোহর বলিয়া ইহাদিগের নিকটে উপস্থিত হন।

২। হে সোম! তুমি হৃদয় মধ্যে গমন কর, তুমি অদিতি, তুমি দেব-গণের ক্রোধ পৃথক কর। হে ইন্দ্র! তুমি ইন্দ্রের সখ্য লাভ করিয়া শীঘ্র অশ্ব যে রূপ ভার বহন করে, সেইরূপ আমাদের ধন বহন কর।

৩। হে অমৃত সোম! আমরা তোমাকে পান করিব ও অমর হইব, পরে দ্যুতিমান্ স্বর্গে গমন করিব ও দেবগণকে অবগত হইব(১)। শত্রু আমাদের কি করিবে? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কি করিবে?।

৪। হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেইরূপ আমরা তোমায় পান করিলে, তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসিত সোম! তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি আমাদের জীবনার্থ আয়ু প্রবর্দ্ধিত কর।

৫। এই যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হইয়া গোসমূহকে যে রূপ পর্ব্বে পর্ব্বে রথ যোজনা করে, সেইরূপ পর্ব্বে পর্ব্বে আমাকে কর্ম্মে যোজিত করুক। আরও চরিত্রস্খলন হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে ব্যাধি হইতে পৃথক্ করুক।

৬। হে সোম! তুমি পীত হইয়া, মথিত অগ্নির ন্যায় আমাকে দীপ্ত কর, আমাদিগকে বিশেষরূপে দর্শন কর, আমাদিগকে অতিশয় ধনবান্ কর। হে সোম! এক্ষণে তোমাকে আনন্দার্থ স্তব করিতেছি, অতএব তুমি ধন-বান্ হইয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হও।

(১) মূলে এইরূপ আছে, "অপাম সোমং অমৃতাঃ অভূম অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান।" সোম পান করিয়া জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিবার কথা এখানে আছে।

৭। আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের ন্যায় অভিষুত সোম পান করিব, হে রাজা সোম! তুমি আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর। সূর্য্য এইরূপে দিবস সকলকে বর্দ্ধিত করেন।

৮। হে রাজা সোম! আমাদিগকে স্বস্তির জন্য সুখী কর, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হইব। তুমি আমাদিগকে অবগত হও। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রু প্রবৃদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, ক্রোধ ও গমন করিতেছে। এই উভয় শত্রুরই দণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

৯। হে সোম! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্ম্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষন্ন হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিঘ্ন করি, তথাপি হে দেব! তুমি উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা হইয়া আমাদিগকে সুখী কর।

১০। হে সোম! তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না, তুমি সখা, আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। সোমপীত হইয়া আমাকে হিংসা করিবেন না। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! এই যে সোম আমাতে নিহিত হইয়াছে, ইহারই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করিতেছি।

১১। সেই সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হউক, এই সকল পীড়া বলবান্ হইয়া আমাদিগকে একান্ত কম্পিত করিতেছে। মহান্ সোম আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা পান করিলে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, আমরা মনুষ্য, আমরা ইহার নিকট গমন করিব।

১২। হে পিতৃগণ! যে সোম পীত হইলে মরণরহিত হইয়া, আমরা মর্ত্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সেই সোমের পরিচর্য্যা করিব, অতএব উহার অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব।

১৩। হে সোম! তুমি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, আমরা হব্যদ্বারা এই সোমের পরিচর্য্যা করিব, আমরা ধনের পতি হইব।

১৪। হে ত্রাণকর্ত্তা দেবগণ! আমাদিগকে মিষ্ট বাক্য বল, স্বপ্ন আমাদের যেন বশীভূত না করে, নিন্দকগণ যেন আমাদের নিন্দা না করে,

আমরা যেন সর্ব্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দর স্তোত্রযুক্ত হইয়া স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারি।

১৫। হে সোম! তুমি সকল দিক্ হইতে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্ব্বদর্শী, তুমি প্রবেশ কর। হে ইন্দ্র! তুমি একত্রে প্রীতি-যুক্ত হইয়া রক্ষার সহিত পশ্চাৎভাগে ও সম্মুখভাগে আমাদিগকে রক্ষা কর।

---

৪৯ সূক্ত(১)।

ইন্দ্র দেবতা।

১। আমি যাহাতে (ধন) লাভ করিতে পারি, এইরূপে সুন্দর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন করতঃ অর্চ্চনা কর, তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোতাগণকে সহস্র সহস্র দান করিয়া থাকেন।

২। তিনি সগর্ব্বে গমন করিতেছেন, যেন শত সেনার (পতি), তিনি হব্যদায়ীর জন্য বৃত্রবধ করিতেছেন। তিনি বহুলোকের পালক, তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্ব্বতের রসের ন্যায় প্রীত করে।

৩। যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! তোমার জন্য তাহা অভিষুত হইয়াছে। হে বজ্রবান্ শূর! ধনার্থ জল সকল সম্প্রতি আপন বাসস্থান স্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করিতেছে।

৪। তুমি সোমের পাপশূন্য, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, মধুরতম রস পান কর। কারণ তুমি প্রমত্ত হইলে আপনিই গর্ব্বিত হইয়া থাক এবং ক্ষুদ্রার ন্যায় আমাদিগকে (অভিলষিত) দান করিয়া থাক।

---

(১) ৪৯ হইতে ৫৯ এই ১১টী সূক্তকে বালখিল্য কহে। সায়ণাচার্য্য এই বালখিল্য সূক্তগুলির টীকা দেন নাই, সুতরাং এগুলির অনুবাদ অতিশয় শ্রমসাধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, যে আটটী মাত্র বালখিল্য সূক্ত আছে, কিন্তু মক্ষমূলরের প্রকাশিত গ্রন্থে একাদশটী দেখা যায়, বোধ হয় সায়ণ যে গ্রন্থলিপি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে আটটী মাত্র ছিল। যাহা হউক এই বালখিল্য সূক্ত-গুলিকে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঋগ্বেদের অন্য সূক্ত হইতে কতকটা পৃথকভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্ত গণনার সময় এই গুলি লইয়া গুনিলে ১০২৮ সূক্ত হয়, এগুলি ছাড়িয়া গুনিলে ১০১৭ সূক্ত হয়।

৫। হে অন্নবান্ ইন্দ্র! কণ্বগণের উদ্দেশে তুমি যে প্রীতিকর দান করিয়াছ, সেই দান স্তোমকে স্বাদু করিতেছে, অভিষবণকারিগণ আহ্বান করিলে, তুমি অশ্বের ন্যায় সেই স্তোম অভিমুখে দ্রুত আগমন কর।

৬। সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র, বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সহিত গমন করিব। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! জলবিশিষ্ট কূপ যেরূপ জল সেক করে, সেইরূপ স্তোত্র সকল তোমায় সিক্ত করিতেছে।

৭। এক্ষণে যেখানেই থাক, যজ্ঞেই থাক, অথবা পৃথিবীতেই থাক, সেই স্থান হইতেই, হে উগ্র মহামতি (ইন্দ্র)! তুমি উগ্র এবং আশুগামী (অশ্বের) সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

৮। তোমার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তাহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। তুমি উহাদিগের সাহায্যে মনুষ্যগণের নিকট গমন কর এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনার্থ জগতে গমন করিয়া থাক।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, হে মঘবা! যে হেতু তুমি মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথিকে ধন বিষয়ে রক্ষা করিয়াছিলে।

১০। হে মঘবা! যে হেতু তুমি কণ্ব, ত্রসদস্যু, পক্থ, দশব্রজ, গোশর্য ও ঋজিশ্বাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত (ধন) দান করিয়াছিলেন।

---

৫০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। (ধন) লাভের জন্য বিখ্যাত এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট শক্রের অর্চনা কর। তিনি অভিষবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন।

২। ইহার অস্ত্রসমূহ শত শত এবং দুস্তর ইন্দ্রের অন্ন প্রভূত। যখন অভিষুত সোম সকল ইহাকে প্রমত্ত করে, তখন ইনি পর্ব্বতের ন্যায় খাদ্যদাতা হইয়া ধনবানগণের প্রীতি উৎপাদন করেন।

৩। অভিষুত সোম সকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করিয়াছে, তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! হব্যদায়রী উদ্দেশে গাভীগণের ন্যায় জলসমূহ আমার যজ্ঞে নিহিত হইয়াছে।

৪। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের রক্ষার্থ কর্ম্মসকল পাপশূন্য আহূয়মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু ক্ষরণ করিতেছে। হে বাসপ্রদ! সোম আহূত হইয়া স্তোত্রকালে তোমার সম্মুখে নিহিত হইতেছে।

৫। ইন্দ্র আমাদের সুযজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছেন। হে আস্বাদবান্ (ইন্দ্র)! তোমার স্তোতাগণ এই সোম সুস্বাদু করিতেছে, তুমি পুরুর পুত্রের আহ্বানকে প্রীতিকর কর।

৬। বীর, উগ্র, ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভুতিস্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবান্! জলবিশিষ্ট কূপেরন্যায় সর্ব্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সহিত হব্যদায়ী (যজমানের মঙ্গলের) জন্য পান কর।

৭। হে দর্শনীয়, মহামতি ইন্দ্র! তুমি দূরদেশেই থাক, পৃথিবীতেই থাক, অথবা স্বর্গেই থাক, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত করতঃ আগমন কর।

৮। তোমার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তাহারা হিংসারহিত, উহা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে; ইহাদের সাহায্যে দস্যুগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি মনুকে বিখ্যাত করিয়াছ এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করিয়াছ (১)।

৯। হে শূর নিবাসপ্রদ (ইন্দ্র)! তোমার এতৎপরিমিত নূতন (ধনের) কথা জানি, তুমি এইরূপে কর্ত্তব্য ধনার্থ এতশকে এবং দশব্রজবিশিষ্ট বশকে রক্ষা করিয়াছিলে।

১০। হে মঘবা! হে বজ্রবান্! পবিত্র যজ্ঞে কণ্বকে এবং শত্রুনাশাভিলাষী দীর্ঘনীথকে এবং গোশর্য্যকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছ, অশ্বদ্বারা সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা কর।

(১) অর্থাৎ অনার্য্যদিগকে নিহত করিয়া মানব আর্য্যগণকে উন্নত করিয়াছ।

৫১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সাম্বরণি মনুর জন্য যেরূপে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, হে মঘবা! পুষ্ট এবং শীঘ্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেরূপ (সোম পান করিয়াছিলে)।

২। পার্ষদ্বান (ঋষি) বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্কম্বকে উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া উপবেশন করাইয়াছিলেন। দস্যুগণের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত করিয়া সহস্র গো রক্ষা করিয়াছিলে।

৩। যাঁহাকে উক্থের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সকলের জ্ঞাতা, রক্ষাভিলাষী, সেই ইন্দ্রের অভিমুখে সেবার্থ নূতন স্তুতি উচ্চারণ কর।

৪। উত্তম স্থানে যাঁহার উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চ্চণামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এই বিশ্বভুবন শব্দযুক্ত করিয়াছেন এবং বল উৎপাদন করিয়াছেন।

৫। যিনি আমাদের ধনদাতা সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, আমরা উহাঁর নূতন অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করিতে পারি।

৬। হে বাসপ্রদ, স্তুতিভাক্, মঘবা ইন্দ্র! তুমি দান করিব বলিয়া যাহাকে দান কর, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে। তুমি এইরূপ, অতএব আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি কখনও নিবৃত্ত প্রসব হও না, তুমি হব্যদায়ীর সহিত মিলিত হও। তুমি দেবতা, তোমার দান বারম্বার নিকটে আসিয়া মিলিত হয়।

৮। যিনি বলপূর্ব্বক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শুষ্ণকে বিনাশ করতঃ কূপ পূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত করতঃ স্তম্ভিত করিয়াছেন এবং যিনি পার্থিব হইয়া সমস্ত বস্তু উৎপাদন করিয়াছেন।

৯। এই সমস্ত আর্য্য ও দাসগণ(১), যাহার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আর্য্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সেই ধনদাতা তোমার সহিত মিলিত হন।

১০। ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ, মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চ্চণামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, ইহাঁর উদ্দেশে ধন প্রথিত হইতেছে, পুরুষোচিত বল প্রথিত হইয়াছে, অভিষুত সোম প্রথিত হইতেছে।

৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। হে ইন্দ্র! বিবস্বান্(১) মনুর সোম পূর্ব্বে যেরূপে পান করিয়াছ, ত্রিতের মন যেরূপ যোগাইয়াছ, আয়ুর সহিত যেরূপ প্রমত্ত হইয়াছ।

২। মাতরিশ্বা যজ্ঞীয় পৃষধ্র অভিষব করিতে আরম্ভ করিলে, তুমি যেরূপ প্রমত্ত হও এবং সম্বদ্ধ দীপ্তিবিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোণ্যের সোম পান করিয়া থাক।

৩। যিনি কেবল উক্থ ধারণ করেন, যিনি ধৃষ্টরূপে সোমপান করেন, যাঁহার উদ্দেশে মিত্রের কর্ম্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদ ক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৪। হে মেঘবান্, শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যাহার যজ্ঞে স্তুতি কামনা কর, হে ইন্দ্র! সেই তোমাকে আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া, গোদোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভী আহ্বান করে, সেইরূপ আহ্বান করিতেছি।

(১) আর্য্য ও অনার্য্যগণের উল্লেখ। অনেক অনার্য্যগণ আর্য্যদিগের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল ও ইন্দ্রাদিকে স্তুতি করিত, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারাই প্রথম "Hinduized Aborigines."

(১) মূলে "মনৌ বিবস্বতি" আছে। এখানে মনুকে বিবস্বানের পুত্র বলিতে না, মনুকেই বিবস্বান বলিতেছে।

৫। যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহান্, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্য্যকর্ত্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদিগকে গাভী ও অশ্ব প্রদান করুন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা কর, সে ধন পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হইয়া বসুপতি ও শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করিতেছি।

৭। তুমি কখন কখন ভ্রমে পতিত হও; তুমি উভয় প্রকার (প্রাণীকে) রক্ষা কর। হে ত্বরাবান্ আদিত্য! তোমার সুখকর আহ্বান অমর দ্যুলোকে অবস্থান করে।

৮। হে স্তুতিভাক্, দাতা মঘবা! তুমি হব্যদায়ীকে দান কর। হে বাসপ্রদ! তুমি যেমন কণ্ব ঋষির আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৯। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর, এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্ব্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোতার মেধা বর্দ্ধিত কর।

১০। ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি (পদার্থ সমূহকে) প্রেরণ করিয়াছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে প্রমত্ত করিয়াছিল।

---

৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। তুমি ধনীগণের উপমাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষীগণের জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষ, শত্রুপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবা ইন্দ্র! আমি ধনার্থ তোমার যাচ্ঞা করিতেছি

২। যিনি প্রত্যহ বর্দ্ধমান হইয়া আয়ু, কুৎস এবং অথিতিগ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামক অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অন্নাভিলাষী হইয়া আহ্বান করিতেছি।

৩। যে সোম সকল দূরদেশে লোকসমূহ মধ্যে অভিষুত হয়, যাহারা নিকটে অভিষুত হয়, সেই সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব প্রস্তর পেষণ করিয়া বাহির করুক।

৪। তুমি যেখানে সোম পান করিয়া তৃপ্ত হও, সেখানে সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ কর ও পরাভূত কর, সমস্ত ধন উপভোগ যোগ্য হউক। শিষ্টগণের মধ্যে সোম তোমার মদকর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি কল্যাণতমঃ এবং অত্যন্ত বন্ধু, তুমি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুস্বরূপ রক্ষা কার্য্যের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন কর।

৬। যুদ্ধে ত্বরাবান্, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় করা, যাহারা কর্ম্মসমূহদ্বারা (সুফল) প্রবর্ত্তিত করেন, সেই উক্থউচ্চারণকারীগণ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

৭। তোমার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আছে (তাহা যেন আমরা পাই), আমরা রক্ষার্থ তোমারই হইব, যুদ্ধকালেও তোমারই হইব। আমরা স্তুতি এবং আহ্বানদ্বারা তোমাদের ভজনা করতঃ স্তুতি পাঠ করিব।

৮। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট (ইন্দ্র)! আমি অন্নাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী ও গবাভিলাষী হইয়া তোমার স্তোত্র করি এবং তোমার রক্ষালাভ করিয়া যুদ্ধে গমন করি। ভয়ের সময় তোমাকেই শত্রুগণের সম্মুখে স্থাপন করি।

---

৫৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ৩ ও ৪ ঋকে অন্যান্য দেবেরও স্তুতি আছে।

১। হে ইন্দ্র! স্তুতিকারীগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার এই বীর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। তাহারা স্তুতি করিয়া বল লাভ করিয়াছিল। পৌরগণ কর্ম্মদ্বারা ঘৃত ক্ষরণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল।

২। হে ইন্দ্র! যাহাদের (সোমাভিষবে) তুমি প্রমত্ত হও, তাহারা উৎকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করিতেছে। যেরূপ সম্বর্ত্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের অভিমুখে এবং আমাদের সমীপে আগমন করুন। বসু ও রুদ্রগণ রক্ষার্থ আগমন করুন, মরুৎগণ আহ্বান শ্রবণ করুন।

৪। পূষা, বিষ্ণু, সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, জল, বায়ু, পর্ব্বত, বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন, পৃথিবী আহ্বান শ্রবণ করুন।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা! হে বৃত্রহা! একত্রে প্রমত্ত হইয়া সমৃদ্ধি ও দানার্থ সেই ধনের সহিত প্রবৃদ্ধ হও, তুমি ভজনীয়।

৬। হে যুদ্ধপতি, সুকর্ম্মা ও নৃপতি! তুমিই আমাদের যুদ্ধে লইয়া যাও, শুনা যায় (দেবগণ) স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণার্থ মিলিত হন।

৭। আর্য্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্ব্বাদ আছে, মনুষ্যগণের আয়ু আছে, হে মঘবা! আমাদিগকে ব্যাপ্ত কর, বৃদ্ধিকর অন্ন দান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব, হে শতক্রতু! তুমি আমাদিগের। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাকণের উদ্দেশে প্রচুর স্থূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর।

---

৫৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। ইন্দ্রের কর্ম্ম ভূরি বলিয়া জানিয়াছি। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার ধন আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে।

২। আকাশে যেরূপ তারা শোভা পায়, সেইরূপ শত শত বৃষ শোভা পাইতেছে, তাহারা মহত্ত্বে দ্যুলোককে যেন স্তম্ভিত করিতেছে।

৩। শতবেণু, শতশ্বা, শতম্লাত চর্ম্ম, শতবল্বজ স্তুক এবং চারিশত অরুষী(১) রহিয়াছে।

৪। হে কণ্বগোত্রীয়গণ! তোমরা অশ্বে অশ্বে বিচরণ করতঃ অশ্বগণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ সুন্দর দেববিশিষ্ট হইয়াছ।

৫। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, অন্যের অন্যূন, ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহাঅন্ন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। শ্যামবর্ণ পথ অক্রিতম করিয়া চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইতেছে।

---

৫৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

১। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার অক্ষীণ ধন দর্শিত হইয়াছে, তোমার সেনা দ্যুলোকের ন্যায় বিস্তৃত।

২। তুমি দস্যুর বৃকস্বরূপ, তোমার নিত্যধন হইতে আমাকে দশসহস্র প্রদান কর।

৩। আমাকে একশত গর্দ্দভ, একশত মেষী(১) এবং একশত দাস প্রদান কর।

৪। অশ্বযূথের ন্যায় সেই প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁহাদের নিকট গমন করে।

৫। অগ্নি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানবান্, সুন্দর রথবিশিষ্ট এবং হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও বৃহৎ হইয়া শোভা পাইতেছেন, স্বর্গে সূর্য্যও শোভা পাইতেছেন।

---

(১) মূলে ঋক এই "শতং বেণূন্ শতং শুনঃ শতং চর্ম্মাণি ম্লাতানি শতং মে বল্বজস্তুকা অরুষীণাং চতুঃশতং।" এসকল শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

---

(১) মূলে উর্ণাবতী আছে, অর্থ মেষী। পশুর সহিত দাসগণকেও দান করা প্রথা ছিল, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। "One hundred Slaves."—*Muir's Sanscrit Tests* (1884), Vol. v., p. 461.

৫৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা।

১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে আগমন কর। তোমরা যজনীয় ও দেবতা; তোমরা নিজ কর্ম্মবলে তৃতীয় সবন পান কর।

২। দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ(১), তাঁহারা সত্য, তাঁহারা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তিমান্ অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার, এই সোম যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করিয়াছি। যাহারা সহস্র স্তুতি করে, যাহারা গোযাগে প্রবৃত্ত হয়, পানার্থ তাহাদের সকলের নিকট উপস্থিত হও।

৪। হে নাসত্যদ্বয়! এই তোমাদের ভাগ নিহিত হইয়াছে, এই তোমাদের স্তুতি, তোমরা আগমন কর, আমাদের জন্য মধুমান্ সোম পান্ কর, হব্যদায়ীকে কর্ম্মদ্বারা রক্ষা কর।

---

৫৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

১। সহৃদয় ঋত্বিক্‌গণ যাঁহাকে বহু প্রকারে কল্পনা করতঃ এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করিলেও স্তুতিকারীরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে?।

২। এক অগ্নি, বহু প্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হইয়াছেন, এক উষা এই সমস্তকে প্রকাশিত করিতেছেন। এই একই সর্ব্বপ্রকারে হইয়াছেন(১)।

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

---

(১) "একং বৈ ইদং বি বভূব সর্ব্বং।" মূলে এই আছে।

৩। জ্যোতিষ্মান্, কেতুমান্, চক্রত্রয়বিশিষ্ট, সুখকর রথস্বরূপ ও উপবেশনযোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানার্থ এই যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁহার সহিত মিলন হইলে বিচিত্র ধন লাভ হয়।

---

৫৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! মহাযজ্ঞে সোমাভিষবে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই তোমাদের ভাগধেয়, উহার অনুসরণ কর, প্রতি যজ্ঞে সবন সকলকে পোষণ কর, সোমাভিষবকারী যজমানকে দান কর।

২। ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা অন্তরীক্ষের পারে পথে গমন করিতেছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। (তাঁহাদের অনুগ্রহে) সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করিতেছে।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! একথা সত্য, যে সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃশ ঋষির সোম প্রবাহ দোহন করিতেছে, তোমরা শুভকর্ম্মের পালক। যে অহিংসিত ব্যক্তি তোমাদিগের কর্ম্মদ্বারা পালন করে, সেই হব্যদায়ীকে হব্যদ্বারা পালন কর।

৪। ঘৃত ক্ষরণশীল, প্রভূত দানশীল, কমনীয়, সপ্তভগিণীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূত দানবিশিষ্ট (হইয়াছেন)। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যাহারা তোমাদের উদ্দেশে ঘৃত ক্ষরণ করে, তাহাদের উদ্দেশে (যজ্ঞ) ধারণ কর এবং যজমানকে দান কর।

৫। দীপ্তিশীল, ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্ত্তন করিব। আমরা ঘৃত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভ কার্য্যের পতি, তাঁহারা ত্রিসপ্তসংখ্যক (কার্য্যদ্বারা) আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা পূর্ব্বে ঋষিগণকে যে মনীষা বাক্য, স্তুতি এবং শ্রুত প্রদান করিয়াছ এবং যে সকল স্থান প্রদান করিয়াছ, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া তপঃ দ্বারা সেই সমস্ত দর্শন করিব।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ধন বৃদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ব্ব জন্মায় না, যজমানকে তাহাই প্রদান কর, আমাদিগকে প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান কর। আমরা দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারি এই জন্য আমাদের আয়ু রক্ষা কর। ইতি বালখিল্য সমাপ্ত।

---

৬০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি।

১। হে অগ্নি! অগ্নিগণের সহিত আগমন কর, তোমায় হোতা বলিয়া বরণ করিতেছি; ধৃতব্রতা হবিষ্মতী কুশে উপবেশন করাইয়া তোমাকে অলঙ্কৃত করুক।

২। হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! স্রুক সকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছে। বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি।

৩। হে অগ্নি! তুমি কবি, তুমি ফলের বিধাতা। হে পাবক! তুমি হোতা ও যাগযোগ্য। হে শুক্র! তুমি আমোদযোগ্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিপ্রগণ মননমন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে।

৪। হে যুবতম, নিত্য অগ্নি! আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমায় কামনা করেন, তাহাদিগকে আনয়ন কর। হে বাসপ্রদ অগ্নি! সুনিহিত অন্নের সমীপে গমন কর, স্তুতিদ্বারা নিহিত হইয়া আনন্দিত হও।

৫। হে অগ্নি! তুমি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, তুমি কবি, তুমিই সর্ব্বতঃ বিস্তৃত। হে সমিদ্যমান, দীপ্ত অগ্নি! বিপ্র স্তোতাগণ তোমার পরিচর্য্যা করিতেছে।

৬। হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি! দীপ্ত হও ও দীপ্তি কর। প্রজাগণের জন্য ও স্তোতার জন্য সুখ প্রদান কর। তুমি মহান্। আমার স্তোতাগণ দেবদত্ত সুখ প্রাপ্ত হউক। তাহারা শত্রুপরাভবকর ও সুঅগ্নিবিশিষ্ট হউক।

৭। হে অগ্নি! পৃথিবীস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ যে প্রকারে দগ্ধ কর, হে মিত্রগণের পূজক! আমাদের দ্রোহকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করিতে চায় তাহাকে সেই প্রকারে দগ্ধ কর।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগকে হিংসাকারী বলবান্ মনুষ্যের বশীভূত করিও না। যে মন্দ কথা কয়, তাহার বশীভূত করিও না। হে যুবতম! তোমরা রক্ষাকার্য্য হিংসাশূন্য আপদ্ হইতে উদ্ধারকারী ও সুখকর। উহা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। হে অগ্নি! আমাদিগকে এক ঋকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা কর। হে বলপতি! তিন বাক্যের দ্বারা পালন কর। হে বাসপ্রদ! চারি বাক্যের দ্বারা পালন কর।

১০। সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি নিকটবর্ত্তী ও বন্ধুস্বরূপ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হইব।

১১। হে পাবক অগ্নি! আমাদিগকে অন্নবর্দ্ধক, প্রশংসনীয় ধন প্রদান কর। হে সমীপবর্ত্তী ধনদাতা! আমাদিগকে সুনীতিদ্বারা অনেকের স্পৃহনীয় অত্যন্ত কীর্ত্তিযুক্ত ধন দান কর।

১২। যে ধনদ্বারা আমরা যুদ্ধে ত্বরাবান্ শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া তাহাদিগকে হিংসা করিব, (তাহা প্রদান কর), তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ; তুমি আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর। অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত কর; আমাদিগের ধনপ্রদ কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন কর।

১৩। বৃষভের ন্যায় শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করতঃ অগ্নি মস্তক কম্পিত করিতেছেন। অগ্নির হনুসকল তীক্ষ্ণ, কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না। অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র।

১৪। হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি! যেহেতু তুমি বর্দ্ধিত হও, অতএব তোমার দন্ত কেহ নিবারণ করিতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি হোতা, তুমি আমাদের হব্য উত্তমরূপে হোম কর, আমাদিগকে বরণীয় বহুধন দান কর।

১৫। হে অগ্নি! মাতৃভূত বনে বর্ত্তমান (অরণিদ্বয়ে) নিদ্রা যাইতেছ। মনুষ্যগণ তোমাকে সম্যক বর্দ্ধিত করে, পশ্চাৎ তুমি অনলস হইয়া

হব্যদায়ীর হব্য দেবগণের নিকট বহন কর। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভা পাও।

১৬। হে অগ্নি! সেই তোমাকেই সপ্ত হোতা স্তব করে। তুমি দানশীল ও অক্ষীণ। তুমি তাপপ্রদ তেজোবলে মেঘকে ভেদ কর। হে অগ্নি! আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন কর।

১৭। হে (স্তোতাগণ)! তোমাদের জন্য অগ্নিকেই আহ্বান করি। আমরা বর্হি ছিন্ন করিয়াছি ও হব্য নিধান করিয়াছি, অগ্নি কর্ম্মধারী বহুলোকে বর্ত্তমান ও সমস্তলোকের হোতা।

১৮। হে অগ্নি! উত্তম সামযুক্ত গৃহে (যজমান) প্রজ্ঞাবলে প্রজ্ঞাবান্ লোকের সহিত তোমার স্তব করিতেছে। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার্থ আপন ইচ্ছায় নিকটবর্ত্তী নানা রূপধারী অন্ন আহরণ কর।

১৯। হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তুত্য! তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষসগণের সন্তাপপ্রদ। তুমি যজমানের গৃহপালক, উহা কখন ত্যাগ কর না, তুমি মহান্, তুমি দ্যুলোকের পাতা, যজমান গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

২০। হে দীপ্তধন অগ্নি! রাক্ষসাদি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট না হউক; জাতুধানগণের পীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয়। দারিদ্র্য, হিংসাকারী ও বলবান্ রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার কর।

---

৬১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি।

১। ইন্দ্র আমাদের এই উভয়বিধ বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের সহগামী কর্ম্মযুক্ত হইয়া মঘবান্ অত্যন্ত বল লাভ করতঃ সোমপানার্থ আগমন করুন।

২। দ্যাবাপৃথিবী সেই শোভমান বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করিয়াছেন। তাহাকে বলের জন্য সংস্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য হে ইন্দ্র! তুমি উপমানভূত দেবগণের মুখ্য হইয়া বেদীতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মন সোমাভিলাষী।

৩। হে বহুধনবান্ ইন্দ্র! তুমি (জঠরে) অভিষুত সোম সেক কর, হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমাকে সংগ্রামে শত্রুগণের অভিভবকারী, কাহারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক বলিয়া জানি।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তোমার সত্য কেহ হিংসা করিতে পারে না, যাহাতে ক্রতুদ্বারা (ফল) কামনা করিতে পারি তাহাই হউক, হে হনুযুক্ত বজ্রবান্! তোমার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করিব এবং শীঘ্র শত্রুগণকে অভিভব করিব।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্য্যা করি।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরণ্ময়শরীর ও উৎস সদৃশ। তুমি আমাদের যাহা দান করিতে বাসনা কর, তাহা কেহই হিংসা করিতে পারে না। অতএব যাহা যাচ্ঞা করি, তাহা আহরণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর। তুমি ধনদানার্থ পরিচর্য্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থ স্তব করতঃ বিবিধ বাক্যযুক্ত হইয়া তাহাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিব।

৯। হে ইন্দ্র! হে শতক্রতু! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট! হে সংগ্রামে অহঙ্কার বিশিষ্ট! যে মেধাশূন্য, বা মেধাবী তোমার স্তব করে, তোমার অনুগ্রহে সে আনন্দিত হয়।

১০। উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্ম্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করিব।

১১। আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব এক্ষণে আমরা

সোম অভিষুত হইলে তাহার জন্য একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে সখা করিয়া লইব।

১২। উগ্র ও যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করিব। তাঁহার পূজা ধ্যানের ন্যায় (অবশ্য প্রদেয়)। তিনি অহিংসনীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সহিত মিলিত বেগবান্ অশ্বকে জানেন, তিনি দাতা, তিনি (বহুলোকের মধ্যে) আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩। হে ইন্দ্র! যাহা হইতে আমরা ভয় পাই, তাহা হইতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মঘবন্! তুমি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানার্থ রক্ষাকার্য্য সম্পাদনদ্বারা শত্রুগণকে ও হিংসাকারীগণকে বিনাশ কর।

১৪। হে ধনস্বামী! তুমিই মহাধনের পরিচর্য্যাকারীর গৃহের বর্দ্ধয়িতা। হে মঘবান্! হে স্তুতিভাক! তুমি এইরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষব করতঃ তোমায় আহ্বান করিতেছি।

১৫। এই ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্রহা, ইনি পরপালয়িতা ও বরণীয়। সেই ইন্দ্র আমাদের (পুত্র) রক্ষা করুন। শেষ পুত্র রক্ষা করুন, মধ্যম পুত্র রক্ষা করুন, আমাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে রক্ষা করুন।

১৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পশ্চাৎভাগ হইতে, পূর্ব্ব ভাগ হইতে ও অধোভাগ হইতে ও উত্তর ভাগ হইতে, সর্ব্ব দিক্ হইতে রক্ষা কর। হে ইন্দ্র! দৈব ভয় আমাদের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ কর, অদেব অস্ত্র শস্ত্র দূর করিয়া দেও।

১৭। হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে সাধুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৮। এই মঘবান্ শূর, বহুধনবিশিষ্ট, ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সহিত মিলিত হন। হে শতক্রতু! তোমার সেই দুই অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক।

---

৬২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। যে হেতু ইন্দ্র সেবা করেন, অতএব উহার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উকৃথমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

২। অসহায়, অসদৃশ, অন্য দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব্ব প্রজাগণকে ও সমস্ত জাতবস্তুকে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৩। ধন দাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে ইন্দ্র! তুমি সামর্থ্যপ্রদ, তোমার মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৪। হে ইন্দ্র! আগমন কর, তোমার উৎসাহবর্দ্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করিব। হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ইন্দ্র! তুমি এই স্তুতিপ্রযুক্ত অন্নাভিলাষী স্তোতার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার মন গর্ব্বিত হইতেও গর্ব্বিত, তুমি তীব্র সোম প্রদানদ্বারা পরিচর্য্যাকারী এবং নমস্কারদ্বারা অলঙ্কারকারী যজমানকে (অভিমত ফল প্রদান কর)। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া মনুষ্য যেমন কূপ দর্শন করে, সেইরূপ আমাদিগকে দর্শন করিতেছ এবং প্রীত হইয়া প্রবৃদ্ধ সোমযুক্ত (যজমানের) উপযুক্ত বন্ধু হইতেছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য ও তোমার প্রজ্ঞা অনুসরণ করতঃ সমস্ত দেবগণ বীর্য্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। তুমি গোপতি, বহুলোক স্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার সেই উপমানভূত বল যজ্ঞার্থ স্তুতি করি। হে যজ্ঞপতি! তুমি বলের দ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়াছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৯। প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী (পুরুষকে বশীভূত) করে, সেইরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন। উহারা (সম্বৎসরাদি) কাল লাভ করে, ইন্দ্র উহাদিগকে জানাইয়া দেন, অতএব তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১০। হে ইন্দ্র! বহু পশুবিশিষ্ট যে (যজমানগণ) তোমার প্রদত্ত সুখভোগ করে, তাঁহারা তোমার উৎপন্ন বল প্রভৃতরূপে বর্দ্ধিত করে, তোমায় বর্দ্ধিত করে, তোমার প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১১। হে ইন্দ্র! যাবৎ ধন না পাই, তাবৎ তোমাতে ও আমাতে মিলিত হইব। হে বৃত্রহা, বজ্রবান্ ও শূর! অদানশীল ব্যক্তিও তোমার দানের প্রশংসা করিবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১২। আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করিব, মিথ্যা স্তব করিব না, ইন্দ্র যজ্ঞবিরতদিগকে প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৬৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা; কেবল শেষ ঋকের দেবগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্ম্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আগমন করিতেছেন। ইন্দ্রকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ কর্ম্ম সকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। সোমাভিষবে নিযুক্ত প্রস্তর সকল স্বর্গের নির্ম্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উক্থ ও স্তোত্র সকল উচ্চারণ করা উচিত।

৩। বিদ্বান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপাবৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পুরুষত্বের স্তুতি করি।

৪। ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় একালেও কবিগণের বর্দ্ধয়িতা, স্তোতার কার্য্য নির্ব্বাহক, সুখকর, অর্চ্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদিগের রক্ষার্থে গমন করুন।

৫। স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারীগণ, হে ইন্দ্র! তোমারই কীর্ত্তিসকল গান করিতেছে, স্তোতাগণ শীঘ্রধন দানার্থ ইন্দ্রের স্তব করিতেছে।

৬। সমস্ত বীর্য্য, সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য ইন্দ্রেই বর্ত্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অধ্বর বলিয়া জানেন।

৭। যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে, তখন ইন্দ্র আপনার মহিমায় শত্রুগণকে বধ করেন। আর্য্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাসস্থান।

৮। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি সেই সকল পৌরুষকর কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমায় এই স্তুতি করিতেছি, চক্রের পথ রক্ষা কর।

৯। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানা প্রকার অন্ন লব্ধ হইলে (লোক সকল) জীবনার্থে নানা প্রকার কর্ম্ম করে, পশুগণের ন্যায় তাহারা যব গ্রহণ করে।

১০। আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক্। তোমাদের সহিত যেন আমরা মরুৎবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্দ্ধনার্থ অন্নের পালক হই।

১১। তুমি যাগকালে প্রাদুর্ভূত ও তেজোবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা সত্যই তোমার স্তব করিব, সহায়তায় জয় লাভ করিব।

১২। জলসেকবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মেঘগণ এবং আহ্বানে আনন্দযুক্ত যে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্রপাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আগমন করেন, তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ।

---

৬৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! স্তুতি সকল তোমায় উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক, হে বজ্রবাহু! ধন প্রদান কর, স্তুতি বিদ্বেষীগণকে বিনাশ কর।

২। লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদদ্বারা বাধা প্রদান কর। তুমি মহান্, তোমার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

৩। তুমি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা।

৪। হে ইন্দ্র! আগমন কর, মনুষ্যদিগের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ করতঃ স্বর্গ হইতে গমন কর। তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া থাক।

৫। তুমি স্তোতাগণের জন্য পর্ব্ববিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ।

৬। সোম অভিষুত হইলে আমরা দিবারাত্র তোমায় আহ্বান করি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর।

৭। সেই বৃষ্টিপ্রদ, নিত্যতরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কোন্ স্তোতা তাঁহাকে স্তুতি করে?।

৮। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র প্রীত হইয়া কোন্ যজমানের যজ্ঞ অবগত হন?। কোন্ যজমান ইন্দ্রকে স্তব করিতে জানে?।

৯। যজমানদত্ত দান তোমায় সেবা করে, হে বৃত্রহা! শাস্ত্র পাঠ কালে সুন্দর বীর্য্যযুক্ত স্তোত্র সকল তোমায় সেবা করে। তুমি কীদৃশ? কে যুদ্ধে নিকটবর্ত্তী হয়?।

১০। বহুসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আমি তোমার জন্য সোম অভিষব করিতেছি, তাহার নিকট আগমন কর, দ্রুতগামী হও? এবং পান কর।

১১। এই সোম শর্য্যণাবতী(১), সুসোমা নদীতে তোমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আর্জ্জীকীয়তে তোমায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে।

১২। তুমি অদ্য সেই মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুদের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান কর। হে ইন্দ্র! শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন কর।

---

৬৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যে হেতু লোকে পূর্ব্বদিক, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক ও নিম্নদিক হইতে তোমাকে আহ্বান করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে আগমন কর।

---

(১) "মূলে শর্য্যণাবতী" আছে। সায়ণ পূর্ব্বে "শর্য্যণা" নদী বিশেষের নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে শর্য্যণা শব্দে শরতৃণ করিয়াছেন, সুসোমা সিন্ধু নদীর একটী নাম। আর্জ্জীকীয়া বিপাশা নদীর অর্থাৎ আধুনিক বেয়া নদীর একটী নাম। ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

২। তুমি দ্যুলোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হও; ভূলোকে প্রমত্ত হও, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হও।

৩। অতএব হে ইন্দ্র! তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। তুমি মহান্ ও প্রভূত। সোমপানার্থ ও ভোগার্থ তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান করি।

৪। রথযোজিত অশ্বগণ তোমার মহিমা ও তোমার তেজঃ আহ্বান করুক।

৫। হে ইন্দ্র! বাক্য ও স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে। তুমি মহান্, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্য্যকারী, তুমি আগমন করতঃ সোম পান কর।

৬। আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আমাদের কুশে উপবেশনার্থ আহ্বান করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

৮। হে ইন্দ্র! অধ্বর্য্যু প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্তর দ্বারা অভিষব করিতেছে। তুমি প্রীত হইয়া উহা পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করিয়া দর্শন কর; শীঘ্র আগমন কর, আমাদিগকে মহাঅন্ন প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হউন। হে দেবগণ! মঘবা ইন্দ্র হিংসিত না হউন।

১১। আমি গোসহস্রের উপরি ধারিত, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, আহ্লাদকর, নির্ম্মল হিরণ্য স্বীকার করি।

১২। আমি সুরক্ষিত ও দুঃখী, আমার লোক সকল অপরিমিত ধনে ধনবান্ হউক। দেবগণ প্রীত হইলে অন্ন লাভ করা যায়।

৬৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কলি ঋষি।

১। তোমরা বাধাযুক্ত হইয়া বেগবান্ অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ সাম গান করতঃ পরিচর্য্যা কর। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেইরূপ অভিষুত সোমযুক্ত যজ্ঞে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

২। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণ সুন্দর হনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে না, মনুষ্যগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসাকারী, সোমাভিষবকারী স্তোতার উদ্দেশে দান করেন।

৩। যে শক্র পরিচর্য্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভুত, যিনি হিরণ্ময়। যে আশ্চর্য্যভূত বৃত্রহা ইন্দ্র বহুল গোসমূহকে অপাবৃত করতঃ চালিত করেন।

৪। যিনি ভূমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন যজমানের উদ্দেশে উঠাইয়া দেন। সেই বজ্রযুক্ত উত্তম হনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যাহা ইচ্ছা করেন, কর্ম্মদ্বারা তাহাই সিদ্ধ করেন।

৫। হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় স্তোতাগণের নিকট যাহা কামনা করিয়াছ, তাহাই আমরা শীঘ্র তোমায় প্রদান করিয়াছি, তাহা যজ্ঞই হউক, উক্থই হউক, আর বাক্যই হউক, প্রদান করিয়াছি।

৬। হে পুরুহুত ও বজ্রবান্ ও স্বর্গযুক্ত সোমপায়ী! সোম অভিষুত হইলে মদযুক্ত হও। তুমিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হও।

৭। আমরা এক্ষণে এবং কল্য এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করিব। তাঁহারই উদ্দেশে এই যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ কর। স্তোত্র শ্রুত হইলে তিনি যেন আগমন করেন।

৮। চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদিগের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে পারে না, হে ইন্দ্র! সেই

তুমি প্রীত হইয়া আগমন কর। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্ম্মবলে বিশেষরূপে আগমন কর।

৯। কোন্ পৌরুষকর কার্য্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? উহাঁর কোন্ প্রকার পৌরুষ কার্য্য শ্রুতিগোচর না হয়? এই বৃত্রহা জন্মাবধি বিখ্যাত।

১০। ইন্দ্রের মহাবল কখন্ অধর্ষক হইয়াছিল? ইন্দ্রের হন্তব্য কবে অহিংসিত হইয়াছিল? হে ইন্দ্র সমস্ত সুদখোর দিবস গণনাকারীদিগকে(১) এবং বণিকদিগকে তাড়নাদিদ্বারা অভিভব করেন।

১১। হে বৃত্রহা, পুরুহূত, বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমারই উদ্দেশে আমরা অনেকে ভৃতির ন্যায় নূতন স্তোত্র প্রদান করি।

১২। হে বহুকর্ম্মবান্! বহুসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষাও তোমাতেই অবস্থিত। স্তোতাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র! অরির সবন সকল অতিক্রম করিয়া আমাদের সবনে আগমন কর, হে মহাবল! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৩। হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই, আমরা তোমার স্তোতা হইয়াছি। হে পুরুহূত মঘবা! তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখপ্রদ নাই।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা এবং এই নিন্দার হস্ত হইতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! তুমি উপায়জ্ঞ।

১৫। তোমাদেরই সোম অভিষুত হউক। হে কলিগণ(২)! ভীত হইও না। এই রাক্ষসাদি দূর হইয়া যাইতেছে। ইহারা আপনিই অপগত হইতেছে।

---

(১) মূলে "বেকনাটান অহঃ দশঃ" আছে।

(২) মূলে "কলয়" আছে।

৬৭ সূক্ত।

আদিত্যগণ দেবতা। সমদ নামক মহামীনের পুত্র মৎস্য; মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য, অথবা অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হইয়া এই স্তুতি করিয়াছিল, অতএব তাহারাই ঋষি(১)।

১। অভিমত ফল লাভার্থ, সুখপ্রদ, বলবান্ আদিত্যগণের নিকট রক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি।

২। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আদিত্যগণ যেহেতু দুঃসহ বলিয়া জানেন, অতএব অংহতি পার করিয়া দিউন।

৩। আদিত্যগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তাহা হব্যদায়ী যজমানের জন্য।

৪। হে বরুণাদি! তোমরা মহান্, হব্যদাতার প্রতি তোমাদের রক্ষা মহতী; অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

৫। হে আদিত্যগণ! আমরা জীবিত; ইদানীং আমাদিগের অভিধাবন কর। হে আহ্বান শ্রবণকারীগণ! মৃত্যুর পূর্ব্বে আগমন করিও।

৬। শ্রান্ত অভিষবকারীকে দাতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে, যে গৃহ আছে, তদ্দ্বারা প্রীত করিয়া আমাদিগের প্রতি মিষ্ট কথা কও।

৭। হে দেবগণ! পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিত্যগণ! আমাদের অভিলষিত প্রদান কর।

৮। জাল যেন আমায় বন্ধন না করে, মহাকর্ম্মের জন্য আমাদিগকে জাল হইতে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্রই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী।

৯। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে পরিহার কর। আমাদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করতঃ হিংসক রিপুদিগের জালদ্বারা আমাদিগকে বাধা দিও না।

(১) মৎস্যগণের কোনও উল্লেখ এ সূক্তে নাই, সুতরাং মৎস্য এই সূক্তের ঋষি বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। সূক্তে যে জালের উল্লেখ আছে, সে মাচধরা জাল নহে, সংসারের বিপদজাল, বা শত্রুতাজাল, বা পাপজাল। এই অর্থ করিলেই সূক্তের সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

১০। হে দেবীঅদিতি! তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য তোমার স্তব করিতেছি।

১১। হে অদিতি! সকলদিক হইতে রক্ষা কর। ক্ষীণ, উগ্রপুত্র-বিশিষ্ট জালে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন হিংসা না করে।

১২। হে বিস্তীর্ণগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা (অদিতি)! তুমি পুত্রের জীবনার্থ আমাদিগকে জীবিত রাখ।

১৩। সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদিগের অহিংসাকারী, সুন্দর কীর্ত্তি-যুক্ত ও দ্রোহরহিত হইয়া যাঁহারা আমাদিগের কর্ম্ম রক্ষা করেন।

১৪। হে আদিত্যগণ! সেই তোমরা, হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে ধৃত চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৫। হে আদিত্যগণ! এই জাল আমাদের হিংসা করিতে অক্ষম হইয়া অপগত হউক। লোকের দুর্ব্বুদ্ধিও অপগত হউক।

১৬। হে সুন্দর দানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের আশ্রয়ে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও নানা ভোগ উপভোগ করিব।

১৭। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণ! যে পাপকারী শত্রু বারম্বার আমা-দের প্রতি গমন করিতেছে, আমাদের জীবনার্থ তাহাদিগকে পৃথক কর।

১৮। হে আদিত্যগণ! (তোমাদের অনুগ্রহে) বন্ধন যেমন বদ্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ যে জাল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, সেই জাল স্তুতিযোগ্য এবং ভজনাযোগ্য হউক।

১৯। হে আদিত্যগণ! তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নাই। এই বেগ আমাদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ। তোমরা আমাদিগকে সুখী কর।

২০। হে আদিত্যগণ! বিবস্বানের আয়ুধ সদৃশ এই কৃত্রিম জাল পূর্ব্ব-কালে এবং এই কালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না।

২১। হে আদিত্যগণ! দ্বেষকারীগণকে উন্মূলিত কর। পাতকগণকে বিনাশ কর। জালকে বিনাশ কর। সর্ব্বব্যাপী পাপকে বিনাশ কর।

পঞ্চম অধ্যায়।

৬৮ সূক্ত।

শেষ ছয়টী ঋকের ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানস্তুতি দেবতা; অপরগুলির ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে অত্যন্ত বলবান্ এবং সৎপতি ইন্দ্র তুমি বহুকর্ম্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী, আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য তোমাকে রথের ন্যায় আবর্ত্তিত করিতেছি।

২। হে প্রভূত বলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্ম্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা (জগৎ) আপূরিত করিয়াছ।

৩। তুমি মহান্, তোমার মহত্ত্বদ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করে।

৪। আমি সমস্ত (শত্রুগণের) প্রতিগমনকারী ও দুর্দ্দমনীয় বলের পতি ইন্দ্রকে তোমাদিগের লোকসমূহের গমনের সহিত এবং রথের গমনের সহিত আহ্বান করি(১)।

৫। নেতাগণ রক্ষার্থে যাঁহাকে নানা প্রকারে যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই সর্ব্বদা বর্দ্ধমান ইন্দ্রকে (সাহায্যার্থে) আগমনের জন্য (আহ্বান করি)।

৬। অপরিমিত শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও সুন্দর ধনবিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে (আহ্বান করি)।

৭। যিনি নেতা এবং মনুষ্যগণের যজ্ঞমুখস্থিত আনুপূর্ব্বিক স্তুতি (শ্রবণ করিতে) সক্ষম, সেই ইন্দ্রকেই আমি মহৎ ধন লাভ করিবার জন্য সোম পানে আহ্বান করি।

---

(১) ঋষি মরুৎগণকে, অথবা যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

৮। হে বলবান্! মনুষ্য তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

৯। হে বজ্রবান্! আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া এবং তোমার সাহায্যে জলে (স্নান করিবার জন্য) এবং সূর্য্য (দর্শন করিবার জন্য) সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি।

১০। হে স্তুতির দ্বারা অত্যন্ত স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমি প্রাজ্ঞ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে সেইরূপে যজ্ঞের দ্বারা যাচ্ঞা করি, তোমাকে স্তুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি।

১১। হে বজ্রবান্! তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার (ধনাদির) প্রণয়ন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য।

১২। আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান কর এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভূত দান কর আমাদের জীবনের জন্য (অভিলষিত) প্রদান কর।

১৩। মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি।

১৪। ছয় জন নেতা সোমজন্য, হর্ষহেতু, উপভোগার্হ ধনযুক্ত হইয়া দুইজন দুইজন করিয়া আমার নিকট আগমন করে।

১৫। ইন্দ্রোতের নিকট হইতে ঋজুগামী (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে হরিৎবর্ণ (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে রোহিতবর্ণ (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি(২)।

১৬। অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হইতে সুরথবিশিষ্ট (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি; ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে সুন্দর অভীশু(৩) বিশিষ্ট (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে সুরূপ (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি।

(২) ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া ঋষিকে অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) দীপ্তিবিশিষ্ট, অথবা লাগামবিশিষ্ট।

১৭। অতিথিগ্বের পুত্র শুদ্ধকর্ম্মা ইন্দ্রোতের নিকট হইতে বধূযুক্ত ছয়টী অশ্ব(৪), (ঋক্ষপুত্র ও অশ্বমেধপুত্রদত্ত অশ্বের) সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

১৮। দীপ্তিমতী, সেচনসমর্থ অশ্ববিশিষ্টা, দীপ্তিমতী এবং সুন্দর কশাবতী (বড়বা) ও এই ঋজুগামী (অশ্বগণের) মধ্যে আছে।

১৯। হে অন্নপ্রদগণ! নিন্দক মনুষ্যও যেন তোমাদিগের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে।

৬৯ সূক্ত।

একাদশ ঋকের প্রথমার্দ্ধের বিশ্বদেবগণ দেবতা; শেষার্দ্ধের বরুণ দেবতা; অবশিষ্ট ঋকগুলির বরুণ দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি।

১। যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটী স্তোভবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ কর। তিনি যজ্ঞভোগার্থ বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, কর্ম্মদ্বারা তোমাদিগের সৎকার করিতেছেন।

২। উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি (ইন্দ্রকে আহ্বান কর), যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ, (গাভী হইতে উৎপন্ন অন্ন) ইচ্ছা করিতেছেন।

৩। দেবগণের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেশে যাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারে, যাহাদের দুগ্ধে কূপ পূর্ণ হয়, সেই গাভী সকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করিতেছে।

৪। ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাহাতে জানিতে পারেন, সেইরূপে স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর।

৫। হরিনামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হইয়া কুশোপরি (ইন্দ্রকে) ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করিব।

(৪) বধূযুক্ত অশ্ব কি? অশ্বের সহিত বোধ হয় অশ্বী দানও করা হইয়াছিল, নিম্নের ঋক দেখ।

৬। ইন্দ্র যখন চারিদিক হইতে সমীপস্থিত মধুলাভ করেন, তখন গোসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন।

৭। যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্য্যের গৃহে গমন করি, তখন আদিত্যের এক বিংশতি স্থানে(১) মধুপান করিয়া উভয়ে মিলিত হই।

৮। হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর। বিশেষরূপে অর্চ্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ (অর্চ্চনা করে), সেই রূপ ইন্দ্রের অর্চ্চনা করুক।

৯। গর্ গর্ ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, গোধা(২) চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতেছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করিতেছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর।

১০। যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানার্থ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ কর।

১১। ইন্দ্র পান করিলেন, অগ্নি পান করিলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হইলেন, বরুণ এই গৃহে বাস করুন, বৎসের সহিত মিলিত গোসকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেইরূপ উদকসমূহ বরুণের স্তুতি করিতেছে।

১২। হে বরুণ! তুমি সুদেব, রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে।

১৩। যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকটে গমনার্থ ছাড়িয়া দেন, যে ইন্দ্র উপমাস্থল, যাঁহাকে সকলে পথ ছাড়িয়া দেন, সেই ইন্দ্র (যজ্ঞে) গমনকালে (জলের) নেতা হন।

১৪। শক্র (সংগ্রামে শত্রুদিগকে) অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন' সমস্ত দ্বেষকারীগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। কমনীয়, উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যদ্বারা তাড়না করতঃ মেঘ ভেদ করেন।

---

(১) একবিংশতি স্থান যথা—দ্বাদশমাস, পাঁচঋতু, তিনলোক, আর আদিত্য। সায়ণ।

(২) হস্তঘ্ন। সায়ণ।

১৫। এই ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের ন্যায় নূতন রথে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড মৃগস্বরূপ, বহুকর্ম্মা (মেঘকে) পরিপক্ক করিতেছেন।

১৬। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট রথস্বামী! তুমি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত, সহস্রপাদবিশিষ্ট, উজ্জ্বল হিরণ্ময় রথে আরোহণ কর, পরে আমরা দুজনে মিলিত হইব।

১৭। অন্নবানগণ আপনিই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এই প্রকারে সেবা করিতেছে, পরে যখন গমনার্থ এবং হব্যদানার্থ (স্তুতি সকল) ইন্দ্রকে আবর্ত্তিত করে, তখন সুস্থাপিত ধন (প্রাপ্ত হয়)।

১৮। প্রিয়মেধাগণ ইহাদিগের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হব্য স্থাপন করিয়াছেন।

---

৭০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। পুরুহন্মা ঋষি।

১। যিনি মনুষ্যগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাঁহার গমনে কেহ বাধা দিতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্ত্তা, সেই জ্যেষ্ঠ বৃত্রহা ইন্দ্রকে স্তব করি।

২। হে পুরুহন্মা! রক্ষার্থ ইন্দ্রকে অলঙ্কৃত কর। তোমার পালক ইন্দ্রের দুই প্রকার স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্য্যের ন্যায়।

৩। সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান্ ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

৪। অন্যের অসহ্য, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনু সকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, পৃথিবী শত শত হইলেও তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, সহস্র সূর্য্যও প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তাহা এবং দ্যাবাপৃথিবী তোমার পরিমাণ করিতে পারে না।

৬। হে অভিলাষপ্রদ, অত্যন্ত বলবান্, ধনবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করিয়াছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদিগকে বিচিত্র রক্ষাকার্য্যদ্বারা রক্ষা কর।

৭। হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র! যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তাহারই জন্য হরিদ্বয় যোজিত করেন; যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অন্ন পায় না।

৮। তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানার্থ মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্য্যা কর। জললাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত; নিম্নস্থল লাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত; সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত।

৯। হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন লাভের জন্য উত্থাপিত কর। হে শূর! হে মঘবা! হে ইন্দ্র! মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্ত্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হও।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমাকে নিন্দা করে, তাহার (ধন অপহরণ করিয়া) তুমি অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হও। হে তর্পণীয়, প্রভূত-ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি ঊরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদিগকে আচ্ছাদিত কর; আর বধ কর, অস্ত্রের দ্বারা দাসকে মারিয়া ফেল(১)।

১১। হে ইন্দ্র! তোমার সখা পর্ব্বত অন্যরূপ ব্রতধারী, অমানুষ, যজ্ঞরহিত, দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন; তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন।

১২। হে বলবান্ ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য এই ভাজা যবের ন্যায় গোসমূহকে হস্তে গ্রহণ কর; তুমি আমাদিগকে অভিলাষ করিতেছ, আরও অভিলাষ করিয়া আরও গ্রহণ কর।

(১) ১০ ও ১১ সূক্তে অনার্য্য শত্রুদিগের উল্লেখ।

১৩। হে সখাগণ! কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই হিংসাকারী ইন্দ্রকে কেমন করিয়া স্তুতি করিব? তিনি শত্রুগণের ভক্ষক এবং সুরী; তিনি কখনও অবনত হন না।

১৪। হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র! বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়ীগণ তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র! তুমি এক এক করিয়া বহুতর প্রকারে স্তোতাগণকে বহুবৎস দান কর।

১৫। এই মঘবা তিন জন হিংসকের নিকট হইতে যুদ্ধে বিজিত, গো ও বৎস কর্ণে ধারণ করতঃ আমাদের নিকট আনয়ন করুন। স্বামী এইরূপে হননার্থ অজাকে আনয়ন করে।

---

৭১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুদিতি এবং পুরুমীঢ় ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক অদাতাগণ হইতে লব্ধ মহাধনের দ্বারা পালন কর; শত্রুলোকের হস্ত হইতেও রক্ষা কর।

২। হে প্রিয়জাত অগ্নি! পুরুষস্বভবেসুলভ ক্রোধ তোমাকে বাধা দিতে পারেনা এবং তুমিই রাত্রিবান্।

৩। হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজোযুক্ত অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর।

৪। হে অগ্নি! যে অদাতা ধনবানুগণ হব্যদায়ীকে তুমি পালন কর, সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দেও।

৫। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয়।

৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী মর্ত্ত্যের জন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর।

৭। হে জাতবেদা! আমাদিগকে রক্ষা কর, অনিষ্টাভিলাষী হিংসাবুদ্ধি মর্ত্ত্যের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না।

৮। হে অগ্নি! তুমি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি তোমার ধন দান যেন রহিত করিতে না পারে।

৯। হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি! আমরা স্তোতা, তুমি আমাদিগকে মহাধন প্রদান কর।

১০। আমাদের স্তুতি সকল দাহকর শিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞ সকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হইয়া প্রভূত ধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক।

১১। স্তুতি সকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক, অগ্নি অমর, মনুষ্য মধ্যেও থাকেন, তিনি দুই প্রকার। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মত্তকারী।

১২। দেবগণের যাগের জন্য তোমাদের অগ্নিকে স্তব করিতেছি, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, কর্ম্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, (শত্রু) উপস্থিত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, ক্ষেত্রের ফল লাভার্থ অগ্নিকে স্তব করিতেছি।

১৩। অগ্নি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁহার সখা, তিনি আমাদিগকে অন্নদান করুন। পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সেই বাসপ্রদ অঙ্গপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাচ্ঞা করি।

১৪। হে পুরুমীঢ়! তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর, তাঁহার শিখা দাহকর, ধনার্থ তাঁহাকে স্তুতি কর, অন্য লোকেও তাঁহাকে স্তুতি করে, সুদিতির জন্য গৃহ যাচ্ঞা কর।

১৫। শত্রুগণকে পৃথক করিবার জন্য অগ্নিকে স্তব করি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব করি; অগ্নি সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে রাজার ন্যায়, ঋষিগণের বাসপ্রদ এবং আহ্বানযোগ্য হউন।

৭২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র হর্য্যত ঋষি।

১। তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত কর, অগ্নি আসিয়াছেন, অধ্বর্য্যু পুনরায় যজ্ঞ ভজনা করিতেছেন, উনি হবি প্রদান করিতে জানেন।

২। অগ্নির সহিত যজমানের সখ্য সংস্থাপনকর্ত্তা, হোতা, তীক্ষ্ণ অংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন করিতেছেন।

৩। যজমানের অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তাঁহারা আপনাদের প্রজ্ঞা বলে সেই রুদ্র অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন (করিতে) ইচ্ছা করিতেছেন, জিহ্বা জাত (স্তুতি) দ্বারা নিন্দিত অগ্নিকে গ্রহণ করিতেছেন।

৪। যে অন্তরীক্ষ সমস্ত বৃহৎ বস্তুকে অতিক্রম করে। অন্নদাতা অগ্নি সেই অন্তরীক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছেন। তিনি শিখাদ্বারা মেঘকে বধ করিতেছেন এবং জলের উপর আরোহণ করিয়াছেন।

৫। বৎসরের ন্যায় (চঞ্চল), শ্বেতবর্ণ অগ্নি, এই জগতে নিরোধকারী ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন।

৬। এই অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট যে প্রকাণ্ডযুগ ও রথের রজ্জু আছে।

৭। সপ্তঋত্বিক্ শব্দযুক্ত সিন্ধুনদীর ঘাটে জল দোহন করিতেছেন। দুই জন ঋত্বিক্ অপর পাঁচ জনকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

৮। পরিচর্য্যাকারী দশ (অঙ্গুলি) দ্বারা যাচিত হইয়া ইন্দ্র আকাশে মেঘ হইতে তিন প্রকার রশ্মিদ্বারা জলবর্ষণ করিয়াছিলেন।

৯। তিনবর্ণবিশিষ্ট, বেগবান্ অগ্নি নূতন শিখার সহিত যজ্ঞে গমন করিতেছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্য্যুগণ মধুদ্বারা উহার পূজা করিতেছেন।

১০। উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণত দীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারযুক্ত, অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হইয়া উহাকে সিক্ত করিতেছেন।

১১। আদরযুক্ত অধ্বর্য্যুগণ সমীপবর্ত্তী হইয়াই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জ্জন সময়ে প্রকাণ্ডপাত্রে মধুসেক করিতেছেন।

১২। মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, হে গো সকল! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ম্ম হিরণ্ময়।

১৩। হে অধ্বর্য্যুগণ! দুগ্ধ দোহন করা হইলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং মিশ্রয়যোগ্য দুগ্ধ সেক কর। অনন্তর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন কর।

১৪। তাহারা আপনাদিগের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জানিয়াছে, বৎস যেমন জননীর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ গো সকল আপন বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইতেছে।

১৫। শিখাদ্বারা ভক্ষণকারী (অগ্নির) অন্ন (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) পোষণ করে, অন্তরীক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর।

১৬। গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাক্ হইতে সূর্য্যের সপ্তরশ্মিদ্বারা বর্দ্ধিত অন্ন ও রস গ্রহণ করিতেছেন।

১৭। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য্য উদিত হইলে তিনি সোম স্বীকার করেন, উহা আতুরের ঔষধ। এই হর্য্যত ঋষির যে স্থান হব্য স্থাপন করিবার উপযুক্ত, তথা হইতে অগ্নি শিখাদ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন।

---

৭৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সপ্তবধ্রি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হও, রথ যোজিত কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

২। হে অশ্বিদ্বয়! অতিশয় বেগবান্ রথে নিমেষ মধ্যে আগমন কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রির জন্য হিমজলের দ্বারা ঘর্ম্ম নিবারণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৪। তোমরা কোথায় আছ? কোথায় যাইতেছ? শ্যেনপক্ষীর মত কোথায় পতিত হইতেছ? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৫। কোন কালে, কোন স্থানে, অদ্য আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করিবে, তাহা জানি না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৬. যথাকালে অতিশয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করি, নিকটবর্ত্তী বান্ধবের নিকট গমন করি।. তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্রির জন্য রক্ষাকারী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! মনোহর স্তুতিকারী অত্রির জন্য অগ্নিকে তাপ হইতে পৃথক কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৯। সপ্তবধ্রি তোমাদের স্তুতিদ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করাইয়াছিলেন (১)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১০। হে বৃষ্টিপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! এই স্থানে আগমন কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! জীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আইস আইস বলিতে হয় কেন? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়ের উৎপত্তি স্থান একই, তোমাদের বন্ধুও এক। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রথ আছে, সে দ্যাবাপৃথিবী এবং লোকসমূহে গমন করে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

---

(১) সপ্তবধ্রি পেটক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে নির্গত হইয়াছিলেন। ৫। ৭৮। ৫ ঋক দেখ।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করিওনা। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! ঊষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতিঃ নির্ম্মাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৭। কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষ চ্ছেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান সূর্য্য সেইরূপ তমঃ নিবারণ করেন, অতএব অশ্বিদ্বয়কে (আহ্বান করি)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৮। হে পরাভবকারী সপ্তবধ্রি! তুমি কৃষ্ণপেটক মধ্যে আবৃত হইয়াছিলে, পরে তাহাকে নগরের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

---

৭৪ সূক্ত।

শেষ তিনটী ঋকের শুতর্ব্বা নামক রাজার দানস্তুতি দেবতা; অপরগুলির অগ্নি দেবতা। গোপবন ঋষি।

১। তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকের প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করি।

২। যাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় এবং লোকে যাঁহার উদ্দেশে হব্য দান করতঃ স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে।

৩। যিনি (স্তোতার) প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্যসমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন।

৪। যাঁহার শিখাসমূহে ঋক্ষপুত্র মহান্ শুতর্ব্বা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি।

৫। তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তমঃ দূর করেন, তাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয়।

৬। বাধাবিশিষ্ট এই সকল লোকে যজ্ঞ করতঃ ও স্রুক সংযত করতঃ হব্যের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করে।

৭। হে হৃষ্ট সুজাত, সুক্রতু, অমূঢ় এবং দর্শনীয় অগ্নি! আমরা তোমার এই নূতন স্তুতি করিলাম।

৮। হে অগ্নি! উহা অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ও তোমার প্রিয় হউক। তুমি উহা দ্বারা উত্তমরূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

৯। উহা প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, উহা সংগ্রামে অন্নের উপরি প্রভূত অন্ন ধারণ করুক।

১০। যিনি বলপূর্ব্বক (শত্রুর) অন্ন ও প্রশংসনীয় (ধন) হিংসা করেন, সেই দীপ্ত এবং (ধনদ্বারা) রথপূরক অগ্নিকে মনুষ্যগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সৎপতি ইন্দ্রের ন্যায় (পরিচর্য্যা করুন)।

১১। হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অন্ন প্রদান করিয়াছ; তুমি সর্ব্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তাহার আহ্বান শ্রবণ কর।

১২। লোক বাধাযুক্ত হইয়াও অন্ন লাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ হও।

১৩। আমি আহূত হইয়া শত্রুগণের গর্ব্ব খর্ব্বকারী, ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্ব্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্ব চতুষ্টয়ের উন্নত লোমবিশিষ্ট মস্তক হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিব।

১৪। অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শ্রুতর্ব্বা রাজার চারিটী অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হইয়া পক্ষী সকল যেরূপ তুগ্রকে বহন করিয়াছিল, সেইরূপ অন্ন বহন করিতেছ।

১৫। হে মহানদী পরুষ্ণী(১)! তোমাকে সত্যই বলিতেছি, হে জল! এই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ শ্রুতর্ব্বা হইতে অধিক অশ্ব আর কোন মনুষ্য দান করিতে পারে না।

(১) আধুনিক রাবীনদী। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরাপুত্র বিরূপ ঋষি।

১। হে অগ্নি! রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত কর; তুমি হোতা, তুমি প্রধান হইয়া উপবেশন কর।

২। হে দেব! তুমি দেবগণের নিকট আমাদিগকে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ বলিয়া বল এবং সমস্ত বরণীয় (ধন অথবা হব্য) সার্থক কর।

৩। হে যুবতম, বলের পুত্র আহূত অগ্নি! তুমি সত্যবান্ ও যজ্ঞার্হ।

৪। এই অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি।

৫। হে গমনশীল (অগ্নি)! ঋভুগণ যেরূপ রথনেমি আনমিত করে, সেইরূপ তুমি একত্রে আহূত (দেবগণের) সহিত অতি নিকটবর্ত্তী যজ্ঞ আনমিত কর।

৬। হে বিরূপ! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর।

৭। আমরা গাভীগণের জন্য অনল্পচক্ষুবিশিষ্ট, এই অগ্নির শিখাদ্বারা কোন্ পণির হিংসা করিব?।

৮। আমরা দেবগণের পরিচারক, যেরূপ দুগ্ধপ্রদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেরূপ গাভীগণ কৃশ (বৎসকে) পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আমাদের পরিত্যাগ করিও না।

৯। সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেইরূপ যেন শত্রুসকলের দুষ্ট বুদ্ধি আমাদের বাধা না দেয়।

১০। হে অগ্নিদেব! মনুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করে, তুমি বলদ্বারা শত্রু নাশ কর।

১১। হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করিতে পারিব বলিয়া তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর।

১২। তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে এই সংগ্রামে পরিত্যাগ করিও না। তুমি ধন জয় কর, উহা (শত্রুগণের সহিত) ছিন্ন হইতেছে।

১৩। হে অগ্নি! এই বাধাসমূহ, অন্য লোকের ভয় (উৎপাদন করুক), তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্দ্ধিত কর।

১৪। যে নমস্কারকারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম সেবা করে, তাহারই নিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন।

১৫। শত্রু সেনা হইতে পৃথক (সেনাগণকে) অভিমুখীন কর; যাহাদের মধ্যে আমি আছি, তাহাদের রক্ষা কর।

১৬। হে অগ্নি! তুমি পিতা, আমরা পূর্ব্বের ন্যায় (এক্ষণে) তোমার রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যাচ্ঞা করি।

৭৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুরুসুতি ঋষি।

১। এই প্রাজ্ঞ ইন্দ্রকে শত্রু চ্ছেদনের জন্য আহ্বান করি তিনি স্বীয় বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট।

২। এই ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হইয়া শত সন্ধিবিশিষ্ট বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক চ্ছেদ করিয়াছেন।

৩। ইন্দ্র বর্দ্ধিত ও মরুৎগণে মিলিত হইয়া বৃত্রকে বিদীর্ণ করিয়াছেন এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করিয়াছেন।

৪। যিনি মরুৎগণযুক্ত হইয়া সোমপানার্থে এই স্বর্গ জয় করিয়াছেন, ইনিই (সেই) ইন্দ্র।

৫। ইনি মরুৎগণযুক্ত, ঋজীষ, সোমবিশিষ্ট, ওজস্বী এবং মহান্, আমরা স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি।

৬। আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এই সোমপানার্থে পুরাতন স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি।

৭। হে সেচনসমর্থ, অনেকের আহূত শতক্রতু! তুমি মরুৎগণের সহিত এই যজ্ঞে সোম পান কর।

৮। হে বজ্রবান! তোমার এবং মরুৎগণের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, উক্থ মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছে।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি মরুৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে(১) অভিষুত সোম পান কর এবং বলপূর্ব্বক বজ্র তীক্ষ্ন কর।

১০। তুমি অভিষবর্ণ ফলকে অভিষুত সোমপান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর।

১১। তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কম্পনা করে; তুমি সর্ব্বদা দস্যুদিগকে বিনাশ কর।

১২। অষ্টদিক ও নবদিকব্যাপী(২) যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সেই স্তুতি সম্পাদন করিতেছি।

---

৭৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কুরুস্তুতি ঋষি।

১। ইন্দ্র জন্মিয়াই বহু কর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে?।

২। শবসী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাভ, অহীশুব প্রভৃতি অনেকে আছে, তাহাদের নিস্তার করা উচিত।

৩। বৃত্রহা ইন্দ্র তাহাদিগকে রজ্জুদ্বারা (রথ চক্রের) অরসমূহের ন্যায় যুগপৎ আকর্ষণ করিলেন এবং দস্যুগণকে হনন করিয়া প্রবৃদ্ধ হইলেন।

৪। ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটী কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করিলেন(১)।

---

(১) এইস্থানে ও অন্য অনেক স্থানে "দিবিষ্টিষু" শব্দ আছে। যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিশ্বাস ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) চারিদিক ও চারি কোণ এবং আদিত্য লইয়া নবদিক। সায়ণ।

---

(১) ইন্দ্র জন্মিবামাত্রেই অতিশয় শূর ও সোমপ্রিয়, তাহা এই চারি ঋকে প্রদর্শিত হইল।

৫। ইন্দ্র মূলরহিত অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করিবার জন্য চারিদিক হইতে মেঘকে হিংসা করিলেন।

৬। এই ইন্দ্র পক্ব অন্ন নির্ম্মাণ করতঃ বিস্তৃত বাণ গ্রহণ করিয়া মেঘ সকলকে বিদ্ধ করিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার একমাত্র বাণ শতাগ্রবিশিষ্ট এবং সহস্র পত্র-বিশিষ্ট; তুমি এই বাণকেই সহায় কর।

৮। স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারার্থ সেই বাণদ্বারা (প্রভূত ধন) আহরণ কর, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হও।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ও চতুর্দ্দিকে পরিণত পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছ; বুদ্ধিতে উহাদের স্থিরভাবে ধারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করিতেছেন, তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত(২)। ইন্দ্র শত মহিষ ও ক্ষীর পক্ব অন্ন ও বরাহ দান করিয়াছেন(৩)।

১১। তোমার ধনুঃ বহু বাণক্ষেপী, সুনির্ম্মিত ও সুখকর, তোমার বাণ কার্য্যসাধন ক্রমেও স্বর্ণময়; তোমার বাহুদ্বয় রমণীয় এবং মর্ম্মভেদী, উহারা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্দ্ধক।

---

৭৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কুরুসুতি ঋষি।

১। হে শূর ইন্দ্র! পুরোডাস নামক অন্ন আহার করতঃ শত এবং সহস্র গাভী দান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান কর, মনোহর হিরণ্ময় অলঙ্কার যুগপৎ প্রদান কর।

---

(২) বিষ্ণুর অর্থ ঋগ্বেদে সূর্য্য। সূর্য্যরূপ বিষ্ণু জল (অর্থাৎ বৃষ্টি) উৎপন্ন করেন, তিনি ইন্দ্রদ্বারা প্রেরিত এবং তিনি উরুগতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ আকাশে ভ্রমণ করেন।

(৩) মহিষ ও বরাহ খাদ্যদ্রব্য ছিল।

৩। হে শত্রু পরাজয়কারী, বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমারই কথা শুনা যায় তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক কর্ণাভরণ প্রদান কর।

৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন অন্য বর্দ্ধনকারী কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নাই, ঋত্বিক্‌গণের নেতাও নাই।

৫। ইন্দ্র কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন।

৬। ইন্দ্র মনুষ্যদের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না, নিন্দার পূর্ব্বেই স্থান নাই।

৭। ত্বরান্বিত, বৃত্রঘাতী, সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্য্যাকারীর কর্ম্মদ্বারাই পূর্ণ আছে।

৮। হে ইন্দ্র! সমস্ত ধন তোমাতে সঙ্গত হইয়াছে, হে সোমপায়ী! সমস্ত সৌভাগ্য সঙ্গত হইয়াছে, সুদান সর্ব্বদাই কুটিলতারহিত।

৯। আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হইয়া তোমারই নিকট গমন করিতেছে।

১০। হে ইন্দ্র! আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র(১) ধারণ করিতেছি, হে মঘবা! পূর্ব্বছিন্ন, অথবা পূর্ব্ব সংগৃহীত যবের মুষ্টি পূর্ণ কর।

---

৭৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। কৃষ্ণ ঋষি।

১। এই সোম কর্ত্তা, কেহ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, ইনি বিশ্বজেতা এবং উদ্ভিদ। ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য।

২। যাহা নগ্ন ইনি তাহা আচ্ছাদিত করেন, যাহা রুগ্ন ইনি তাহা আরোগ্য করেন, সমন্ধ হইয়াও দর্শন করেন, পঙ্গু হইয়াও গমন করেন।

৩। হে সোম! তুমি শরীরকৃশকারী, অন্যকৃত অপ্রিয় কার্য্য হইতে রক্ষা কর।

---

(১) মূলে "দাত্র" আছে। শস্য কাটিবার কাস্তে।

৪। হে ঋজীষ সোমবান্! তুমি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর সকাশ হইতে আমাদিগের শত্রুর কার্য্য পৃথক্ কর।

৫। ধনাভিলাষীগণ যদি ধনির নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, ভিক্ষুকের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়।

৬। যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে, তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করে।

৭। হে সোম! তুমি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর, সুখকর, যজ্ঞসম্পাদক, নিশ্চল এবং মঙ্গলকর।

৮। হে সোম! তুমি আমাদিগকে চঞ্চলাঙ্গ করিও না, হে রাজন! তুমি আমাদিগকে ভীত করিও না, আমাদের হৃদয় দীপ্তিদ্বারা বধ করিও না।

৯। তোমার গৃহে দেবগণের দুর্ম্মতি যেন না প্রবেশ করে, হে রাজা! শত্রুদিগকে দূর কর, হে সোমসেবী! হিংসকদিগকে বিনাশ কর।

---

৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নোধার পুত্র একদ্যূ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন সুখদাতাকে বহুমান প্রদান করি না, হে শতক্রতু! তুমি আমাদের সুখী কর।

২। যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্ব্বে আমাদিগকে অন্ন লাভার্থ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখী করুন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আরাধীকে প্রবর্দ্ধিত কর; তুমি অভিষবকারীর রক্ষক; অতএব তুমি আমাদিগকে বহুধন প্রদান কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা কর, হে বজ্রবান! উহাকে সম্মুখভাগে আনয়ন কর।

৫। হে হন্তা ইন্দ্র! তুমি এক্ষণে কেন শব্দ শূন্য হইয়া আছ, আমাদের রথকে প্রধান কর, অন্নাভিলাষী হইয়া অন্ন সমীপবর্ত্তী করিয়া দাও।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদের অন্নাভিলাষী রথকে রক্ষা কর। তোমার কি কর্ত্তব্য আছে? আমাদিগকে সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে জয়শীল কর।

৭। হে ইন্দ্র! দৃঢ় হও, তুমি নগরের ন্যায় মঙ্গলময়ী, স্তুতি ক্রিয়া যথাকালে তোমার নিকট গমন করে, তুমি যজ্ঞনিষ্পাদক।

৮। নিন্দাভাক্ ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিক্‌সমূহে নিহিত ধন আমাদের হউক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করিয়াছ, তখনই আমরা উহা কামনা করিয়াছি, তুমিই আমাদের পালক, তুমিই আমাদের প্রতিপালন করিতেছ।

১০ হে মরণরহিত দেবগণ! একদ্যূ ঋষি তোমাদিগকে ও দেবপত্নীগণকে বর্দ্ধিত করিতেছেন, তৃপ্ত করিতেছেন, তাহার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান কর, কর্ম্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন করুন।

---

৮১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুসীদী ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদিগকে দিবার জন্য শব্দবান্ বিচিত্র, গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর।

২। হে ইন্দ্র! আমরা তোমায় জানি, তুমি বহুকর্ম্মা, বহুদাতা, বহুধনবান্ এবং বহুরক্ষাযুক্ত।

৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি দান করিতে ইচ্ছা করিলে, দেবগণ ও মনুষ্যগণ ভয়ঙ্কর বৃষভের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না।

৪। তোমরা আগমন কর, ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি স্বয়ং দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর ন্যায় যেন বাধা প্রদান না করেন।

৫। ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা করুন এবং তদনুরূপ গান করুন, তিনি সামস্তোত্র শ্রবণ করুন, ধনযুক্ত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য আগমন কর, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান কর, আমাদিগকে ধন হইতে পৃথক করিও না।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি ধনের নিকট গমন কর, হে শত্রু অভিভবকারী! তুমি সাহঙ্কার মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তাহার ধন আহরণ কর।

৮। হে ইন্দ্র! বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত হইয়া আমাদিগকে প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুক; সে অন্ন সকলের প্রীতিকর। আমাদের স্তোতা সকল নানা অভিলাষযুক্ত হইয়া শীঘ্র তোমাকে স্তুতি করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বপুত্র কুসীদী ঋষি।

১। হে বৃত্রহন্! যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হইতে ও সমীপদেশ হইতে আগমন কর।

২। তীব্র মদকর সোম অভিষুত হইয়াছে, আগমন কর, পান কর এবং মত্ত হইয়া উহার সেবা কর।

৩। (সোমরূপ) অন্নদ্বারা মত্ত হও। উহা তোমার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্য্যাপ্ত হউক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হউক।

৪। হে শত্রুরহিত! শীঘ্র আগমন কর, যেহেতু তুমি দ্যুলোক হইতে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞ প্রদেশে উক্থমন্ত্রদ্বারা আহূত হইতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তরদ্বারা অভিষুত এবং গব্যদ্বারা মিশ্রিত হইয়া তোমার আনন্দার্থ আহূত হইতেছে।

৬। হে ইন্দ্র! আমার আহ্বান শ্রবণ কর, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান কর এবং বিবিধ তৃপ্তি লাভ কর।

৭। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চমস ও চমূ নামক পাত্রে রহিয়াছে, তাহা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর।

৮। জলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় চমূর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর।

৯। শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষ তিরস্কৃত করিয়া পদদ্বারা যে সোম আহরণ করিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর(১)।

---

(১) যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, যে গায়ত্রী শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া পদদ্বয়ে সোম আনিয়াছিলেন। উহা প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবনের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্যেনপক্ষী যে গায়ত্রীরূপ ধরিয়াছিল, সে উপাখ্যান ঋগ্বেদে নাই, পরে কল্পিত হইয়াছে।

৮৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কুসীদী ঋষি।

১। হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষী, সেই মহারক্ষা আমাদের পালনার্থ প্রার্থনা করিতেছি।

২। হে দেবগণ! বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা সর্ব্বদা আমাদের সহায় হউন, তাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ ও আমাদের বর্দ্ধক হউন।

৩। হে সত্যের নেতা দেবগণ! নৌকাদ্বারা জলের ন্যায় আমাদিগকে বিস্তৃত বহু (শত্রুসেনা হইতে) পারে লইয়া যাও।

৪। হে অর্য্যমা! ভজনীয় ধন আমাদের হউক। হে বরুণ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের হউক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি।

৫। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রুভক্ষক! তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ! যাহা পাপিষ্ঠের তাহা আমার নিকট উপস্থিত হউক।

৬। হে সুন্দরদানশীল দেবগণ! আমরা গৃহেই থাকি, অথবা পথে গমন করি, আমরা হব্যবর্দ্ধনার্থ তোমাদিগকেই আহ্বান করি।

৭। হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে মরুৎগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট আগমন কর।

৮। হে সুন্দরদানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুইটী দুইটী করিয়া জন্ম গ্রহণ করায়, যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ করিব।

৯। তোমরা সুদানশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিতি কর। অনন্তর আমি তোমাদিগকে স্তব করিতেছি।

---

৮৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কবির পুত্র উশনা ঋষি।

১। প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধন-বাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।

২। দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্য-গণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিয়াছেন।

৩। হে সর্ব্ব কনিষ্ঠ! হব্যদায়ীর লোক সকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর।

৪। হে অঙ্গিরা! হে বলের পুত্র! হে দেব! তুমি সকলের বর-ণীয় ও শত্রুদিগের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করিব?।

৫। হে বলের পুত্র! কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা (হব্য) দান করিব এবং কখনই বা এই নমস্কার উচ্চারণ করিব?।

৬। তুমিই আমাদিগের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তমগৃহ-বিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর।

৭। হে দম্পতি অগ্নি(১)! তুমি এক্ষণে কীদৃশ ব্যক্তির বহুকর্ম্ম প্রীত কর। তোমার স্তুতি ধন লাভকর।

৮। যজমানগণ আপনার গৃহে সুন্দর প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সুকর্ম্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান্ অগ্নির পরিচর্য্যা করে।

৯। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি সাধু পালনের সহিত স্বগৃহে বাস করে, যাহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দর পুত্রাদিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হন।

---

(১) গার্হপত্য অগ্নি জায়াপতি স্বরূপ।

৮৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ঋষি।

১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার আহ্বান শ্রবণ (করিয়া) মদকর সোম পানার্থ আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ এই কৃষ্ণ ঋষি তোমায় আহ্বান করিতেছে।

৪। হে নেতাদ্বয়! স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোম পানার্থ শ্রবণ কর।

৫। হে নেতাদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই প্রকারে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোম পানার্থ আগমন কর।

৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিনটী বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোম পানার্থ আগমন কর।

৯। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ আমার স্তুতি বাক্যের প্রতি তোমরা শীঘ্র আগমন কর।

৮৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বক ঋষি(১)।

১। হে দস্র ভিষক্‌দ্বয়! তোমরা উভয়ে সুখকর। তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে। তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! বিমনা নামক ঋষি পূর্ব্বকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করিয়াছিলেন, যে তোমরা ধনলাভার্থ গমন করিয়াছিলে। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৩। হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয়! বিষ্ণাপুর উৎকৃষ্ট ধন বাঞ্ছা পূরণার্থ তোমরা তাঁহাকে ধন বৃদ্ধি প্রদান কর। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! বীর, ধনভোগী, অভিষুতসোমযুক্ত, দূরেস্থিত বিষ্ণাপুকে আহ্বান করিতেছি, পিতার ন্যায় উহারও সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাদু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! সবিতাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শত্রুর অভিভব করেন। সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

---

(১) কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় নামক ঋষির পুত্র বিষ্ণাপু বিনষ্ট হইলে, অশ্বিদ্বয় সেই নষ্ট পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ১। ১১৬। ২৩ ও ১। ১১৭। ৭ ঋক্ দেখ।

৮৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠের পুত্র দ্যুম্নীক, অথবা অঙ্গিরার পুত্র প্রিয়মেধা ঋষি, অথবা কৃষ্ণই ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! দ্যুম্নীক তোমার স্তোতা, বর্ষাকালে কূপের ন্যায় তোমরা আগমন কর। হে নেতাদ্বয়! এই স্তোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে অভি-ষুত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌরমৃগ যেরূপ তড়াগাদির জল পান করে, সেইরূপ অভিষুত সোম পান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান্, ক্ষরণশীল সোম পান কর। হে নেতাদ্বয়! যজ্ঞে উপবেশন কর। মনুষ্যের গৃহে প্রমত্ত হইয়া তোমরা হব্যের সহিত সোম পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! প্রিয়মেধা (যজমান) সমস্ত রক্ষার সহিত তোমা-দিগকে আহ্বান করিতেছেন। যে বর্হি আস্তৃত করিয়াছে, সেই যজমানের সর্ব্বদেব সেবিত হবির উদ্দেশে তোমরা প্রাতঃকালে গৃহে আগমন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান্ সোম তোমরা পান কর, পরে সুন্দর বর্হিতে উপবেশন্ কর; পরে প্রবৃদ্ধ হইয়া গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ তড়াগা-দিতে গমন করে, সেইরূপ স্বর্গ হইতে আমাদের স্তুতি অভিমুখে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্নিগ্ধ রূপবান্ অশ্বের সহিত ইদানীং আগমন কর। হে দর্শনীয় সুবর্ণময় রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্দ্ধক অশ্বিদ্বয়! সোম পান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্ন লাভার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা সুন্দর গমনশীল ও বহুকর্ম্মা। আমাদের স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া শীঘ্র আগমন কর।

---

৮৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৌতম নোধা ঋষি।

১। গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর ও সোমরস পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি।

২। ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম দানযুক্ত, পর্ব্বতের ন্যায় বলের দ্বারা আবৃত ও বহুলোকের ভোজয়িতব্য, ইন্দ্রের নিকট শব্দবান্ শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাচ্ঞা করি।

৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ ও দৃঢ় পর্ব্বত সকলও তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, মাদৃশ স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা কর, কেহই তাহা হিংসা করিতে পারে না।

৪। হে ইন্দ্র! কর্ম্ম ও বলদ্বারা তুমি শত্রুদিগের বিনাশক, তুমি আপনার কর্ম্ম এবং বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব কর। অর্চ্চনামন্ত্র রক্ষার্থ তোমায় আবর্ত্তিত করিতেছে, গোতমগণ তোমাকে আবির্ভূত করিয়াছেন।

৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোকের পর্য্যন্ত প্রদেশ হইতেই তুমি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক তোমায় ব্যস্ত করিতে পারে না। তুমি আমাদের অন্ন বহন করিতে ইচ্ছা কর।

৬। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি যে ধন হব্যদায়ীকে প্রদান কর, তাহার কেহ নিরোধক নাই। তুমি ধন প্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হইয়া আমাদের উচথ্যের ধন লাভার্থে স্তোত্র অবগত হও।

৮৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ গান কর। যজ্ঞবর্দ্ধক (বিশ্বদেবগণ) দ্যুতিমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে এই গানদ্বারা দীপ্ত, সর্ব্বদা জাগরূক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

২। স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শত্রুকৃত হিংসা দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পরে দ্যুতিমান্, যশোযুক্ত হইয়াছিলেন। হে বৃহৎ দীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেবগণ তোমার সখ্যার্থ তোমায় বরণ করিয়াছিলেন।

৩। হে মরুৎগণ! ইন্দ্র মহান্, তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র শত পর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে শত্রুবধার্থ উদ্যুক্ত ইন্দ্র! তোমার অতি প্রভূত অন্ন আছে, তুমি প্রগল্‌ভমনে আমাদিগকে তাহা প্রদান কর। হে ইন্দ্র! আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে তুমি অভিমুখে ধাবমান্ হউক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ কর, স্বর্গ জয় কর।

৫। হে অপূর্ব্ব মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি বৃত্র হননার্থ যখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছ এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করিয়াছ।

৬। তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, হাস্যকর অর্চনামন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি অপক্ব (গোসমূহে) পক্ব দুগ্ধ প্রেরণ করিয়াছ, দ্যুলোকে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ। সামদ্বারা প্রবর্গ্যের ন্যায় শোভন স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান কর।

৯০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি।

১। সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন, সবন সকল সেবা করুন। তিনি বৃত্রহা, তাঁহার মৌর্ব্বী অবিনশ্বর, তিনি স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য।

২। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের মুখ্যধন দাতা, তুমি সত্য, তুমি (স্তোতাগণকে) ঐশ্বর্য্যযুক্ত কর। তুমি বহু ধনবিশিষ্ট এবং বলের পুত্র। তুমি মহান্, তোমার যোগ্য ধন সম্ভজনা করি।

৩। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! আমরা (তোমার জন্য) যে যথার্থভূত স্তোত্র করিতেছি। হে হর্য্যশ্ব! তুমি তাহাতে যোজিত হও, তুমি তাহা সেবা কর। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে, তাহাও সেবা কর।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি সত্য, তুমি কাহারও নিকট অবনত না হইয়া প্রভূত বৃত্রকে নাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র! তুমি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাহাতে যায়, তাহা সম্যক্‌রূপে কর।

৫। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি উপার্জ্জিত সোমবান্ হইয়া যশস্বী হইয়াছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য বৃত্রগণকে, মনুষ্য-দিগের রক্ষক বজ্রদ্বারা হনন করিয়াছ।

৬। হে অসুর ইন্দ্র! তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্, তোমারই নিকট (পৈত্রিক বিত্তের) ভাগের ন্যায় ধন যাচ্ঞা করি। হে ইন্দ্র! তোমার কীর্ত্তির ন্যায় গৃহ (দ্যুলোকে) প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তোমার সুখ সকল আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুক।

৯১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অপালা ঋষি।

১। জলের অভিমুখে গমন কালে কন্যা পথে সোমও লাভ করিলেন; গৃহে আনয়ন কালে (সোমকে) বলিলেন ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি(১)।

(১) পূর্ব্বকালে অত্রির কন্যা অপালা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কোন কারণে ত্বক্ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতার আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন, সোম ইন্দ্রের প্রিয় এই ভাবিয়া তিনি ইন্দ্রকে সোম দানার্থে এক দিন নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। স্নান করিয়া পথে সোমও পাইয়াছিলেন, কিন্তু পথে তিনি তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। খাইবার সময় দন্ত ঘর্ষণজাত যে শব্দ হইয়াছিল ইন্দ্র তাহাকেই অভিষব প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি সোম অভিসুত হইতেছে? তিনিও বলিলেন না, দন্ত ঘর্ষণজাত শব্দ হইতেছে। ইন্দ্র তাহা শুনিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মবাদিনী বলিলেন, আপনিত গৃহে গৃহে সোম

২। হে ইন্দ্র! তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এই দন্তদ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব শক্তু, অপূপ এবং উক্থস্তুতি-বিশিষ্ট সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি, (এখন) তোমার সহিত অধিগত হইব না। হে সোম! ইঁহার উদ্দেশে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুত বেগে ক্ষরিত হও।

৪। সেই ইন্দ্র বহুবার আমাদিগকে সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদিগকে বহুসংখ্যক করুন, তিনি আমাদিগকে অনেক বার ধনবান্ করুন। আমরা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইব।

৫। হে ইন্দ্র! আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার উদর সমীপস্থিত প্রদেশ এই তিনটী স্থান আছে, ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কর।

৬। আমাদের পিতার যে উর্বর ক্ষেত্র আছে, আমার এই শরীর ও আমার পিতার মস্তক এই সমস্তকে লোমযুক্ত কর।

পানের জন্য গমন করেন, আপনি কেন ফিরিয়া যাইতেছেন? আপনি আমার দংষ্ট্রা হইতেই সোম পান করুন। পরে, ইন্দ্রই আসিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি সোমকে বলিলেন, হে সোম! উপস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রথম আস্তে আস্তে পরে দ্রুত গমন কর। ইন্দ্র তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার মুখ হইতেই সোম পান করিলেন। তখন অপালা বলিলেন আমি ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি, এক্ষণে ইন্দ্র আমার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বর প্রার্থনা কর। তখন অপালা বলিলেন আমার পিতার মস্তকে কেশ নাই এবং তাঁহার ক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন হয় না। এবং আমার গোপনীয় স্থান লোমশূন্য, আমাদের সকল দোষ দূর কর। ইন্দ্র উহার পিতার দোষ দুইটী পরিহার করিয়া উহাকে তিনবার আপনার রথ, শকট এবং যুগের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আকর্ষণ করিলেন তাহাতে উহার দোষযুক্ত ত্বক্ তিন বার উন্মুক্ত হইল। প্রথম বারের ত্বক্ হইতে শল্যকের উৎপত্তি হইল, দ্বিতীয় বার ত্বক্ হইতে গোধার উৎপত্তি হইল এবং তৃতীয় বারের ত্বক্ হইতে কৃকলাস হইল এবং ব্রহ্মবাদিনীর বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। সায়ণ। এই সূক্তেরও এক জন নারী ঋষি। কিন্তু প্রকৃত অত্রি কন্যাদ্বারা এ সূক্ত রচিত নহে, অত্রি কন্যা সম্বন্ধে একটী পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সেই বংশীয়গণ এই সূক্ত বোধ হয় রচনা করিয়াছেন।

৭। হে শতক্রতু! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যুগের ছিদ্রে তিনবার (নিষ্কর্ষণদ্বারা) শোধন করতঃ অপালাকে সূর্য্য সমান চর্ম্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে।

৯২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষরূপে স্তব কর। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মনুষ্যদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করেন।

২। তোমরা সকলের আহূত, সকলের স্তুত, গাথাযোগ্য এবং সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলিয়া সম্বোধন কর।

৩। ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা, তিনিই নর্ত্তনকারী। মহান্ ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

৪। সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করিয়াছিলেন।

৫। সোমপানার্থ ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চ্চনা কর। সোমই ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করেন।

৬। দ্যোতমান্ ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান করিয়া বলদ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন।

৭। সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিমুখে আগমন করাও।

৮। তিনি শত্রুদিগের সম্প্রহারক, সৎ, অন্যকর্ত্তৃক অনভিগত, অহিংসিত, সোমপানকারী ও সকলের নেতা। ইঁহার কর্ম্ম কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

৯। হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান্, তুমি শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে প্রভূত ধন দান কর, শত্রুদিগের ধনদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে ইন্দ্র! এই (দ্যুলোক) হইতেই শতবলযুক্ত ও সহস্র-বলযুক্ত অন্নদ্বারাযুক্ত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর।

১১। হে সমর্থ ইন্দ্র! আমরা কর্ম্মবান্, আমরা কর্ম্ম করিব। হে পর্ব্বতবিদারক, বজ্রবান্ ইন্দ্র! সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয় লাভ করিব।

১২। (গোপাল) যেরূপ তৃণদ্বারা গাভীগণকে সন্তুষ্ট করে, হে শতক্রতু! তোমাকে সকল দিক্ হইতে উক্থস্তোত্রে সেইরূপ সন্তুষ্ট করিব।

১৩। হে শতক্রতু! সমস্ত বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত, হে বজ্রবান্! আমরা অশংসনীয় অভীষ্ট যে লাভ করি।

১৪। হে বলপুত্র! অভীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মনুষ্যগণ তোমাতেই অবস্থান করে, অতএব হে ইন্দ্র! কোনও দেবতাই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

১৫। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তুমিসর্ব্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ঙ্কর শত্রু-দূরকারী ও অনেকের ধারণ সমর্থ, তুমি কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে চালিত কর।

১৬। হে শতক্রতু! যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্ব্বকালে তোমার জন্য আমরা অভিষব করিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রমত্ত হইয়া ইদানীং আমাদিগকে প্রমত্ত কর।

১৭। হে ইন্দ্র! তোমার প্রমত্ততা সর্ব্বাপেক্ষা নানাবিধ কীর্ত্তিযুক্তা, সর্ব্বাপেক্ষা পাপহন্ত্রী এবং সর্ব্বাপেক্ষা বলদাত্রী।

১৮। হে বজ্রবান্, যথার্থকর্ম্মা, সোমপা, দর্শনীয় ইন্দ্র! সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তোমার দত্ত যে ধন আছে, তাহাই আমরা জানিব।

১৯। মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল অভিষুত সোমকে স্তব করুক; স্তুতিকারীগণ অর্চ্চনীয় সোমকে পূজা করুন।

২০। সমস্ত শ্রী যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাঁহাতে প্রীত হন, সোম অভিষুত হইলে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২১। হে দেবগণ! তোমরা ত্রিকদ্রুকে জ্ঞানসাধন যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলে। আমাদের স্তুতিবাক্য সেই যজ্ঞকেই বর্দ্ধিত করুক।

২২। সিন্ধুসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হউক। হে ইন্দ্র! তোমায় কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩ হে অভিলাষপ্রদ, জাগরণশীল ইন্দ্র! তুমি স্বমহিমায় সোম পানে ব্যাপ্ত হইয়াছ। উহা তোমার জঠরে প্রবেশ করিতেছে।

২৪। হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হউক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্য্যাপ্ত হউক।

২৫। এই শ্রুতকক্ষ ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, গো লাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, ইন্দ্রের গৃহার্থ অত্যন্ত গান করিতেছে।

২৬। হে ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, তুমি তাহাদের পানার্থ পর্য্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র! তুমিই ধন দাতা, সোম তোমার জন্য পর্য্যাপ্ত হউক।

২৭। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমাদের স্তুতিবাক্য অতিদূর হইতেও তোমায় ব্যাপ্ত করুক। আমরা স্তোতা, তোমার নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিব।

২৮। হে ইন্দ্র! তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্য্য-বান্, তোমার মন সকলের আরাধনীয়।

২৯। হে বহু ধনবান্ ইন্দ্র! সমস্ত যজমানই তোমার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র! আমার সহায় হও।

৩০। হে অন্নপতি ইন্দ্র! তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার ন্যায় হইও না, অভি-ষুত গব্যযুক্ত সোম পানে হৃষ্ট হও।

৩১। হে ইন্দ্র! আয়ুধক্ষেপী শত্রু সকল রাত্রিকালে আমাদের নিয়ন্তা না হউক। আমরা তোমার সহায়তায় তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

৩২। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা লাভ করিয়া, আমরা শত্রুদিগকে নিরাকৃত করিব, তুমি আমাদিগের এবং আমরা তোমার।

৩৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার স্তুতি করিয়া, তোমার সখারূপ স্তোতা সকল তোমারই পরিচর্য্যা করিতেছে।

৯৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুকক্ষ ঋষি।

১। হে সূর্য্য (ইন্দ্র)! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নররহিতকর কর্ম্মযুক্ত, ঔদার্য্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দ্দিকে উদিত হও।

২। যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীভেদ করিয়াছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করিয়াছিলেন।

৩। সেই কল্যাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদিগের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত, গোযুক্ত, যবযুক্ত ধন প্রভূত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন।

৪। হে বৃত্রহা, সূর্য্য ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে।

৫। হে প্রবৃদ্ধ, সৎপতি ইন্দ্র! যদি আপনাকে অমর মনে কর, তবে তোমার সেই মনে করাই সত্য।

৬। দূরদেশে এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র! তুমি সেই সকলেরই অভিমুখে গমন কর।

৭। আমরা মহান্ বৃত্রকে হননার্থ সেই ইন্দ্রকেই অন্নদ্বারা বলবান্ করিব। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হউন।

৮। সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী, স্তুতিবান্ এবং সোমার্হ।

৯। স্তুতিবাক্যদ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত, বল সহিত অনভিভূত, মহান্, অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন।

১০। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! হে মঘবান্! তুমি যদি আমাদের কামনা কর, তবে তুমি স্তূয়মান হইয়া দুর্গমস্থানে আমাদের পথ করিয়া দাও।

১১। (হে ইন্দ্র)! অদ্যাপিও কেহ তোমার বলের অথবা স্বকীয় রাজ্যের হিংসা করে না; দেবগণ হিংসা করে না এবং সংগ্রামে ত্বরমাণ ব্যক্তিও হিংসা করে না।

১২। হে শোভন হনুবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় তোমার অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে।

১৩। তুমি, কৃষ্ণবর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এই দীপ্তিমান্ দুগ্ধ-স্থাপন করিতেছ।

১৪। যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা মৃগরূপী (অহি) হইতে ভয় পাইয়াছিলেন।

১৫। তখন আমার ইন্দ্র (বৃত্রাসুরের) নিবারক হইয়াছিলেন, অজাত-শত্রু, বৃত্রহা ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৬। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! প্রসিদ্ধ, বৃত্রহন্তা, বলস্বরূপ ইন্দ্রের (স্তুতি করিয়া) তোমাদিগকে প্রভূত ধন দান করি।

১৭। হে বহু নামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! যখন তুমি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হইয়াছ, তখন (আমরা) এই গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হইব।

১৮। বৃত্রহন্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হউন, শক্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন।

১৯। হে অভিষ্টবর্ষী! তুমি কোন্ অভিগমনের দ্বারা আমাদিগকে প্রমত্ত করিবে? কোন্ অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে (ধন) প্রদান করিবে।

২০। অভীষ্টবর্ষী, সেচনসমর্থ বৃত্রহা, নিযুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কাহার যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিক্‌গণের সহিত বিহার করিতেছেন?।

২১। তুমি মত্ত হইয়া আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক ধনদান কর, তুমি হব্যদাতার নিয়ন্তা বলিয়া অবগত হও।

২২। জলবিশিষ্ট এই সকল সোম অভিষুত হইয়াছে, ইন্দ্র পান করুন, এই অভিলাষে ইহারা ইন্দ্রের পানার্থে গমন করিতেছে। ইহারা ভক্ষিত হইলে প্রীতিকর হয়, ইহারা জলের নিকট গমন করে।

২৩। যজ্ঞে বর্দ্ধনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বিসর্জ্জন করিতেছে।

২৪। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সহিত প্রমত্ত, হিরণ্ময় কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে বহন করুক।

২৫। হে বিভাবসু! তোমার জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে, কুশ আস্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান কর।

২৬। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ করুন, রত্ন প্রেরণ করুন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ করুন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর।

২৭। হে শতক্রতু! তোমার উদ্দেশে বীর্য্যবান্ (সোম) ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি, হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতাগণকে সুখী কর।

২৮। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু! তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অন্ন সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর।

২৯। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান কর।

৩০। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমাদিগকে সুখী করিতে ইচ্ছা কর, অতএব হে শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা! আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

৩১। হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর, আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩২। শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র দুইপ্রকারে জ্ঞাত হয়েন। সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩৩। হে বৃত্রহা! যেহেতু তুমি এই সোমসমূহের পানকর্ত্তা, অতএব হরিগণের সহিত অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩৪। ইন্দ্রই অন্নার্থ দাতা ও অমর ঋভুক্ষাদেবকে(১) আমাদের দান করুন। বলবান্ ইন্দ্র রাজকে আমাদের দান করুন।

(১) ঋভুক্ষা অর্থে ঋভু, স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

৯৪ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। বিন্দু অথবা পূতদক্ষ ঋষি।

১। মঘবান্, মরুৎগণের মাতা গো সোম পান করাইতেছেন, তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্ব্বত্র পূজ্যা।

২। সমস্ত দেবগণ ইহাঁর ক্রোড়ে বর্ত্তমান হইয়া আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য্য এবং চন্দ্রমা সর্ব্বলোক প্রকাশনার্থ ইহার সমীপে বর্ত্তমান।

৩। সর্ব্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্ব্বদা সোম পানর্থ মরুৎগণকে স্তব করিতেছে।

৪। এই সোম অভিষুত হইয়াছে, স্বভাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় ইহার অংশ পান করুন।

৫। মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত, সুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করিতেছেন।

৬। ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গব্যযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করিতেছেন।

৭। প্রাজ্ঞ মরুৎগণ জলের ন্যায় তির্য্যকগতিবিশিস্ট হইয়া কবে দীপ্ত হইবেন? শত্রুশোষক মরুৎগণ কবে শুদ্ধ বল হইয়া আগমন করিবেন?।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা মহৎ, তোমাদের তেজঃ স্বতঃই ধর্ষণীয়। তোমরা দ্যুতিমান, কবে তোমাদের রক্ষা লাভ করিব?।

৯। যে মরুৎগণ সমস্ত পার্থিব পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিঃকে প্রথিত করিয়াছেন, সোমপানার্থ তাঁহাদিগকে (আহ্বান করিতেছি)।

১০। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের বল পবিত্র, তোমরা অতিশয় দ্যুতিমান্; এই সোম পানার্থ তোমাদিগকে সত্বর আহ্বান করিতেছি।

১১। যাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, এই সোমের পানার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

১২। সর্ব্বতঃ বিস্তৃত, পর্ব্বতে স্থিত, জলবর্ষী মরুৎগণকে এই সোম পানার্থ আহ্বান করিতেছি।

৯৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। তিরশ্চী ঋষি।

১। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমার অভিমুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিমুখে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে।

২। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! দীপ্তিমান্, অভিষুত সোম তোমার নিকট আগমন করুক, এই অন্নের ভাগ শীঘ্র পান কর। হে ইন্দ্র! চারিদিকে তোমার জন্য চরু পুরোডাসাদি নিহিত আছে।

৩। হে ইন্দ্র! শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিষুত সোম আনন্দার্থ সুখে পান কর, যেহেতু তুমি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা।

৪। যে তিরশ্চী তোমার পূজা করিতেছে, তাহার আহ্বান শ্রবণ কর। তুমি মহান্, তুমিই সুবীরযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদিগকে পূর্ণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সেই স্তোতার উদ্দেশে তুমি পুরাতন, সত্যযুক্ত, প্রবৃদ্ধ, সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য্য সম্পাদন কর।

৬। যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উক্থ বর্দ্ধিত করেন, তাঁহাকেই স্তব করিব। আমরা তাঁহার বহুতর বীর্য্য সম্ভোগ করিবার অভিলাষে তাঁহার ভজনা করিব।

৭। শীঘ্র আগমন কর, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উক্থসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করিব(১), দশাপবিত্রের দ্বারায় শোধিত সোম বর্দ্ধিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক।

---

(১) পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বৃত্রবধ করিলে ব্রহ্মহত্যা তাহাতে প্রবেশ করে। তাহাতে তিনি ঋষিগণের নিকট গমন করিয়া বলেন, আমি অপবিত্র হইয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন। ঋষিগণ সামগানদ্বারা তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তখন সোম ও হবিঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাদুর্ভূত হইল। এইঋকে ঋষিগণ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। সায়ণ। কিন্তু ঋকে বৃত্র সংহারে ব্রহ্মহত্যা পাপ উৎপন্ন হওয়ার কথা নাই এবং ঋষিদিগের দ্বারা সে পাপ খণ্ডন করিবার কথাও নাই। বিশুদ্ধ স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে অর্চনা করার কথা আছে মাত্র। বাল কোচিত পৌরাণিক গল্প অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদের অর্থ করিতে গেলে অনেক স্থানে আমরা ঋগ্বেদের পবিত্র ভাব কলুষিত করি।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষা-কার্য্যের সহিত আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও সোমার্হ, হৃষ্ট হও।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, আমাদিগকে ধন দাও। তুমি শুদ্ধ, হব্য-দায়ীকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ, বৃত্রগণকে বধ করিয়া থাক, তুমি শুদ্ধ, অন্ন ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক।

৯৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মরুৎগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি, অথবা তিরশ্চী ঋষি।

১। উষা সকল এই ইন্দ্রের ভয়ে আপনাদের গতি বর্দ্ধিত করিতেছেন। রাত্রি সকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট হন। এই ইন্দ্রের জন্য সর্ব্বতোব্যাপ্ত মাতৃস্থানীয় সপ্ত সিন্ধু(১) মনুষ্যদের তরণার্থ সুখে পারযোগ্য হন।

২। অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতি সংখ্যক পর্ব্বত সানু-সমূহ বিদ্ধ হইয়াছিল। অভিলাষপ্রদ, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র যাহা করিয়াছেন, মর্ত্ত্য, অথবা দেব তাহা করিতে পারে না।

৩। ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্ম্মিত, উহা তাঁহার হস্তে সম্বদ্ধ; তাঁহার হস্তে বহুতর বল আছে। যুদ্ধগমনকালে ইন্দ্রের মস্তকে শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি থাকে(২)। (তাঁহার আজ্ঞা) শ্রবণার্থ সকলে তাঁহার সমীপে আগমন করে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে যজ্ঞার্হদিগের মধ্যেও যজ্ঞার্হ মনে করি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে করি, তোমাকে সৈন্যদিগের কেতু বলিয়া মনে করি, মনুষ্যগণের অভিমত ফলবর্ধক বলিয়া মনে করি।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যখন বাহুদ্বয়ে শত্রুদিগের গর্ব্ব চূর্ণ কর, বজ্র, অহির হননার্থ ধারণ কর, যখন মেঘ সকল শব্দ করে, যখন জলসমূহ শব্দ করে, তখন চারি দিক্ হইতে অভিগমন করতঃ স্তুতিকারীগণ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করে।

(১) ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।
(২) মূলে "ক্রতব" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শিরস্ত্রাণ প্রভৃতীনি।"

৬। যিনি এই সমস্ত ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত বস্তুজাত যাহার পরে উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা স্তুতিদ্বারা সেই মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হইব, নমস্কারদ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখীন করিব।

৭। হে ইন্দ্র! যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হইয়াছিলেন, তাহারা বৃত্রের নিশ্বাস হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করতঃ তোমায় ত্যাগ করিয়া গেলেন। মরুৎগণের সহিত তোমার সখ্য হইল। পরে তুমি সমস্ত শত্রু সেনা(৩) জয় করিলে।

৮। হে ইন্দ্র! ত্রিষষ্টি সংখ্যক মরুৎগণ একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায় তোমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞার্হ হইয়াছেন; আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট গমন করিব। আমাদের ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করিব।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, তোমার মরুৎ সৈন্য, তোমার-বজ্রের কে প্রতিকূলতা করিতে পারে? হে ঋজীষী! তুমি চক্রের দ্বারা আয়ুধ-রহিত, দেবদ্রোহী অসুরদিগকে(৪) দূর করিয়া দাও।

১০। পশু লাভের জন্য মহান্, উগ্র, প্রবৃদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর। স্তুতিভাক্ ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন।

১১। উকৃথ বাহিত, মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার ন্যায় স্তুতি উচ্চারণ কর। বহু বিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ করুন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন।

১২। ইন্দ্র যাহা স্বীকার করেন, তাহা কর, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কর, স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্য্যা কর। হে স্তোতা! অলঙ্কৃত হও, রোদন করিও না, বাক্য শ্রবণ করাও, ইন্দ্র বহুধন প্রদান করিবেন।

---

(৩)। মূলে "ত্রিঃ ষষ্টি মরুৎ" আছে। অন্যান্য স্থানে সাতজন মরুতের উল্লেখ আছে, এখানে তাহার নয় গুণ অর্থাৎ ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায়।

(৪) মূলে "অনায়ুধাস, অসুরা, অদেবা" আছে। অর্থ আয়ুধশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, বলবান্ শত্রুগণ। বোধ হয় অনার্য্যদিগের উল্লেখ, ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক্ দেখ।

১৩। দশসহস্র(৫) সৈন্যের সহিত দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যদিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদিগকে বধ করিলেন।

১৪। (ইন্দ্র বলিলেন), দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ! আমি ইচ্ছা করি তোমরা যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে তাঁহাকে সংহার কর।

১৫। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন।

১৬। হে ইন্দ্র! তুমিই সেই কর্ম্ম করিয়াছ, তুমিই জন্মিবামাত্রেই শত্রু-শূন্য সপ্তশত্রুর (শত্রু হইয়াছ), অন্ধকারাবৃত দ্যাবাপৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করিয়াছ।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই কার্য্য করিয়াছ। হে বজ্রী! তুমিই কুশল হইয়া অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করিয়াছ, তুমিই আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছ, তুমি আপনার কার্য্যদ্বারা গোলাভ করিয়াছ।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমিই সেই কার্য্য করিয়াছ, হে অভিলাষপ্রদ! তুমি মনুষ্যদিগের উপদ্রবের হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলে, তুমি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনার্থ ছাড়িয়া দিয়াছিলে, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করিয়াছিলে।

১৯। সেই ইন্দ্র শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিষুত সোম পানার্থ আনন্দিত। তাঁহার ক্রোধ কেহ সহ্য করিতে পারে না; তিনি দিবসের ন্যায় ধনবান্, তিনি একাকীই মনুষ্যের কর্ম্মকর্তা, তিনি বৃত্রহা, তিনি সকল শত্রু সৈন্য বিনাশ করেন।

(৫) ইন্দ্রকর্ত্তৃক কৃষ্ণ নামক অনার্য্য যোদ্ধা ও তাহার সৈন্যের বিনাশের কথা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

২০। সেই ইন্দ্র বৃত্রহা, তিনি মনুষ্যগণের পোষক, তিনি আহ্বান-যোগ্য, তাঁহাকে স্তুতিদ্বারা হোম করিব, তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান্, তিনি কীর্ত্তিপ্রদ, অন্নের দাতা, তিনি আদরপূর্ব্বক কথা বলিয়া থাকেন।

২১। সেই বৃত্রহা ইন্দ্র মহান্, তিনি জাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আহ্বান যোগ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণের হিতকর বহুকার্য্য করতঃ পীত সোমের ন্যায় সখাগণের আহ্বানযোগ্য হইয়াছিলেন।

---

৯৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রেভ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সুখবান্। তুমি অসুরগণের নিকট হইতে(১) যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করিয়াছ, হে ধনবান্! তাহার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্দ্ধিত কর, উহারা বর্হি আস্তীর্ণ করিয়াছ।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন (ধারণ কর), যজমান দক্ষিণাযুক্ত হইয়া সোমাভিষব করিলে তাহাকেই সে ধন প্রদান কর। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করিও না।

৩। অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায়, সে আপনার গতিদ্বারাই পোষণীয় ধনবিনাশ করুক, তুমি তাহাকে কর্ম্ম-রহিত প্রদেশে স্থাপন কর।

৪। হে শক্র! হে বৃত্রহা! তুমি যে দূরদেশে থাক, বা যে নিকট দেশেই থাক, তথা হইতে, এই ভূলোক হইতে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়, এই স্তুতিদ্বারা অভিষুত সোমবান্ যজমান যজ্ঞে আনয়ন করিতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাক, হে বৃত্রহা! যদি বাপৃথিবীর কোন স্থানে থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থাক, আগমন কর।

---

(১) এখানেও বোধ হয় অসুর অর্থে বলবান অনার্য্যগণ। অনার্য্যগণের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া তোমার উপাসক আর্য্যগণকে দাও, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম। নীচের ঋকে দুইটী যজ্ঞবিহীন ও দেববিহীন লোকের উল্লেখ দেখ।

৬। হে সোমপা, বলপতি ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অন্নের দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত কর।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদের সহিত একত্র সোম পানে প্রমত্ত হও, তুমি আমাদিগকে রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদিগের বন্ধু. হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

৮। হে ইন্দ্র! আমাদের সহিত অভিষুত সোম মধুপানার্থ উপবেশন কর। হে মঘবা! স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান কর, অভিষুত সোমে আমাদের সহিত (উপবেশন কর)।

৯। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, মর্ত্ত্যগণও পারে না। তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমায় ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

১০। সমস্ত সেনা পরস্পর মিলিত হইয়া শত্রু পরাজয় কর, নেতাকে তীক্ষ্ণ করিতেছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থ (সূর্য্যাত্মক) ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্মদ্বারা বলিষ্ঠ ও (শত্রুদিগের) সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী প্রবৃদ্ধ ও বেগবান্ ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করিতেছে।

১১। রেভগণ এই ইন্দ্রকে সোমপানার্থ সম্যক্‌রূপে স্তুতি করিয়াছিল। স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্দ্ধনার্থ যখন (স্তুতি করে), তখন কর্ম্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হন।

১২। রেভগণ নেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে, মেধাবীগণ মেষকে(২) স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমারা সুন্দর দীপ্তিযুক্ত এবং অদ্রোহী, তোমরা ত্বরাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের কর্ণে অর্চ্চনা মন্ত্রদ্বারা স্তব কর।

১৩। সেই মঘবান্, উগ্র, যথার্থ বলধারী, অপ্রতিরোধনীয়, ইন্দ্রকে বারম্বার আহ্বান করি। পূজ্যতম, যাগযোগ্য ইন্দ্র, আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্ত্তিত হউন। বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন।

(২) ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথি ঋষিকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সায়ণ এ গল্পটী বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার পরে কল্পিত; ঋগ্বেদের কবি বোধ হয় কেবল ইন্দ্রের যুদ্ধপ্রিয়তা, বা নরহিতকারিতা দেখিয়া মেষের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

১৪। হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! হে শক্র! হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করিবার জন্য অবগত হও। হে বজ্রী! সমস্ত ভূতজাত তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবাপৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়।

১৫। হে শূর! হে চিত্র ইন্দ্র! তোমার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করুক, হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! জলের ন্যায় বহুপাপ হইতে আমাদিগকে পার কর। হে রাজা ইন্দ্র! বহুরূপ এবং স্পৃহনীয় ধন আমাদের অভিমুখে কবে প্রদান করিবে?।

সপ্তম অধ্যায়।

৯৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় নৃমেধ ঋষি।

১। মেধাবী, মহান্, কর্ম্মকর্ত্তা, বিদ্বান্, স্তুতি-অভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি অভিভবিতা হও, তুমি সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করিয়াছ; তুমি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান্।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতিঃদ্বারা দ্যুলোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত করতঃ গমন করিয়াছিলে; দেবগণ তোমার সখ্য লাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিদিগের জয়কারী; তোমাকে কেহ গোপন করিতে পারে না; তুমি পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বতঃ বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি; তুমি আমাদের নিকট আগমন কর।

৫। হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করিয়াছ, অতএব তুমি সোমাভিষবকারীর বর্দ্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপুরী ভেদ করিয়া থাক; তুমি দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্দ্ধক এবং দ্যুলোকের পতি।

৭। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল বিসৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার উদ্দেশে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করিতেছি।

৮। হে বজ্রবান্, শূর ইন্দ্র! নদীগণ যেরূপ উদকস্থান বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ তোমাকে প্রতি দিবস বর্দ্ধিত করি।

৯। গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎরথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাক্যমাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।

১০। হে শতক্রতু, বিচক্ষণ, বীর্য্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বল এবং ধন দান কর।

১১। হে নিবাসপ্রদ, শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।

১২। হে বলবান্, বহুকর্ত্তৃক আহূত শতক্রতু! তুমি বলাভিলাষী, আমি তোমার স্তুতি করিতেছি; তুমি আমাদিগকে সুন্দর বীর্য্যোপেত ধন দান কর।

---

৯৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ঋষি।

১। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ তোমাকে অদ্য এবং কল্য সোম পান করাইয়াছে; তুমি এই যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের (স্তোত্র) শ্রবণ কর এবং গৃহে উপাগত হও।

২। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট, অশ্ববান্, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! পরিচারকগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত করিতেছে, তুমি মত্ত হও। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সোম অভিষুত হইলে তোমার অন্ন উপমাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হউক।

৩। সমাশ্রিত (রশ্মিসমূহ) যেরূপ সূর্য্যকে ভজনা করে, সেইরূপ তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত (ধন) ভজনা কর; তিনি বলদ্বারা জাত ও জনিষ্য-মান্ ধনসমূহ (উৎপাদন করেন), আমরা (উহা পৈতৃক) ভাগের ন্যায় ধারণ করিব।

৪। পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধন দাতা, সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্য্যাকারীর ইচ্ছার বাধা দেন না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারীগণকে অভিভূত কর। হে শত্রুগণের বাধক! তুমি অমঙ্গলনাশক, জনয়িতা, সমস্ত (শত্রুগণের) হিংসক এবং বাধকগণের (বাধাদানকারী)।

৬। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে, সেইরূপ মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ কর, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ তোমার ক্রোধে খিন্ন হয়।

৭। জরারহিত, (শত্রুগণের) প্রেরক, অপ্রতিহত, বেগশালী, জয়শীল, গমনশীল, রথিশ্রেষ্ঠ, অহিংসিত ও জলবর্দ্ধক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার্থে অগ্রগামী কর।

৮। (শত্রুগণের) সংস্কর্ত্তা, স্বয়ং অসংস্কৃত, বলকৃৎ, বহুরক্ষাবিশিষ্ট, শতক্রতু, সাধারণ ও ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার্থে আহ্বান করি।

১০০ সূক্ত।

দশম ও একাদশ ঋকের বাক্ দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমি পুত্রের সহিত (শত্রুজয়ার্থে) তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে অভিগমন করেন; যখন তুমি আমাকে (শত্রুধনের) ভাগ দান কর, অতএব আমার সহিত পৌরুষ প্রকাশ কর।

২। তোমাকে অগ্রে মদকর (সোমরূপ) অন্নদান করিতেছি, অভিষুত সোম তোমার হৃদয়ে নিহিত হউক। তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সখারূপে অবস্থান কর, অনন্তর আমরা দুইজনে বহুসংখ্যক বৃত্র বধ করিব।

৩। হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহাকে স্তুতি করিব(১)?।

(১) দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা এই ঋক হইতে অনুমান হয়, পরের দুইটী ঋকে ঋষি ইন্দ্রের উক্তিচ্ছলে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছেন।

৪। হে স্তোতা! এই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে দর্শন কর; সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাদ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্দ্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি।

৫। যখন যজ্ঞাভিলাষীগণ কমনীয় (অন্তরীক্ষের) পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করাইয়াছিল, তখন তাহাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিল যে, পুত্রযুক্ত প্রিয় এই ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে।

৬। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর জন্য যাহা করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য্য বলিবার যোগ্য। তুমি পরাবৎনামক শত্রুর যে ধন আছে, তাহা ঋষিবন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপাবৃত করিয়াছ।

৭। যে এক্ষণে প্রধাবিত হইতেছে, পৃথক্ থাকিতেছে না, যে তোমাদিগকে আবরণ করিতেছে না, ইন্দ্র তাহার মর্ম্মস্থানে বজ্রপাতিত করিয়াছেন।

৮। মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হইলেন, পরে স্বর্গে গমন করতঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করিলেন।

৯। যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আবৃত, সেই বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শত্রুগণ উপহার ধারণ করিতেছে।

১০। দীপ্তিশীল, দেবগণের উন্মাদকর বাক্য যখন জ্ঞানরহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করতঃ যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অন্ন, জল দোহন করে। উহার যাহা শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা কোথায় গমন করিতেছে?।

১১। দেবগণ যে দীপ্তিমান্ বাক্দেবতাকে উৎপাদন করিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার পশুগণ সেই বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও রসপ্রদানকারিণী ধেনুর ন্যায় হইয়া আমাদের স্তুতি গ্রহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন করুন।

১২। সখে বিষ্ণু! তুমি অত্যন্ত পদবিক্ষেপ কর, হে দ্যুলোক! তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর। হে বিষ্ণু! তুমি ও আমি বৃত্রকে বধ করিব, নদী সকলকে লইয়া যাইব, নদী সকল ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক।

১০১ সূক্ত।

পঞ্চমের শেষাংশের ও ষষ্ঠের আদিত্য দেবতা; সপ্তম ও অষ্টমের অশ্বি দেবতা; নবমের ও দশমের বায়ুদেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের সূর্য্যদেবতা; ত্রয়োদশের উষা দেবতা; চতুর্দ্দশের পবমান দেবতা; পঞ্চদশ ও ষোড়শের গো দেবতা; অবশিষ্টের দেবতা মিত্র ও বরুণ। ভৃগুগোত্র জমদগ্নি ঋষি।

১। যে হব্যদায়ী (যজমানের) উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য মিত্র ও বরুণকে সম্বোধন করে, সেই মনুষ্য সত্যই এই প্রকারে যজ্ঞার্থ হবিঃ সংস্কার করে।

২। অতিশয় বর্দ্ধিতবল, মহাদর্শন, নেতা, দীপ্তিমান্, অতিশয় বিদ্বান্, সেই মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের ন্যায় সূর্য্যকিরণের সহিত কর্ম্ম লাভ করেন।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! যে শীঘ্রগামী তোমাদের অভিমুখে গমন করে, সে দেবগণের দূত হয়, তাহার মস্তক সুবর্ণ ভূষিত হয় এবং সে মদকর ধন লাভ করে।

৪। যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও আনন্দিত হয় না, যে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও আনন্দিত হয় না, কথোপকথনের জন্যও আনন্দিত হয় না, তাহার সংগ্রাম হইতে আমাদিগকে আজি রক্ষা কর, তাহার বাহুদ্বয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৫। হে যজ্ঞধন! মিত্রের উদ্দেশে সেবার্হ, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর, অর্য্যমা উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান কর, মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর।

৬। অরুণবর্ণ, জয়সাধন, বাসপ্রদ, (পৃথিব্যাদি), তিন জনের এক পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করিতেছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ মনুষ্য-দিগের স্থান সকল দেখিতে পান।

৭। হে একত্র মিলিত নাসত্যদ্বয়! তোমরা আমার উচ্চারিত দীপ্ত-তম বাক্যে ও কার্য্যে আগমন কর, হব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন কর।

৮। হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রাক্ষসরহিত দান আছে, তাহা যখন আহ্বান করিব, তখন তোমরা জমদগ্নিকর্তৃক

স্তূয়মান হইয়া পূর্ব্বমুখী ও স্তুতিবর্দ্ধনকারী নেতাস্বরূপ হইয়া আগমন কর।

৯। হে বায়ু! তুমি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে আগমন কর। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এই শুভ্রসোম তোমার উদ্দেশে নিয়ত হইয়াছিল।

১০। হে নিযুৎবান্ বায়ু! অধ্বর্য্যু ঋজুতম পথে গমন করিতেছে, তোমার ভক্ষণার্থ হবিঃ লইয়া যাইতেছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান কর।

১১। হে সূর্য্য! তুমি সত্যই মহান্, হে আদিত্য! তুমি মহান্, একথা সত্য। তুমি মহান্, তোমার মহিমা স্তুত হইতেছে, হে দেব! তুমি মহান্, একথা সত্য।

১২। হে সূর্য্য! তুমি শ্রবণে মহান্, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান্, একথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয়।

১৩। এই যে নিম্নমুখী, স্তুতিমতী, রূপবতী, প্রকাশযুক্তা ঊষা উৎপাদিত হইয়াছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন করতঃ চিত্রিত গাভীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

১৪। তিন প্রজা অতিক্রমণ করতঃ গমন করিয়াছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চ্চনীয় অগ্নির চতুর্দ্দিক আশ্রয় করিয়াছিল। ভুবন মধ্যে আদিত্য মহান্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, পবমান্, দিকসমূহে প্রবেশ করিলেন।

১৫। যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জনগণ! সেই নির্দ্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম।

১৬। বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্যউচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গো দেবীকে অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জ্জন করে।

---

১০২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। এই সূক্তের ভৃগুগোত্রোৎপন্ন প্রয়োগ ঋষি, অথবা বৃহস্পতির পুত্র অগ্নি নামক ঋষি, অথবা সহের পুত্র গৃহপতি ও যবিষ্ঠ নামক ঋষি।

১। হে দ্যোতমান্ অগ্নি! তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে মহাঅন্ন প্রদান কর।

২। হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! তুমি জাত হইয়া আমাদের বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর। আমরা স্তুতি ও পরিচর্য্যা করিতেছি।

৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায় লাভ করিয়া আমরা অন্ন লাভার্থ (শত্রুগণকে) অভিভব করি।

৪। আমি সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী শুচি অগ্নিকে, ঊর্ব্ব, ভৃগু ও অপ্নবানের ন্যায় আহ্বান করি।

৫। বাতসদৃশ ধ্বনিবিশিষ্ট, পর্জ্জন্যসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি, বলবান্, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৬। সবিতাদেবতার প্রসবের ন্যায়, ভগদেবতার ভোগের ন্যায়, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৭। অহিংসনীয়গণের বন্ধু, বলবান্, বর্দ্ধমান্ ও বহুতম অগ্নিকে, হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অভিগমন কর।

৮। এই অগ্নি, আমাদিগের কর্ত্তব্যের রূপ নির্ম্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্য্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই।

৯। দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন।

১০। হে স্তোতা! সমস্ত হোতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এই যজ্ঞে স্তব কর।

১১। দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিদ্বান্ অগ্নি যাজ্ঞিকগণের গৃহে আদীপ্ত হন। পবিত্রকর, দীপ্তিযুক্ত, অনুশয়নকারী অগ্নিকে স্তব কর।

১২। হে মেধাবী! অশ্বের ন্যায় ভোগযোগ্য, বলবান্‌, মিত্রের ন্যায় নিধনকারী অগ্নিকে স্তব কর।

১৩। হে অগ্নি! যজমানের জন্য স্তুতি সকল ভগিনী সকলের ন্যায় তোমার গুনকীর্ত্তন করতঃ তোমার সেবা করিতেছে, বায়ুর সমীপে তোমাকে অবস্থাপিত করিতেছে।

১৪। যে অগ্নির তিনটী অনাবৃত্ত অবদ্ধ বর্হি আছে, সেই অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয়।

১৫। অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান্‌ অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁহার দৃষ্টিও সূর্য্যের ন্যায় মঙ্গলকর।

১৬। হে অগ্নিদেব! দীপ্তিসাধন ঘৃতের নিধানদ্বারা তৃপ্ত হইয়া জ্বালাদ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর এবং যজ্ঞ কর।

১৭। হে অঙ্গিরা অগ্নি! দেবগণ মাতৃগণের ন্যায় কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

১৮। হে কবি অগ্নি! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয়, দূতস্বরূপ এবং দেবগণের হব্যবাহী, তোমার চারিদিকে দেবগণ উপবিষ্ট হইলেন।

১৯। হে অগ্নি! আমার গাভী নাই, আমার কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নাই, হে অগ্নি! এই সমস্তই আমি তোমায় দান করিয়াছি।

২০। হে যুবতম অগ্নি! তোমার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য্য ধারণ করি, তখন সেই সকল পরশু ছিন্নকাষ্ঠ তুমি সেবা কর।

২১। তোমার জিহ্বা যে কাষ্ঠ সকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠ সকলকে তোমার জিহ্বা অতিক্রম করিয়া গমন করে, সে সমস্ত ঘৃতসদৃশ হউক।

২২। মনুষ্য কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করতঃ মনের দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করে ও ঋত্বিক্‌গণদ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে।

---

১০৩ সূক্ত।

অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি।

১। যে অগ্নিতে কর্ম্ম সকল আহূত হয়, সর্ব্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সেই অগ্নি দৃষ্ট হইলেন। আর্য্যগণের বর্দ্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইলে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল তাঁহার নিকট গমন করিতেছে।

২। দিবোদাসকর্ত্তৃক আহূত অগ্নি, মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। দিবোদাস বলেরদ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থিতি করিলেন।

৩। কর্ত্তব্যকর্ম্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর মনুষ্যগণ (কম্পিত হয়), অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্ত্তব্যকর্ম্মদ্বারা আপনি পরিচর্য্যা কর।

৪। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! তুমি যাহাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমায় হব্য প্রদান করে সেই উক্থশংসী নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে।

৫। হে বহু ধনবিশিষ্ট অগ্নি! যে তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রুপুরস্থিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্নধারণ করে। আমরাও তোমার উদ্দেশে হব্যদান করতঃ তুমি দেবতা, তোমাতে স্থিত সর্ব্বপ্রকার ধন ধারণ করিব।

৬। যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সেই অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্র সকল গমন করে।

৭। হে দর্শনীয়, লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাভিলাষীগণ রথবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করে, সেই তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানগণের দান প্রদান কর।

৮। হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবান্, সত্যবান্, বৃহৎ, দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর।

৯। ধনবান্, অন্নবান্ অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হইয়া যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, উহার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সহিত বহুবার আমাদের অভিমুখে আগমন করুন।

১০। হে স্তোতা! প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নিকে স্তব কর।

১১। জ্ঞানযুক্ত, যজ্ঞার্হ, যে অগ্নি উদ্গত শ্রুতধন আবর্ত্তিত করেন। কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির (জ্বালা) নিম্নাভিমুখ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় দুস্তর, সেই অগ্নিকে স্তব কর।

১২। বাসপ্রদ, অতিথি অনেকের স্তুত ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন (কোন ব্যক্তিকর্তৃক) অবরুদ্ধ না হন।

১৩। হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মনুষ্যগণ স্তুতিদ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা (তোমার পরিচর্য্যা করে), তাহারা যেন হিংসিত না হয়; সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, হব্যদায়ী স্তোতাও তোমার দূতকর্ম্মের জন্য উপাসনা করে।

১৪। হে অগ্নি! তুমি মরুৎগণের প্রিয়, আমাদের যাগকর্ম্মে সোম পানার্থ রুদ্রগণের সহিত আগমন কর, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট আগমন কর, প্রমত্ত হও।

নবম মণ্ডল(১)।

১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্রগোত্রোৎপন্ন মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হইয়া স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও।

২। রাক্ষসহন্তা, সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হইয়া দ্রোণ-কলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিষ্ট হন।

৩। তুমি প্রভূত ধন দান কর, সমস্ত বস্তু দান কর এবং বিশেষরূপে বৃত্র বধ কর; ধনবান্ (শত্রুগণের) ধন (আমাদিগকে) দান কর।

৪। তুমি মহান্, দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অন্নের সহিত গমন কর, বল ও অন্ন দান কর।

৫। হে ইন্দু! আমরা তোমার পরিচর্য্যা করি, প্রত্যহ ইহাই আমাদের কার্য্য; আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি।

৬। সূর্য্যের দুহিতা(২) তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিস্তৃত এবং নিত্য দশাপবিত্রদ্বারা পূত করেন।

৭। অভিষবণকালে যজ্ঞে ভগিনীভূত দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ সেই সোমকেই গ্রহণ করে।

---

(১) সমস্ত নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবের অর্চ্চনা। অঙ্গিরা বা তদ্বংশীয়গণ নবম মণ্ডলের ঋষি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সামবেদের তৃতীয়াংশ এই ঋগ্বেদে নবম মণ্ডল হইতে গৃহীত। সোমলতা প্রস্তরে নিষ্পীড়িত করিয়া পরে দশ অঙ্গুলি-দ্বারা চটকাইয়া রস বাহির করিত। পরে মেষ লোমের ছাকনিদ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রে রাখিত এবং "সিদ্ধির" ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিত।

(২) শ্রদ্ধাদেবী। (সায়ণ)। কিন্তু সূর্য্যদুহিতার সোমের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭। ঋকের টীকা দেখ।

৮। অঙ্গুলিগণ তাঁহাকেই প্রেরণ করে, চর্ম্মের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সোমকে অভিষব করে, ঐ (সোমাত্মক) মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুগণের প্রতিবন্ধকতা করে।

৯। অবধ্য ধেনুগণ এই বালক সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দুগ্ধের দ্বারা সংস্কৃত করে।

১০। শূর ইন্দ্র এই সোমপানে মত্ত হইয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানগণকে ধন দান করেন।

---

২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি।

১। হে সোম! তুমি দেবাভিলাষী হইয়া বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও, হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি সোম মধ্যে প্রবেশ কর।

২। হে সোম! তুমি মহান্, অভীষ্টবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক, তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর।

৩। অভিষুত, অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্ম্মা সোম জল আচ্ছাদন করে।

৪। যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান্ সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎজল গমন করে।

৫। সোম হইতে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জল মধ্যে সংস্কৃত হন।

৬। অভীষ্টবর্ষী, হরিতবর্ণ, মহান্ এবং মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্য্যের সহিত প্রদীপ্ত হন।

৭। হে ইন্দু! মত্ততার জন্য তুমি যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্ম্মেচ্ছাসম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়।

৮। তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শত্রুঘর্ষণশীল (যজমানের) জন্য উত্তমলোক সৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি।

৯। হে ইন্দু তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও।

১০। হে ইন্দু! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা, তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান কর।

---

৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। শুনঃশেফ ঋষি।

১। মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন।

২। অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিযুত হইয়া গমন করেন।

৩। যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।

৪। ক্ষরণশীল এই বীর সোম স্ববলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন।

৫। এই ক্ষরণশীল সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন।

৬। মেধাবীগণ এই সোমের স্তব করিলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান করতঃ জল মধ্যে প্রবেশ করেন।

৭। ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

৮। ক্ষরণশীল এই সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন।

৯। হরিৎবর্ণ এই সোমদেব পুরাতন জন্মদ্বারা দেবার্থে অভিষুত হইয়া দশাপবিত্রে গমন করেন।

১০। এই বহুকর্ম্মা সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হন।

---

৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাকুলোৎপন্ন হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম! ভজনা কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

২। হে সোম! জ্যোতিঃ দান কর, স্বর্গ দান কর এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৩। হে সোম! বল এবং কর্ম্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৪। হে সোমাভিষবকারীগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানার্থে সোম অভিষব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৫। (হে সোম)! তুমি তোমার কর্ম্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে সূর্য্য লাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৬। আমরা তোমার কর্ম্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল সূর্য্য দর্শন করিব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৭। হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৮। সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, (শত্রুগণকে) অভিভব করিয়া থাক, তুমি ধন দান কর; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৯। হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

১০। হে ইন্দু! তুমি আমাদিগকে নানাবিধ অশ্ববান্, সর্ব্বগামী ধন দান কর।

৫ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সমিদ্ধ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান(১) সোম শব্দ করিয়াও (দেবগণকে) প্রীত করিয়া বিরাজিত হন।

২। জলের পৌত্র পবমান সোম উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন।

৩। স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টদাতা, দীপ্তিমান্, পবমান সোম মধুধারার সহিত তেজোবলে বিরাজিত হন।

৪। হরিতবর্ণ সোমদেব যজ্ঞে পূর্ব্বাগ্র বর্হি বিস্তার করতঃ তেজোবলে আগমন করেন।

৫। হিরণ্ময়ী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সহিত স্তুত হইয়া বৃহৎ দিক্‌সমূহে উদগমন করেন।

৬। সম্প্রতি পবমান সোম সুরূপা, বৃহতী, মহতী, দর্শনীয়া, দিব। রাত্রিকে কামনা করিতেছেন।

৭। মনুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা, দেবদ্বয়কে আহ্বান করি পবমান সোম ইন্দ্র(২) এবং অভীষ্টবর্ষী।

৮। ভারতী, সরস্বতী এবং মহতী ইলানামক তিনজন সুরূপা দেবী আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন।

৯। অগ্রজাত, প্রজাপালক, পুরোগামী ত্বষ্টাকে আহ্বান করি, হরিৎবর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি।

১০। হে পবমান সোম! হরিদ্বর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তিমান্, সহস্রশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে মধুধারাদ্বারা সংস্কৃত কর।

১১। হে বিশ্বদেবগণ! বায়ু, বৃহস্পতি, সূর্য্য, অগ্নি, এবং ইন্দ্র তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সোমের স্বাহা শব্দের নিকট আগমন কর।

---

(১) ক্ষরণশীল।
(২) দীপ্ত।

৬ সূক্ত।

পবমান দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। হে সোম! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দেবাভিলাষী, তুমি আমাদিগকে অভিলাষ করিয়া থাক। তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং দশাপবিত্রে মধু-ধারায় ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! যেহেতু তুমি স্বামী, অতএব মদকর সোম বর্ষণ কর, বলবান্ অশ্ব প্রদান কর।

৩। তুমি অভিযুত হইয়া সেই পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ কর, বল এবং অন্ন প্রেরণ কর।

৪। জল যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল সোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁহাকে ব্যাপ্ত করে।

৫। দশ (অঙ্গুলিরূপ) স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম করিয়া অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবান্ অশ্বের ন্যায় যে সোমের পরিচর্য্যা করে।

৬। দেবগণ পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া অভিযুত এবং অভীষ্ট-বর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামার্থে গব্য মিশ্রিত কর।

৭। ইন্দ্রদেবের জন্য অভিযুত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হন, যেহেতু ইহার পয়ঃ আপ্যায়িত করে।

৮। যজ্ঞের আত্মা অভিযুত সোম অভিলাষ প্রদান করিয়া বেগে ক্ষরিত হন এবং পুরাতন কবিত্ব রক্ষা করেন।

৯। হে মদকর সোম! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া তাঁহার পানার্থে ক্ষরিত হইয়া যজ্ঞশালায় শব্দ উৎপন্ন কর।

৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে সৃষ্ট হইতেছেন।

২। সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে।

৩। অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন।

৪। কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান্ (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।

৫। যখন কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞবিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে।

৬। হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জল সম্পৃক্ত হইয়া মেষ লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ করতঃ স্তুতি সেবা করেন।

৭। যে এই সোমের কর্ম্মে প্রীত হয়, সে মদমত্ত বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।

৮। (যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।

৯। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্ন লাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বসু দান কর।

---

৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই সোমসমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিলষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।

২। সেই সোম অভিষুত হইতেছে, চমষ মধ্যে আহ্বান করিতেছে এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।

৩। হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।

৪। দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাত জন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।

৫। তুমি মেষ লোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্য দ্বারা মিশ্রিত করিব।

৬। অভিষুত ও কলস মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।

৭। হে সোম! আমরা ধনবান্, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।

৮। হে সোম! তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, (ধন) উৎপাদন কর, সংগ্রামে আমাদের বাস দান কর।

৯। তুমি নেতাগণের দর্শক এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় (পান করি), আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।

---

৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। কবিপ্রাস্তদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হইয়া দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষীগণের নিকট গমন করেন।

২। তুমি তোমার নিবাসভূত, দ্রোহরহিত, স্তুতিকারী, মনুষ্যের ভক্ষণের জন্য পর্য্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারাদ্বারা আগমন কর।

৩। জাতবিশুদ্ধ, মহান্ সেই পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্দ্ধয়িত্রী ও জনয়ত্রী ও মাতৃভূতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) প্রদীপ্ত করেন।

৪। নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীণরূপে বর্দ্ধিত করে, সেই সোম অঙ্গুলিদ্বারা নিহিত হইয়া দ্রোহরহিত সপ্তনদীকে প্রীত করেন।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম সেই (অঙ্গুলিগণ) অহিংসিত, বিদ্যমান্ সোমকে মহৎ কর্ম্মের জন্য ধারণ করে।

৬। বাহক, মরণরহিত দেবগণের তৃপ্তিকর সোম সপ্ত (নদী) দর্শন করেন, তিনি কূপরূপে পরিপূর্ণ হইয়া নদীগণকে তৃপ্ত করেন।

৭। হে পুরুষ সোম! কম্পনীয় দিবসে আমাদিগকে রক্ষা কর, হে পবমান সোম! যে সকল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, তাহাদিগকে বিনাশ কর।

৮। হে সোম! তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য সূক্তের জন্য শীঘ্র যজ্ঞপথে আগমন কর এবং পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ কর।

৯। হে শোধনকালীন সোম! তুমি পুত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও অশ্ব আমাদিগকে দান করিয়া থাক, তুমি দান কর, আমাদের অভিলাষ প্রদান কর।

১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। রথের এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।

২। সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেরূপ (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেই রূপ (ঋত্বিক্‌গণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।

৩। স্তুতিদ্বারা রাজা যেরূপ তুষ্ট হয়েন এবং সপ্ত হোতাদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেইরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয়।

৪। অভিষুত সোম মহতী স্তুতিদ্বারা অভিষুত হইয়া মত্ত করিবার জন্য ধারারূপে গমন করেন।

৫। ইন্দ্রের আপানভূত, উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করিতেছেন।

৬। স্তুতিকারী, পুরাতন, অভীষ্টবর্ষী সোমের আহারকারী মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন।

৭। সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত-হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।

৮। আমি যজ্ঞের নাভিভূত, (সোমকে) আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি, চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।

৯। গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।

---

১১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। হে নেতাগণ! এই ক্ষরণশীল সোম দেবগণকে যাগ করিতে অভিলাষী, ইহার উদ্দেশে গান কর।

২। (হে সোম)! অথর্ব্বা (ঋষিগণ) তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্র দেবের জন্য গোদুগ্ধে সংস্কৃত করিয়াছেন।

৩। হে রাজা! তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও, অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও।

৪। তোমরা, বভ্রুবর্ণ, স্ববলভূত, অরুণবর্ণ, স্বর্গস্পৃক্ সোমের উদ্দেশে শীঘ্র গাথা উচ্চারণ কর।

৫। হস্তস্থিত অভিষব প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম পূত কর, মদকর সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর।

৬। নমস্কারের সহিত তাঁহার নিকট গমন কর, দধিমিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর।

৭। হে সোম! তুমি শত্রুবিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও।

৮। হে সোম! তুমি মনোজ্ঞ ও মনের ঈশ্বর, ইন্দ্র পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া তুমি পরিষিক্ত হইয়া থাক।

৯। হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দর বীর্য্যযুক্ত ধন দান কর।

১২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। অভিষুত, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।

২। মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবীগণ সোমপানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।

৩। মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গ স্থলে বাস করেন, বিদ্বান সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৪। সুকর্ম্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন।

৫। যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন।

৬। সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন।

৭। নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বনস্পতি (সোম মনুষ্য) গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।

৮। কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন।

৯। হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহু দীপ্তিবিশিষ্ট, সুন্দর গৃহবিশিষ্টধন দান কর।

অষ্টম অধ্যায়।

১৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছে।

২। হে রক্ষাভিলাষীগণ! তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানার্থ অভিষুত সোমের উদ্দেশে গমন কর।

৩। বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্ন লাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।

৪। হে সোম! আমাদের অন্ন লাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্য্য সম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর।

৫। সেই অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্র সংখ্যক ধন ও সুবীর্য্য দান করুন।

৬। সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্ন লাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

৭। ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া গাভীর অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রের) অভিমুখে গমন করেন। (ঋত্বিকগণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন।

৮। সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর।

৯। হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক, সর্ব্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।

১৪ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। নদীতরঙ্গে, অধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।

২। বন্ধুভূত পঞ্চ জনপদের মনুষ্য কর্ম্মাভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতি দ্বারা অলঙ্কৃত করে।

৩। তখন সোম গো দুগ্ধে মিশ্রিত হইলে সমস্ত দেবগণ বলবান্ সোমরসে প্রমত্ত হয়।

৪। সোম দশাপবিত্র বস্ত্রেরদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অধোদেশে ধাবিত হন, এই যজ্ঞে সখা (ইন্দ্রের) সহিত সঙ্গত হন।

৫। যুবা অশ্বিকে যেরূপ মার্জ্জিত করে, সেইরূপ সোম গব্যের সহিত আপন শরীর মিশ্রিত করতঃ পরিচর্য্যাকারীর পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারা মার্জ্জিত হইতেছেন।

৬। অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছেন এবং শব্দ করিতেছেন। আমি উঁহাকে লাভ করিব।

৭। অঙ্গুলিসকল মার্জ্জনা করতঃ অন্নপতি সোমের সহিত মিলিত হইতেছে। এবং বলবান্ সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

৮। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে কামনা করিয়া গমন কর।

---

১৫ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত হইয়া কর্ম্মবলে শীঘ্র-গামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্ম্মিত (স্বর্গ স্থানে) গমন করিতেছেন।

২। যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম্ম ইচ্ছা করেন।

৩। এই সোম (হবির্ধান) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহবনীয়-দেশে) যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।

৪। এই সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উঁহার শৃঙ্গযূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন।

৫। এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হইয়া গমন করেন।

৬। এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্ব্বতদ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন।

৭। মনুষ্যগণ এই মার্জ্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূতরস প্রদান করিতেছেন।

৮। দশটী অঙ্গুলি ও সাত জন ঋত্বিক্ উত্তম অস্ত্রবিশিষ্ট ও মদক সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে।

---

১৬ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। হে সোম! অভিশাপকারীগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শত্রুপরাভবকর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে।

২। আমরা বলেরনেতা, জলের আচ্ছাদক, অন্নের সহিত বর্দ্ধমান সোমকে কর্ম্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করিতেছি।

৩। শত্রুগণকর্ত্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান, অন্যের অনভিভবনীয় সোমকে দশাপবিত্রে নিক্ষেপ কর, ইন্দ্রের পানার্থ শোধিত কর।

৪। স্তুতিদ্বারা পূতপদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন ও পরে কর্ম্মবশে দ্রোণকলসে উপবেশন করিতেছেন।

৫। হে ইন্দ্র! নমস্কারযুক্ত স্তোত্রের সহিত সোম সকল বলকর হইয়া মহাসংগ্রামার্থ তোমার নিকট গমন করিতেছেন।

৬। যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভার্থ সোম বীরের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৭। অন্তরীক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত (জল যেরূপ নিম্নে পতিত হয়) সেইরূপ বলকারক অভিষুত সোমের স্ফীতধারা পবিত্রে পতিত হইতেছে।

৮। হে সোম! তুমি পণ্ডিত স্তোতাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রক্ষা কর, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হইয়া মেষলোমের প্রতি ধাবমান্ হও।

---

১৭ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। নদীগণ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশক, শীঘ্রগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

২। অভিষুত সোম, বৃষ্টি যেরূপ পৃথিবীতে পতিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, মদকর, মদাত্মক সোম, রাক্ষস সকলকে বিনাশ করতঃ দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করিতেছে।

৪। সোম কলসে যাইতেছেন, পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন এবং উক্থ-মন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছেন।

৫। হে সোম! তুমি লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া উঠিয়া স্বর্গকে প্রকাশিত করিতেছ এবং গমনশীল হইয়া সূর্য্যকে প্রেরিত করিতেছ।

৬। মেধাবীগণ পরিচর্য্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হইয়া যজ্ঞের মস্তকে (সোমের) স্তব করিতেছেন।

৭। হে সোম! নেতা মেধাবীগণ অন্নাভিলাষী হইয়া কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞার্থ সেই তোমাকেই শোধিত করিতেছেন।

৮। হে সোম! তুমি মধুর ধারাভিমুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হইয়া অভিষব স্থানে উপবেশন কর এবং মনোহর হইয়া যজ্ঞে পানার্থ (উপবেশন কর)।

১৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই সোম সবনকালে প্রস্তরে অবস্থিত। তিনি পবিত্রে ক্ষরিত হন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

২। হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুররস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাকে পান করেন, তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৪। তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তদ্বারা ধারণ করেন। তুমি মাদক-পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৫। তিনি মাতৃদ্বয়ের ন্যায় মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৬। তিনি অন্নদ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৭। তিনি বলবান্, তিনি শোধিত হইবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

---

১৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হইবার সময় আমাদের জন্য তাহা আনয়ন কর।

২। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালক ও ঈশ্বর হইয়াছ। তোমরা আমাদের কর্ম্ম বর্দ্ধিত কর।

৩। অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিৎবর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করিতেছেন।

৪। পুত্রস্থানীয় সোমের মাতৃস্থানীয় (বসতীরবী প্রভৃতি) সোমকর্তৃক পীত হইয়া অভিলাষপ্রদ সোমের সারবত্তার কামনা করিতেছে।

৫। মিশ্রিত হইবার সময় সোম অভিলাষিণী বসতীরবী প্রভৃতিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন, এই জল সকল হইতে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন।

৬। হে পবমান সোম! যাহারা দূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে সমীপবর্ত্তী কর, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন কর, তাহাদের ধন অবগত হও।

৭। হে সোম! তুমি দূরেই থাক, বা নিকটেই থাক, শত্রুর বর্দ্ধণকর বল বিনাশ কর, তাহাদের অন্ন বিনাশ কর, তাহাদের শোষক তেজ বিনাশ কর।

---

২০ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। কবি সোম দেবগণের পানার্থ মেষলোমের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতেছেন, শত্রুগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্দ্ধাকারীকে বিনাশ করুন।

২। সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন।

৩। হে সোম! তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান কর, হে সোম! সেই তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।

৪। হে সোম! তুমি মহাকীর্ত্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়ীগণকে ধ্রুবধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর।

৫। হে সোম! তুমি সুকর্ম্মা, তুমি শোধিত হইয়া রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক।

৬। সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান ও দুস্তর হস্তদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া পাত্রে অবস্থান করিতেছেন।

৭। হে সোম! তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীর্য্য দান করিয়া দানের ন্যায় পবিত্রে গমন করিতেছে।

২১ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই ক্লেদকর, দীপ্ত, অভিভবশীল, মদকর, লোকপালক সোম সকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

২। ইহাঁরা (অভিষবকারীকে) বিশেষরূপে ভজনা করেন, সকলের সহিত মিলিত হন, অভিভবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন।

৩। অনায়াসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষরিত হইতেছেন, সিন্ধুর ঊর্ম্মির ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন।

৪। এই সোম সংশোধিত হইয়া রথে স্থাপিত অশ্বগণের ন্যায় সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন।

৫। হে সোমগণ! ইহার নানারূপ কামনা পূরণার্থ (ধন) প্রদান কর, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন।

৬। ঋভু যেরূপ রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথীকে প্রজ্ঞা দান করেন, সেইরূপ তোমরা এই যজমানের প্রজ্ঞা প্রদান কর। হে সোম! কেবল জলদ্বারা পরিষ্কৃত হও।

৭। সেই এই সোম সকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবান্ সোম সকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন।

---

২২ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই সোম সকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের ন্যায় সমীপে গমন করেন।

২। এই সোম সকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন।

৩। এই সোম সকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত হইয়া প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করিতেছেন।

৪। এই সোম সকল শোধিত ও মরণরহিত, ইঁহারা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করিতে ক্লান্ত হন না।

৫। এই সোম সকল দ্যাবাপৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ করিয়া ব্যাপ্ত হন। আরও এই উত্তম দ্যুলোকে ব্যাপ্ত করেন।

৬। নদী সকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাপ্ত করেন, আরও এই কর্ম্ম সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট করিয়া লওয়া হয়।

৭। হে সোম! তুমি পণিগণের নিকট হইতে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ কর, যজ্ঞ যাহাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপে শব্দ কর।

---

২৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। মধুর মদের ধারায় শীঘ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে সৃষ্ট হয়েন।

২। কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্য্যকে দীপ্ত করে(১)।

৩। হে শোধিত সোম! যে হব্যপ্রদান করে না, তাহার গৃহ আমাদের জন্য প্রদান কর। আমাদিগকে প্রজাবিশিষ্ট ধন দান কর।

৪। গমনশীল সোম সকল মদকররস ক্ষরণ করেন এবং মধুস্রাবী-কোশও উৎপাদন করেন।

৫। জগতের ধারক সোম ইন্দ্রিয় বর্দ্ধনকর রস ধারণ করতঃ উত্তম বীরযুক্ত ও হিংসা হইতে ত্রাণপ্রদ হইয়াছেন।

৬। হে সোম! তুমি যজ্ঞার্হ, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হইতেছ এবং আমাদিগকে অন্ন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

৭। মদকর পদার্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এই সোমকে পান করিয়া অনভিভবনীয় ইন্দ্র শত্রুগণকে হনন করিয়াছেন এবং এখনও হনন করিতেছেন।

---

(১) সায়ণ বলেন এস্থলে রূপকদ্বারা সোমেরই স্তুতি হইতেছে।

২৪ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং মিশ্রিত হইয়া জলমধ্যে মার্জ্জিত হইতেছেন।

২। গমনশীল সোম সকল নিম্নাভিমুখ গামী জলসমূহের ন্যায় গমন করিতেছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতেছেন।

৩। হে শোধিত সোম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেই থান হইতে ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছ।

৪। হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শত্রুগণের অভিভব-কারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য।

৫। হে সোম! তুমি যখন প্রস্তরদ্বারা অভিষুত হইয়া পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্য্যাপ্ত হও।

৬। হে সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহা! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্থমন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত।

৭। অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলিয়া উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক।

---

২৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি।

১। হে হরিৎবর্ণ সোম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণের ও বায়ুর পানার্থ ক্ষরিত হও।

২। হে শোধনকালীন সোম! আমাদের কর্ম্মদ্বারা ধৃত হইয়া শব্দ করতঃ স্বস্থানে প্রবেশ কর, কর্ম্মদ্বারা বায়ুতে প্রবেশ কর।

৩। এই সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, বৃত্রহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হইয়া শোভিত হইতেছেন।

৪। শোধিত, কমনীয় সোম সমস্তরূপ মধ্যে প্রবেশ করতঃ যে স্থলে অমৃতগণ বাস করে সেই স্থানে গমন করিতেছে।

৫। শোভমান্ সোম শব্দ উৎপাদন করতঃ ক্ষরিত হইতেছেন, নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হইতেছেন।

৬। হে সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।

---

২৬ সূক্ত।

সোম দেবতা। দৃঢ়চ্যুত ঋষির পুত্র ইদ্ধবাহ ঋষি।

১। পৃথিবীর ক্রোড়দেশে সেই বেগবান্ সোমকে মেধাবীগণ অঙ্গুলিদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা মার্জ্জিত করিতেছেন।

২। স্তুতি সকল সহস্রধারাবিশিষ্ট, দীপ্ত, স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি করিতেছে।

৩। সকলের ধারক ও বহু কার্য্যকারী, সকলের বিধাতা সেই সোমকে প্রজ্ঞাদ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন।

৪। সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্য্যাকারীগণ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছেন।

৫। অঙ্গুলি সকল সেই হরিৎবর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করিতেছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রষ্টা।

৬। হে শোধনকারী সোম! তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে, তুমি স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত, দীপ্ত ও মদকর।

---

২৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি।

১। এই সোম কবি ও চারিদিক্ হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন।

২। এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইঁহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে।

৩। এই সোম মনুষ্যগণকর্তৃক নানা প্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিষুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন।

৪। এই সোম আমাদের গো, হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন।

৫। এই শোধনকালীন সোম সূর্য্যকর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর।

৬। এই বলবান্ সোম, অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষ-প্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

---

২৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি।

১। এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন।

২। এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।

৩। এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন।

৪। এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী, অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণ-কলসাভিমুখে গমন করিতেছেন।

৫। শোধনকালীন সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ সোম সূর্য্যকে এবং সমস্ত তেজঃ পদার্থকে শোধিত করিতেছেন।

৬। এই শোধনকালীন সোম বলবান্, অহিংসনীয় দেবগণের রক্ষক এবং অমঙ্গলবাদিদিগের বিনাশক। ইনি গমন করিতেছেন।

---

২৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি।

১। বর্ষণকারী, এই অভিষুত সোমের ধারা দেবগণের উপর স্বসামর্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।

২। স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্ম্মকর্ত্তা (অধ্বর্যুগণ) দীপ্তিমান্ প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জ্জিত করিতেছেন।

৩। হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সেই তেজঃ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণ কলসকে পূর্ণ কর।

৪। হে সোম! সমস্ত ধন জয় করতঃ ধারা প্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুগণকে এক যোগে দূরদেশে প্রেরণ কর।

৫। হে সোম! যাহারা দান করে না, তাহাদিগের এবং অন্যান্য নিন্দক সকলের অপবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা যেন মুক্ত হইতে পারি।

৬। হে সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ কর।

---

৩০ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিন্দু ঋষি।

১। বলবান্ এই সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হইতেছে, শোধনকালে ইনি স্বীয় ধ্বনি প্রেরণ করিতেছেন।

২। এই সোম অভিষবকারীগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শোধনকালে শব্দ করতঃ ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করিতেছেন।

৩। হে সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যগণের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহনীয় বল লাভ হউক।

৪। এই সোম শোধনকালে ধারা প্রবাহে দ্রোণকলসে উপস্থিত হইবার জন্য (পবিত্রকে) অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে সোম! জলমধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও হরিৎবর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থ তোমাকে প্রস্তরদ্বারা পেষণ করিতেছে।

৬। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! তোমরা অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আমাদের বলার্থ ঐ ইন্দ্রের পানার্থে অভিষব কর।

---

৩১ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উত্তম কর্ম্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করিতেছেন, এবং আমাদিগকে চেতন ধন প্রদান করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবপৃথিবীর দ্যুতিযুক্ত পদার্থের বর্দ্ধক হও।

৩। হে সোম! বায়ু সকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হউক, নদী সকল তোমার উদ্দেশে গমন করুক, তাহারা তোমার মহত্ত্ব বর্দ্ধন করুক।

৪। হে সোম! তুমি বায়ু ও জলেরদ্বারা প্রবৃদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য বল চারিদিক্‌ হইতে তোমাতে সঙ্গত হউক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও।

৫। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমূহ তোমার জন্য ঘৃত এবং অক্ষীণ-দুগ্ধ দোহন করিতেছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছ।

৬। হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সখিত্ব কামনা করিতেছি, তুমি উৎকৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট।

---

৩২ সূক্ত।

সোম দেবতা। অত্রি গোত্রোৎপন্ন শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। সোমসমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হইয়া যজ্ঞে হব্যদায়ীর অন্নার্থ গমন করিতেছেন।

২। ইন্দ্র পান করিতে পারেন এই উদ্দেশে এই হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল প্রস্তরদ্বারা আহূত করিতেছে।

৩। হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে এই, সোম সেইরূপ সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে। এই সোম গব্যদ্বারা স্নিগ্ধ হয়।

৪। হে সোম! তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় করতঃ মিশ্রিত হইয়া মৃগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন কর।

৫। রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেইরূপ হে সোম! শব্দগণ তোমায় স্তুতি করিতেছে।

৬। সেই সোম মিত্রের ন্যায় যুদ্ধে গমন করেন, হে সোম! আমাদিগকে দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর। হব্যদায়ীকে দান কর এবং আমাকেও দান কর, ধন, মেধা এবং কীর্ত্তি দান কর।

---

৩৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। বিপশ্চিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের ন্যায় গমন করিতেছেন, মহিষগণ যেরূপ বনে গমন করে, সেইরূপ গমন করেন।

২। পিশঙ্গবর্ণ, দীপ্ত, সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করতঃ দ্রোণকলসে ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। অভিষুতসোম সকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিতেছেন।

৪। তিন বাক্য উদীরিত হইতেছে, প্রীতিদায়ক গো সকল শব্দ করিতেছে, হরিতবর্ণ (সোম) শব্দ করিয়া গমন করিতেছেন।

৫। স্তোতাকর্ত্তৃক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, র[illegible] হইতেছে এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জ্জিত হইতেছে।

৬। হে সোম! ধনসম্বন্ধীয় চারটী সমুদ্রকে চারিদিক্ হইতে আ[illegible] নিকট আনয়ন কর এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন কর।

---

৩৪ সূক্ত।

সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। অভিষুত সোম প্রেরিত হইয়া ধারা প্রবাহের পবিত্রে গমন করিতেছেন এবং দৃঢ় শত্রুপুরী সকলেকও বিশ্লথ করিতেছেন।

২। অভিষুত সোম সকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিতেছেন।

৩। রসের সেক্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ কর, প্রস্তরদ্বারা অভিষব করিতেছে, কর্ম্মবলে সোমরস হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে।

৪। ত্রিত ঋষির মদকর সোম তাঁহার নিজের জন্য শুদ্ধ হইয়াছে, সেই সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ যজ্ঞাশ্রয়, প্রিয়তম, মনোহর, সোমসাধন সোমকে দোহন করিতেছেন।

৬। অকুটিল বাক্য সকল উচ্চারিত হইয়া ইহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে। সোমও শব্দ করতঃ প্রীতিকর স্তুতি কামনা করিতেছেন।

---

৩৫ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র প্রভূবসু ঋষি।

১। হে শোধনকালীন সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও, বিস্তীর্ণ ধন এবং দ্যুতিমান্ যজ্ঞ আমাদিগকে প্রদান কর।

২। হে সোম! হে জলপ্রেরক! হে শত্রুগণের কম্পোৎপাদক! তুমি আপন বলে আমাদের ধনের ধারক হও।

... সোম! তোমার বলে আমরা সংগ্রামাভিলাষী শত্রুগণকে ... আমাদের অভিমুখে বরণীয় ধন প্রেরণ কর।

... আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করতঃ অন্নদাতা, সর্ব্ব-... কর্ম্মজ্ঞ ও আয়ুর্জ্ঞ ... প্রেরণ করেন।

... সেই সোমকে ... বাক্যদ্বারা স্তব করিতেছি, স্তুতির প্রেরক ... কে ... এই সোম গোসমূহের পালক।

... সকল মনুষ্য ... তি, পবিত্র, প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোমের ব্রতে ... করিতেছে।

---

৩৬ সূক্ত।

সোম দেবতা। প্রভূবসু ঋষি।

১। রথযোজিত অশ্বের ন্যায় চমূদ্বয়ে অভিষুত সোম স্থাপিত হইলেন, বেগবান্ সোম সংগ্রামে বিচরণ করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি বাহনকারী, জাগরূক, দেবাভিলাষী, তুমি মধুস্রাবী (দশাপবিত্রকে) অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হও।

৩। হে পুরাণ শোধনকালীন সোম! আমাদের স্বর্গীয় স্থান সকল প্রকাশিত কর এবং যজ্ঞ ও বলার্থ আমাদের প্রেরণ কর।

৪। যজ্ঞাভিলাষী (ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক) অলঙ্কৃত, তাহাদের হস্তদ্বারা মার্জ্জিত সোম মেষলোমময় (দশাপবিত্রে) শোধিত হইতেছে।

৫। সেই অভিষুত সোম হব্যদাতাকে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষে সমস্ত ধন ধারণ করুন।

৬। হে বলপতি সোম! তুমি স্তোতাগণের অশ্বাভিলাষী, গবাভিলাষী ও বীরাভিলাষী হইয়া স্বর্গের পৃষ্ঠে আরোহণ কর।

---

৩৭ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি।

১। (ইন্দ্রাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।

২। সেই সোম সর্ব্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সুখের প্রাপক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দ করতঃ দ্রোণকলসে গমন করেন।

৩। বেগবান্, স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ, শোধনকারী সোম [illegible] হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন।

৪। সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

৫। (অশ্ব যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।

৬। সেই মহান্, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্ত্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।

---

৩৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি।

১। সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্রদ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন।

২। এই ক্লেদযুক্ত হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পানার্থ প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট করিতেছেন।

৩। দশটী হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে।

৪। এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেরূপ উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন।

...রস সকল পদার্থ দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শি...
...পবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।

...নার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ, সোম শব্দ ...
প্রিয় স্থানে গমন করিতেছেন।

---

৩৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন বৃহন্মতি ঋষি।

১। হে মহামতি সোম! দেবগণের প্রিয়তম শরীরযুক্ত হইয়া গমন কর, দেবগণ কোথায় বলিতে থাক।

২। অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত করতঃ এবং যাগকারীকে অন্ন ... করতঃ অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টি ক্ষরিত কর।

৩। অভিষুত সোম দীপ্তি ধারণ করতঃ এবং সমস্ত পদার্থকে দ... দীপ্ত করতঃ শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন।

৪। এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হইয়া সিন্ধুর ঊর্ম্মিতে ... হইতেছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন করিয়া থাকেন।

৫। দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেবগণের পরিচর্য্যার্থ অভিষুত সোম ... জন্য মধুসেক করিতেছেন।

৬। সম্যক মিলিত স্তোতা সকল স্তব করিতেছেন, হরিৎবর্ণ সো... প্রস্তর সাহায্যে প্রেরণ করিতেছেন, (অতএব হে দেবগণ)! যজ্ঞস্থানে ... হও।

---

৪০ সূক্ত।

সোম দেবতা। বৃহন্মতি ঋষি।

১। সর্ব্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদিগকে অতিক্রম ... য়াছেন, তাঁহাকে কর্ম্মদ্বারা সকলে শোভিত করিতেছেন।

২। অরুণবর্ণ সোম দ্রোণকলসে আরোহণ করিতেছেন, পরে অভি... ... ও অভিষুত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিতেছেন এবং ধ্রুবস্থানে ... ...বিষ্ট হইতেছেন।